المـرأة المثـاليـة

جمع وترتيب : عبد الحميد الفيضي

আব্দুল হামীদ ফাইযী

সূচীপত্র

আন্তরিক অভিমত

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ যিনি আমাদেরকে সব সৃষ্টির মাঝে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ক'রে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন এবং দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ার জন্য দান করেছেন মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও তাকে বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে প্রচার করার জন্য পাঠিয়েছেন নবীকুল শিরমণি, মানবমণ্ডলীর নেতা, সর্বশ্রেষ্ঠ মানব, বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে। ভাই আব্দুল হামীদ ফাইযীর লেখা 'আদর্শ রমনী' বইখানা আদ্যান্ত মনোযোগ সহকারে পড়েছি। সত্যিকারে বইখানির প্রয়োজনীয়তা অতি অল্প কথায় লিখা সম্ভব নয়। তবুও স্বল্প কথায় লিখি বা বলি যে, দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গল যারা চায়, তাদের জন্য আমাদের প্রিয় লেখকের লেখা কুরআন ও হাদীসের আলোকে অত্যন্ত সহজ ভাষায় বুঝার জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ। আমি একজন নারী, একজন মা, একজন ঘরনী হিসাবে শ্রদ্ধেয় লেখকের কাছে কৃতজ্ঞ এই জন্য যে, সত্যই তিনি মানব-কল্যাণে তথা সমগ্র নর-নারীর মঙ্গলার্থে এই বইখানি প্রণয়ন করেছেন। আমাদের ঘর-সংসার জীবনের খুঁটিনাটি ভুল-ত্রুটি সংশোধনের লক্ষ্যে অতি নিপুণভাবে কখনও কুরআনের বাণী ও হাদীসের আলোকে আবার কখনও কবিতার ছন্দে বহু সমস্যা ও সমাধান তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

আল্লাহ আমাদের নারী সমাজের প্রত্যেককে একজন 'আদর্শ নারী' হিসাবে গড়ে ওঠার তওফীক দিন। আমীন।

অস্বাল্লাল্লাহু আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ।

ইতি

রেহেনা আখতার
যওজে আনীসুর রহমান
শাহ খালিদ হাসপাতাল
আল-মাজমাআহ

অভিমত

নারী সংসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে; কখনও কন্যা, কখনও স্ত্রী, কখনও মা, কখনও শাশুড়ী রূপে। একজন নারীই পারে সংসার ভেঙ্গে দিতে। অনুরূপ একজন নারীর দ্বারাই তৈরী হয় শান্তির নীড় বা সুখী সংসার। পৃথিবী রঙিন হয়ে উঠছে দিনের পর দিন। বাড়ির মধ্যে ভাই-বোন, আব্বা-আম্মা, স্বামী ও শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রতি নানা কর্তব্য আছে। সেসব ভুলে নারীরা আজ বাড়ী থেকে বাজারের দিকে পা বাড়িয়েছে প্রগতির নামে। ভুলে গেছে বড়দেরকে মানা, স্বার্থ ত্যাগ করা, পর্দার বিধান মেনে চলা, আল্লাহকে ভয় করা, জাহান্নামকে ভয় করা, জান্নাতের লোভ করা, স্বামীকে নৈকট্য দেওয়া, স্বামীর আদেশ মেনে চলা, দাম্পত্য জীবনে সঠিক পথ অনুসরণ করা, পরকালের সীমাহীন জীবনকে বিশ্বাস করা, দুনিয়াবী সুখ বর্জন করা, আল্লাহর হুকুম ও নবীর তরীকা মেনে নেওয়া ঈত্যাদি।

যেসব নারীরা এইসব ভুলে যায়নি, তারাই 'আদর্শ নারী'। তারাই হবে ইহকাল ও পরকালের সুখ-ভোগের অধিকারিণী।

আমার মনে হয়, এই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে দিশাহারা নারী সমাজকে সঠিক পথ দেখাতে উপযুক্ত দিশারী হবে আব্দুল হামীদ মাদানী সাহেবের মহামূল্যবান পুস্তক 'আদর্শ রমণী'। কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী-জীবনের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি একত্রিত ক'রে উক্ত বইটিতে সুন্দরভাবে প্রকাশ করা হয়েছে, যা প্রতিটি মুসলিম নারীকে সঠিকভাবে জীবনযাপন করতে ও জান্নাতের পথ দেখাতে সাহায্য করবে। আমি বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

আল্লাহর নিকট দুআ করি যে, তিনি যেন এই পুস্তকের লেখক, প্রকাশক ও পাঠক-পাঠিকাদের তাঁর নবী ﷺ-এর শাফাআত নসীব করেন। আমীন, সুম্মা আমীন।

ইতি --
মুসাম্মাৎ মারইয়াম খাতুন
পুবার, পাণ্ডুক, বর্ধমান

শুরুর কথা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

রমণীদের মধ্যে সুন্দরী রমণীর অভাব নেই। কিন্তু 'আদর্শ রমণী'র বড় অভাব। যাঁরা আদর্শ মানুষ অথবা আদর্শকে ভালবাসেন এমন মানুষ সেই রমণীর অনুসন্ধান ক'রে থাকেন বিবাহের পূর্বে। অনেকে সে মর্মে কিছু লেখার পরামর্শ দেন। সেই ভাইদের আশামত তেমনই রমণী গড়ার প্রচেষ্টায় আমার এবারের প্রয়াস। আল্লাহ যেন তা কবুল করেন।

আমি এ পুস্তিকায় সরাসরি আমার দ্বীনী বোনকে সম্বোধন করেছি। তার প্রকৃতি ও মনের পরশ পেতে যথা সম্ভব গান, কবিতা ও হেঁয়ালি দিয়ে কথার মালা গেঁথেছি। আশা করি সেই ফুলের মালা তার গলায় শোভা পাবে।

স্বামীগৃহ ও সংসারের কিছু খুঁটিনাটি ছোট ছোট কথা লিখেছি, আশা করি, তা তার দাম্পত্য জীবনের সহায়ক হবে। এই পুস্তিকা পড়ে নিজেকে 'আদর্শ তরুণী, আদর্শ স্ত্রী, আদর্শ মা ও আদর্শ শাশুড়ী' হিসাবে নিজেকে গড়তে প্রয়াস পাবে। আর তওফীক আল্লাহর হাতে।

আমি যে আবেগ নিয়ে লিখেছি, সেই আবেগ নিয়ে পড়তে আমার বোনটিকে আবেদন জানাচ্ছি। হয়তো বা এত সব কথা মানতে তোমাকে ভারী বোধ হবে, কিন্তু 'আদর্শ রমণী' হতে হলে কিছু ত্যাগ স্বীকার তো করতেই হবে।

'বড় হওয়া সংসারেতে কঠিন ব্যাপার,
সংসারে সে বড় হয়, বড় গুণ যার।'

বইটি পড়ে তুমি মনে করতে পার যে, 'নারীকে কেবল পুরুষের সুখ-দানকারিণীর ভূমিকায় রাখা হয়েছে।' আমি বলি, সেটা হলেই বা ক্ষতি কি? স্বামীকে কি স্ত্রীর সুখদানকারী রূপে সৃষ্টি করা হয়নি? নারী-পুরুষ একে অপরের সুখদানকারী না হলে দাম্পত্যে সুখ কোথায়?

তুমি মনে করতে পার, 'বইটিতে নারীকে অনেক ক্ষেত্রে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে।' আমি বলি, হ্যাঁ, তা অবশ্যই। তবে তা বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ স্বভাবের

নারীকে। উদ্দেশ্য হেয় বা তুচ্ছ করা নয়; বরং স্বর্ণকারের মত আঘাত দিয়ে তাদের মত স্বর্ণকে সুন্দর অলঙ্কার রূপে গড়ে তোলা।

ইসলাম পুরুষের তুলনায় নারীকে তিনগুণ মর্যাদা দিয়ে ধন্য করেছে। নারীকে তার যথার্থ মর্যাদা ও অধিকার প্রদান করেছে। কিন্তু নারীকে পুরুষের সমান মর্যাদা দেয়নি, নারীর উপর পর্দা ফরয করেছে, তার উপর স্বামীকে 'স্বামী' ও কর্তা বানিয়েছে, চরম প্রয়োজনে তাকে মারার অনুমতি দিয়েছে, নারীর উপর তার স্বামীর খিদমত ওয়াজেব করেছে, তাতে যদি কোন স্বাধীন-চিত্তের আধুনিকা ভুল বুঝে মনে করে যে, নারীর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে, তাহলে আমার আর কি বলার আছে?

তুমিও কবির সুরে সুর মিলিয়ে আমাকে গালি দিয়ে বলতে পার,

'হাদিস কোরান ফেকা লয়ে যারা করিছে ব্যবসাদারী,
মানে নাক' তারা কোরানের বাণী --- সমান নর ও নারী!
শাস্ত্র ছাঁকিয়া নিজেদের যত সুবিধা বাছাই ক'রে,
নারীদের বেলা গুম্ হ'য়ে রয় গুমরাহ্ যত চোরে!'

তুমি বলতে পার, 'সবই মেয়েদের দোষ। পুরুষদের কিছু কি নেই?' আমি বলি, অবশ্যই আছে, ঢের আছে। কেবল পুরুষদের সুবিধার জন্য এ বই কুরআন-হাদীস ঘেঁটে লিখা হয়নি। নারীর অধিকার ও পুরুষদের কর্তব্য নিয়ে এ বইয়ের আলোচনা নয়। এ বই পুরুষ বা মহিলার মর্যাদা ছোট বা বড় ক'রে দেখাবার উদ্দেশ্যে লেখা হয়নি। এ বই লিখা হয়েছে, রমণীকে 'আদর্শ রমণী' ক'রে গড়ে তোলার জন্য। ঈমানী মন নিয়ে পড়, তাহলেই বুঝতে পারবে 'গুমরাহ ও চোর' কে বা কারা?

এস, পড় ও বড় হও, আল্লাহর কাছে, মানুষের কাছে। তোমার মত 'আদর্শ স্ত্রী' পেয়ে ধন্য হোক ভাগ্যবানেরা। বেহেশ্ত হোক তাদের সংসার। আমি তোমাকে এই স্নেহের উপহার দিতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। আমার জন্য দুআ করো বোনটি!

ইতি -
তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী ভাই
আব্দুল হামীদ ফাইযী
আল-মাজমাআহ
সঊদী আরব
২১/১২/০৮

আদর্শ তরুণী

স্নেহময়ী বোনটি আমার! জীবন হল অচেনা পুকুরের মত। নামার সময় সাবধানে নামতে হবে।

জীবন গতিশীল। শৈশব থেকে কৈশোর পার হয়ে এখন তুমি যৌবনে পদার্পণ করেছ। তোমার মনে এখন কত স্বপ্ন, কত আশা, কত ভয়, কত ভরসা।

তুমি মুসলিম তরুণী, এ সবকিছু রাখ আল্লাহর প্রতি। আল্লাহকে ভয় কর।

মন পরিষ্কার কর ঃ-

শির্ক ও অমূলক বিশ্বাস থেকে, হিংসা, ঈর্ষা, গর্ব, অহংকার ইত্যাদি থেকে।

জেনে রেখো তোমার ইহ-জীবনের গাড়ি পার হবে তিনটি সেতুর উপর দিয়ে। অতঃপর পরকালের জীবনে পুলসিরাতের সেতু পার হয়ে পৌঁছবে শেষ মঞ্জিল জান্নাতে। দুনিয়ার পথে তোমার প্রথম সেতু হল মা। দ্বিতীয় হল বাপ। আর তৃতীয় হল স্বামী। আর তোমার অচেনা পথের গাইড-বুক হল, কুরআন ও সহীহ হাদীস।

জাহেমাহ ﵁ নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি জিহাদ করব মনস্থ করেছি, তাই আপনার নিকট পরামর্শ নিতে এসেছি।' এ কথা শুনে তিনি বললেন, "তোমার মা আছে কি?" জাহেমাহ ﵁ বললেন, 'হ্যাঁ'। তিনি বললেন, "তাহলে তুমি তার খিদমতে অবিচল থাক। কারণ, তার পদতলে তোমার জান্নাত রয়েছে।" *(ইবনে মাজাহ, সহীহ নাসাঈ ২৯০৮-নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "পিতা হল বেহেশ্তের মধ্যম দরজা। সুতরাং তোমার ইচ্ছা হলে তার যত্ন নাও, না হলে তা নষ্ট করে দাও।" *(আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম)*

নবী ﷺ বলেন, "স্ত্রীর জন্য স্বামী তার জান্নাত অথবা জাহান্নাম।" *(ইবনে আবী শাইবাহ,নাসাঈ, ত্বাবারানী, হাকেম, প্রভৃতি)*

প্রকৃতির প্রথম ও প্রধান আইন হচ্ছে, মাতা-পিতাকে মান্য করা। অবশ্য তা হবে বৈধ বিষয়ে। অবৈধ কোন বিষয়ে কারো কথাই মান্য নয়।

জীবন পথে প্রস্তুতি ঃ

হয়তো বা তুমি তোমার কৈশোর থেকেই লক্ষ্য করেছ, ছেলেরা যেন তোমার দিকে তাকিয়ে থাকে। তোমার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, তা কেন?

'মেয়েদেরকে দেখে হ্যাংলা কুকুরের মত যে সব পুরুষের জিভে পানি আসে, মেয়েরা তাদেরকেই বেশী ঘৃণা করে।' তা কেন? কেন লম্পটরা তোমাকে দেখে 'আঙ্গুর ফল টক' ইত্যাদি বলে মন্তব্য করে?

আসলে তোমার যৌবন তোমার সম্পদ। তোমার দেহে যৌবনের ফুল ফুটলে, তারুণ্যের লাবণ্য উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পেলে, তোমার দিকে পুরুষে তাকাবে -- এটাই প্রকৃতির নিয়ম।

এই সম্পদ তোমার অমূল্য সম্পদ। তুমি তোমার সম্পদের হিফাযত কর।

'নারীর নারীত্বের প্রধান সম্পদ হল তার দেহের নিভৃতে রক্ষিত মূল্যবান মোহর; যা সাপের মাথার মণির চেয়েও দামী। সাপ মণি-হারা হলে গাছের সাথে মাথা কুটে অঘোরে প্রাণ হারায়। পক্ষান্তরে ঝিনুক জীবন দেয়, তবু বুকের মুক্তোটি কাউকে নিতে দেয় না।' সতী নারী তার সতীত্ব ও নারীত্ব রক্ষা করে সকল শক্তি ব্যয় ক'রে।

পরদা

ফুলের বাগান রক্ষা করতে হলে ভালো করে বেড়া দিয়ে রাখতে হয়, নইলে ছাগলে খেয়ে যায়। তারের জাল দিয়ে পুকুরের মোহনা বন্ধ করতে হয়। নচেৎ চঞ্চল মাছ বের হয়ে যায়। মহিলার সৌন্দর্যও যদি গোপন করা না হয়, তাহলে তাও নষ্ট হয়ে যায়।

সোনার মূল্য আছে বলেই তাকে কোটা, আলমারী ও রুমের মধ্যে তালাবদ্ধ রাখা হয়। যাতে অপরের লালসা সৃষ্টি না হয়, চুরি ও ছিন্তাই না হয়ে যায়।

নারীর সৌন্দর্য তার দুশমন। এই জন্যই নারীর জীবনে নিরাপত্তার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রহরী হল তার কুৎসিত চেহারা। কিন্তু পর্দা হলে তো তার প্রয়োজন থাকে না।

উদ্ভিন্নযৌবনা বোনটি আমার! তুমি পর্দা কর, নিরাপত্তা ও সম্মান পাবে প্রতিপালকের কাছে, ভালো মানুষদের কাছে।

কিন্তু কেমন পর্দা করবে তুমি? দুনিয়ার বুকে পর্দার ধরন-গঠন অনেক রকম। কোন্ পর্দা করলে তুমি নিরাপত্তা পাবে এবং তা দোযখের আগুন থেকে পর্দা স্বরূপ হবে? প্রথমে দেখ কত রকমের পর্দা ঃ-

১। ছানি পর্দা

এ পর্দা যারা করে, তারা বাইরে গেলে বোরকা পরে। বাইরের লোককে পর্দা করে। কিন্তু বেগানা আত্মীয়-স্বজনকে পর্দা করে না। যে কোন বেগানা লোক; ভাই, খালু,

ফোফা ইত্যাদি পরিচয় দিয়ে দিব্যি ঘরে অর্থাৎ ভাতঘরে ঢুকতে পারে এবং সে ঘরের মহিলারা তাদেরকে এগানাই মনে করে। এমনকি বাড়ির কারো বন্ধুকেও তারা বেগানা মনে করে না। কারণ বেগানা মনে ক'রে বৈঠকখানায় জায়গা দিলে তাদেরকে পর মনে করা হয় তাই। পক্ষান্তরে অনাত্মীয় অপরিচিত লোক এলে তাদের পর্দা ঠিক থাকে। বরং তাদের কেউ বাড়ি প্রবেশ ক'রে গেলে আর রেহাই নেই। উত্তম-মধ্যম শুনিয়ে তাকে বাইরে বের করা হয়।

২। নানী পর্দা

এ পর্দা যারা করে, তারা কেবল পরিচিত লোকদেরকে পর্দা করে। অপরিচিত লোকদেরকে পর্দা করে না। গ্রাম থেকে গাড়ি বের হয়ে গেলে এদের পর্দার রেঞ্জ শেষ হয়ে যায়।

এদের অনেকে আবার পরিচিত লোক যদি আত্মীয়র মত হয়, তাহলে তাদেরকেও পর্দা করে না। যেমন কাজের গতিকে যাদেরকে ঘনঘন অন্দর মহলে প্রবেশ করতে হয়, তাদেরকে তারা পরোয়া করে না।

অবশ্য অনেকে আবার গ্রামের কাউকে পর্দা করে না, কেবল ইমাম সাহেবকে করে।

আসলে এক নানীর গল্প থেকে বক্তা হুজুররা এই পর্দার নাম দিয়েছেন 'নানী পর্দা'। গল্পটা নিম্নরূপ ঃ-

এক দুপুরে নানী নাতিকে সঙ্গে নিয়ে পুকুরে গোসল করতে গেল। নানী পর্দানশীন মহিলা। পুকুরটা রাস্তার ধারে। নাতিকে বলল, 'আমি গোসল করতে নামছি। লোক এলে বলবি।'

নাতিকে পাড়ে দাঁড় করিয়ে দিয়ে নানী ঘাটে বসে গায়ের কাপড় খুলে সাবান মাখতে লাগল। ক্ষণেক পরে ঐ রাস্তায় একটি লোক আসতে দেখে নাতি হাকুলি-বিকুলি ক'রে বলে উঠল, 'নানী গো নানী! লোক আসছে।'

তা শুনে নানী শশব্যস্ত হয়ে গায়ে-মাথায় শাড়ী জড়িয়ে নিল। লোকটি পার হয়ে গেল। ঘোমটার ফাঁকে নানী দেখল, লোকটি আর কেউ নয়, ও পাড়ার ফটিক। তাই নাতিকে বলল, 'ও-হ! ও তো ও পাড়ার ফটিক রে। ভাল ক'রে দেখবি, লোক এলে বলবি।'

কিছু পরে একজনকে আসতে দেখে নাতি বলে উঠল, 'নানী গো নানী! লোক আসছে।'

নানী সত্বর গায়ে মাথায় শাড়ী জড়িয়ে নিয়ে চোরা চাহনিতে দেখল, দুধ-ওয়ালা।

বিরক্ত হয়ে বলল, 'আরে বোকা! ও তো দুধ-ওয়ালা রে। প্রত্যেকদিন আমাদের ঘরে দুধ দিয়ে যায়, জানিস না? ভাল ক'রে দেখিস, লোক এলে বলবি।'

সামান্যক্ষণ পরেই মাথায় ঝুড়ি নিয়ে একজনকে আসতে দেখে নাতি বলল, 'নানী গো নানী! লোক আসছে।'

নানী গায়ে-মাথায় কাপড় নিয়ে পিছন থেকে তাকিয়ে দেখে বলল, 'ও তো চুড়ি-ওয়ালা রে। আমরা ওর কাছে চুড়ি পরি জানিস না?'

নানী সাবান মাখতে মশগুল হল, নাতি মনে মনে ভাবতে লাগল, তাহলে লোক আবার কাকে বলে? স্থির করল আর কিছু বলবে না। অকস্মাৎ গ্রামের ইমাম সাহেব সে রাস্তায় পার হচ্ছিলেন। নাতি আর কিছু বলল না। নানীকে খোলামেলা দেখে মৌলবী সাহেব গলা ঝাড়তে শুরু করলেন। নানী শশব্যস্ত হয়ে লজ্জাবতী লতার মত শাড়ী জড়িয়ে জড়সড় হয়ে গেল। মৌলবী সাহেব পার হয়ে গেলে সে রাগে অধীরা হয়ে পাড়ে এসে নাতির গালে ঠাস্ ঠাস্ ক'রে দু' চড় লাগিয়ে দিল। বলল, 'বাঁদর! লোক চিনিস্ না? তোর চোখ খারাপ হয়েছে নাকি? বললাম যে, লোক এলে বলবি!'

নাতি 'এঁ্যা এঁ্যা' ক'রে কাঁদতে শুরু করে দিল। বলল, 'তুমিই তো বললে, ফটিক লোক নয়, দুধ-ওয়ালা লোক নয়, চুড়ি-ওয়ালা লোক নয়। তাতেই আমি মনে করলাম, হয়তো বেটা ছেলেরা লোক নয়। তাতেই আমি আর বলি নাই। শুধু মৈলবীরা যে লোক তা তো আমি জানতাম না।'

এক গ্রামের মসজিদ পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। বর্ষার কাদায় একমাত্র রাস্তা অচল হয়ে পড়েছিল। পাড়ার লোকেরা এক ব্যক্তির ঘরের আঙিনা বেয়ে পারাপার করছিল। যেহেতু আমি মৌলবী সাহেব ছিলাম, সেহেতু এক ভাই আগে থেকেই সেই বাড়ি-ওয়ালার কাছে পার হওয়ার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু পাঁচিলহীন বাড়ির পর্দাবিবির মরদ পার হতে অনুমতি দিল না!

এক মজলিসে আমি বললাম, 'আমি বাসে চেপে দেখি, আমার পরিচিতা এক মহিলা মাথায় কাপড় খুলে বসে আছে। আমার চোখে চোখ পড়তেই শশব্যস্ত হয়ে মাথার কাপড় তুলে নিল। প্রায় মৌলবীদেরকেই দেখে মেয়েরা এমন করে কেন?'

হঠাৎ করেই একজন জবাব দিল, 'কারণ, দুনিয়াতে মৌলবীরাই পুরুষ, আর বাকী সব কাপুরুষ তাই।'

আমি বলি, 'না। অনেক মহিলার নিকটে মৌলবীরাও পুরুষ নয়। আমরা এক আত্মীয়র বাড়ি গেলে, সে বাড়ির এক বেগানা মহিলা খোলা মাথায় শ্যাম্পু করা ছড়ানো

চুল নিয়ে আমাদের সামনে চা পেশ করল!’

অথবা ঐ শ্রেণীর মহিলারা কবির এই কথায় বিশ্বাসী,

‘সাম্যের গান গাই-
আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই!’

৩। লোকদেখানী বা ভয়ের পর্দা

সাধারণতঃ এ পর্দা মেয়েরা শ্বশুরবাড়িতে ক’রে থাকে। উদ্দেশ্য আল্লাহকে রাজি করা নয়; বরং লোকপ্রদর্শন। এরা মায়ের বাড়িতে কোন প্রকার পর্দা করে না। কিন্তু শ্বশুর গ্রামে পর্দাবিবি সাজে। এদের ‘সদরেতে ছুঁচ চলে না, মফস্বলে হাতি চলে।’ এরা ‘হাট যায় বাজার যায়, তোলা পানিতে গোছল করে!’ এদের মরদরা বারুইকে বলে, ‘একবার চালের ঐ পাশে যাও, ম্যাডাম মার্কেট যাবে।’

এরই শামিল এয়ারপোর্টী পর্দা ঃ-

এই পর্দা সউদী আরবের কিছু মহিলা ক’রে থাকে; যারা দেশের ভিতরে পর্দায় থাকতে বাধ্য হয়। কিন্তু যখনই বাইরের কোন দেশ সফর করে, তখনই এয়ারপোর্টে এসে বোরকা ব্যাগে ভরে নেয়।

অনুরূপ বহু বেপর্দা মহিলা, যারা সরকারীভাবে পর্দাদেশ সঊদী আরবে বসবাস করে। অতঃপর যখন এ দেশের এয়ারপোর্টে নামে তখন বোরকা ব্যাগ থেকে বের ক’রে অনিচ্ছা সত্ত্বেও জ্বালা মনে গায়ে জড়িয়ে নিতে বাধ্য হয়। আর যখন এ দেশ থেকে নিজের দেশে যায়, তখন এয়ারপোর্টে পৌঁছে স্বস্তির শ্বাস নিয়ে সানন্দ চিত্তে বোরকাটি খুলে ব্যাগে ভরে। অবশ্য এ দেশেও তারা ফ্ল্যাটের ভিতরে অতি সতর্কতার সাথে আপন দেশের পরিবেশ বানিয়ে রাখে!

৪। শরয়ী পর্দা

শরয়ী পর্দা হল তাই, যা শরীয়তে করতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ, মহিলার আপাদ-মস্তক সর্বাঙ্গ শরীর বেগানা পুরুষের সামনে গোপন করতে হবে। বাড়ির ভিতরেও বেগানা পুরুষকে পর্দা করতে হবে এবং বাইরে গেলেও পর্দা করতে হবে। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহর নির্দেশ হল,

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا} (٥٩) سورة الأحزاب

অর্থাৎ, হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও বিশ্বাসীদের রমণীগণকে বল, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের (মুখমন্ডলের) উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে; ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আর আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *(সূরা আহযাব ৫৯ আয়াত)*

বুঝতেই পারছ, পর্দা সম্ভ্রান্ত মহিলার চিহ্ন। সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মহিলাদের লেবাস। নবী যুগের মহিলারা সর্বাঙ্গ শরীর ঢেকে রাখতেন। অনেকে প্রয়োজনে কব্জি অবধি হাত ও পায়ের পাতা বের করা বৈধ বলেছেন। তোমাকে এই পর্দাই মানতে হবে। যথাসাধ্য সকল বেগানা থেকে পর্দা করতে হবে।

অনেক অপরিণামদর্শী আধুনিক টাইপের হুজুররা বলে থাকেন, গান-বাজনা শোনা জায়েয, বাড়িতে টিভি রাখা জায়েয, মেয়েদের চেহারা দেখানো জায়েয ইত্যাদি।

একজন ঈর্ষাপরায়ণ মানুষ এক হুজুরকে বললেন, 'তোমার বউ সাধারণ মেয়েদের মত আসছে-যাচ্ছে, অথচ তুমি একজন মওলানা!' উত্তরে হুজুর বললেন, 'কি হবে তা? চেহারা দেখানো জায়েয!'

অধিকাংশ মহিলা মনে করে, চেহারা দেখানো জায়েয। যেহেতু সেই মহিলারা তাদের স্বামী, বাপ, ভাই বা অন্য কোন হুজুরের ফতোয়া শুনেছে। সুতরাং তারা তোমার ফতোয়া মানবে কেন? অথচ যাঁরা এ ফতোয়া দিয়েছেন, তাঁরা শর্তারোপ ক'রে বলেছেন, 'যদি ফিতনার ভয় না থাকে তাহলে।' কিন্তু এ শর্তের কোন পরোয়াই করা হয় না। বরং আরো একধাপ এগিয়ে তারা বলে, 'পর্দা তো নিজের কাছে!' অর্থাৎ, নিজে ঠিক থাকলে দেহের সৌন্দর্য দেখালেও অসুবিধে নেই। তারা মনে করে, ইঁদুর চোখ বন্ধ ক'রে রাখলেই বিড়াল তাকে দেখতে পাবে না। অথচ এরকম করলে ইঁদুর যে কত বড় বোকামি করবে, তা তারা ভাল মতই জানে।

পরন্তু আসল সৌন্দর্য চেহারাতেই। চেহারা দেখেই পুরুষ সুন্দরী-অসুন্দরী পছন্দ করে। চেহারাতেই আছে দু'টি চোখ; যাতে আছে যাদু। তা খোলা রাখলে বিপত্তি থেকে বাঁচার উপায় কোথায়?

চেহারা দেখানো জায়েয হলে তোমার বাড়িতে যে কেউ ঢুকতে পারে, যার তার সামনে খোলা চেহারা নিয়ে আসতে-যেতে পার, খোলা চেহারা নিয়ে পর-পুরুষের সাথে কাজ করতে পার। আর তাহলে মহান আল্লাহর এই বাণীর অর্থ কি?

{وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ}

অর্থাৎ, তোমরা তাদের নিকট হতে কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল হতে চাও। এ বিধান

তোমাদের এবং তাদের হৃদয়ের জন্য অধিকতর পবিত্র। *(ঐ ৫৩ আয়াত)*

চেহারাই যদি তুমি আমাকে দেখাবে, তাহলে 'পর্দার অন্তরাল হতে' আবার কিছু চাইব কেন? তখন 'পর্দার অন্তরাল' আবার কোন্‌টি?

অনেকে বলে, 'অত পর্দা মানতে পারি না। আমরা হাজী নই, বড়লোকও নই।' তার মানে আমরা পাজি ছোটলোক, তাই আমাদের পর্দার দরকার নেই। অথচ এ কথা বললে তারা তোমাকে আখ-ঝোড়া করবে।

'বড়লোক নই' অর্থাৎ, বড়লোকদের মত যদি আমাদের বাড়িতে কল-পায়খানা থাকত, তাহলে পর্দা করতাম। নেই, তাহলে করব কিভাবে?

আসলে মন থাকলে অনেক কিছুই করা যায়। আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করার ইচ্ছা থাকলে, তা খুব সহজ। সাহাবীদের যুগে পানির যে কষ্ট ছিল, তা তোমার অজানা নয়। সুদূর প্রসারী এই মরুভূমীর দেশে দূর-দূরান্ত থেকে পানি এনে ঘরে রাখতে হত। মেয়েরা রাতে বাইরে গিয়ে নিজেদের প্রয়োজন সারত। কোথাও কোথাও যৌথ গোসলখানার ব্যবস্থা ছিল। তোমার দেশেও দেখ, বহু গরীব ঘরে পর্দার ব্যবস্থা আছে।

অবশ্য আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা হওয়ার ফলে তুমি পর্দাকে গোঁড়ামি মনে করতে পার। একজন ঈর্ষাপরায়ণ মানুষ এক লোককে বললেন, 'তোমার বউ মাথা খুলে মার্কেট যায়?' উত্তরে সে বলল, 'আসলে আমরা গোঁড়া মুসলমান নই।' তার মানে যারা পর্দা মানে তারা গোঁড়া মুসলমান। আর ওরা হচ্ছে স্বাভাবিক; বরং মেড়া ও ঢিলে মুসলমান।

পর্দার ব্যাপারে গোঁড়া হল তারা, যারা বউকে ঘর হতে আদৌ বের হতে দেয় না, প্রয়োজনে বাসে-ট্রেনে চাপতে দেয় না ইত্যাদি। গোঁড়া তারা নয়, যারা চেহারা ঢাকতে বলে, স্বামীর ভাই, দোলাভাই ইত্যাদিকে দেখা দেওয়া হারাম বলে। যেহেতু শরীয়তের বিধান সেটাই। আর যারা শরীয়তের বিধান সঠিকরূপে পালন করে, তারা গোঁড়া নয়। গোঁড়া হল তারা, যারা শরীয়তের বিধান সঠিকভাবে না জেনে যাকে তাকে 'গোঁড়া' বলে গালি দেয়।

একজন শুনল, 'ওদের বউরা খুব পর্দা।' বলল, 'পর্দা তাতি বাসে-ট্রেনে যায়-আসে, হাসপাতাল যায়, দেওরদেরকে দেখা দেয় কেন?'

ঐ দেখ, এই শ্রেণীর মানুষরা পর্দা না মানলেও, অপরের পর্দাতে খোঁটা দেয়, এদের মন গোঁড়ামিতে পরিপূর্ণ। কেউ যদি সম্পূর্ণ পর্দা না মানতে পারে, তাহলে কি যতটা সাধ্য ততটাও পালন করা যাবে না? নাকি ওদের মত, 'খাব তো পেট ভরে, মরব তো খাট ভরে' বলবে? অর্থাৎ, তাছাড়া খাবে না, মরবেও না? এ তো বড় আজীব কথা!

শরীরের কোন অঙ্গ যদি ডাক্তারকে দেখাতে হয়, তা বলে কি তাকে সর্বাঙ্গ খুলে দেখিয়ে দেবে? পায়ে কুকুরের গু' লেগে গেলে কি গোটা গায়েই মেখে নেবে? নাকি শুধু পা-টাই ধুয়ে নেবে? বোনটি আমার! মানার মন না থাকলে, আলাচালাই করে লোকে।

ট্রেনে বোরকা দেখে এক ভদ্রলোক বললেন, 'আপনারা এখনো সভ্যতার আলো পাননি?' বললাম, 'কেন শরীর খোলা না থাকলে ঐ আলো লাভ করা যায় না?' বললেন, 'এ যুগে আর ওসব চলে না।' বললাম, 'যে আলো পায় সে আলোকপ্রাপ্তা। যে মহিলার দেহের যত বেশী অংশে আলো পায়, সে তত বড় আলোকপ্রাপ্তা। যার দেহ সম্পূর্ণ নগ্ন, সে সবচেয়ে বড় আলোকপ্রাপ্তা! তাই নয় কি? সভ্যতা নগ্নতায় আছে, নাকি আদর্শ লেবাসে-পোশাকে?' তারপর আমাকে মৌলানা অথবা মৌচাক বুঝে তিনি নিরুত্তর হলেন।

বলবে, পর্দাবিবিরাও অনেক খারাপ আছে। বোরকা পরে কত মেয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। কত মেয়ের ঘোমটার ভিতরে খেমটার নাচ। তার জন্য কথায় বলে,

'দুষ্ট লোকের মিষ্ট কথা দীঘল-ঘোমটা নারী,
পানার নীচে শীতল জল তিনই মন্দকারী।'

হ্যাঁ, এ কথা মানতে কোনই অসুবিধা নেই। কত বোরকা-ওয়ালী, হাদীস-ওয়ালী খেমটার নাচ দেখাচ্ছে। আর তার মানে তো এই নয় যে, পর্দা ক'রে কোন লাভ নেই। পর্দা দুই প্রকার ঃ মনে ও বাইরে। এক সঙ্গে উভয় পর্দা না থাকলে, সে পর্দার কোন দাম নেই। তুমি যদি বল, 'মনের পর্দা বড় পর্দা, বাইরের পর্দা ওঠাও রে।' তাহলে আমি বলব, তাতেও কোন ফল নেই। আর কেউ যদি বলে, মনের পর্দা না থাকলেও বাইরের পর্দা করলেই যথেষ্ট, তাহলে মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ}

অর্থাৎ, হে আদম সন্তান (হে মানবজাতি)! তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকার ও বেশভূষার জন্য আমি তোমাদের জন্য পরিচ্ছদ অবতীর্ণ করেছি। আর সংযমশীলতার পরিচ্ছদই সর্বোৎকৃষ্ট। *(সূরা আ'রাফ ২৬ আয়াত)*

যার মনে 'তাক্বওয়া', সংযমশীলতা ও লজ্জাশীলতা নেই, তাকে যতই ঢাকা দেওয়া হোক, সে হবে খুলনার মেয়ে। সে সর্বাঙ্গ ঢেকে রাখলেও, তার চলনে-বলনে, ধরনে-ধারণে, আকারে-প্রকারে, ভাবে-ভঙ্গিতে নগ্নতা প্রদর্শন করবে।

মহানবী ﷺ বলেন, "তোমাদের সবচেয়ে খারাপ মেয়ে তারা, যারা বেপর্দা,

অহংকারী, তারা কপট নারী, তাদের মধ্য হতে লাল রঙের ঠোঁট ও পা-বিশিষ্ট কাকের মত (বিরল) সংখ্যক মেয়ে বেহেশ্তে যাবে।" *(বাইহাক্বী)*

সোনামণি আধুনিকা বোনটি আমার! বেগানার সামনে শরয়ী লেবাস পর, তুমি হবে আদর্শ মেয়ে।

আমার অন্যান্য বইয়ে শরয়ী লেবাসের কথা পড়েছ। তবুও সে লেবাসের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করছি ঃ-

১। লেবাস যেন দেহের সর্বাঙ্গকে ঢেকে রাখে। কেননা মহানবী ﷺ বলেন, "মেয়ে মানুষের সবটাই লজ্জাস্থান (গোপনীয়)। আর সে যখন বের হয়, তখন শয়তান তাকে পুরুষের দৃষ্টিতে সুশোভন করে তোলে।" *(তিরমিযী, মিশকাত ৩১০৯ নং)*

২। যে লেবাস মহিলা পরিধান করবে, সেটাই যেন (বেগানা পুরুষের সামনে) সৌন্দর্যময় ও দৃষ্টি-আকর্ষী না হয়। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন, "সাধারণতঃ যা প্রকাশ হয়ে থাকে, তা ছাড়া তারা যেন তাদের অন্যান্য সৌন্দর্য প্রকাশ না করে।" *(সূরা নূর ৩১ আয়াত)* সুতরাং তোমার বোরকা যেন নক্সাখচিত না হয়।

৩। লেবাস যেন এমন পাতলা না হয়, যাতে কাপড়ের উপর থেকেও ভিতরের চামড়া নজরে আসে। নচেৎ ঢাকা থাকলেও খোলার পর্যায়ভুক্ত।

একদা হাফসা বিন্তে আব্দুর রহমান পাতলা ওড়না পরে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)এর নিকট গেলে তিনি তাঁর ওড়নাকে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন এবং তাঁকে একটি মোটা ওড়না পরতে দিলেন। *(মালেক, মিশকাত ৪৩৭৫ নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "দুই শ্রেণীর মানুষ দোযখবাসী; যাদেরকে আমি (এখনো) দেখিনি। ---(এদের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ সেই) মহিলাদল, যারা কাপড় পরেও উলঙ্গ থাকবে, অপর পুরুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করবে এবং নিজেও তার দিকে আকৃষ্ট হবে, যাদের মাথা (চুলের খোঁপা) হিলে থাকা উটের কুঁজের মত হবে। তারা বেহেশ্তে প্রবেশ করবে না। আর তার সুগন্ধও পাবে না; অথচ তার সুগন্ধ এত এত দূরবর্তী স্থান থেকেও পাওয়া যাবে।" *(আহমাদ, মুসলিম)*

৪। পোশাক যেন এমন আঁট-সাঁট (টাইট্‌ফিট) না হয়, যাতে দেহের উঁচু-নিচু ব্যক্ত হয়। কারণ এমন ঢাকাও খোলার পর্যায়ভুক্ত এবং দৃষ্টি-আকর্ষী।

৫। যেন সুগন্ধিত না হয়। মহানবী ﷺ বলেন, "সেন্ট্‌ বিলাবার উদ্দেশ্যে কোন মহিলা যদি তা ব্যবহার করে পুরুষদের সামনে যায়, তবে সে বেশ্যা মেয়ে।" *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত ১০৬৫ নং)*

৬। লেবাস যেন কোন কাফের মহিলার অনুকৃত না হয়। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন (লেবাসে-পোশাকে, চাল-চলনে অনুকরণ) করবে, সে তাদেরই দলভুক্ত।" *(আবূ দাঊদ, মিশকাত ৪৩৪৭ নং)*

৭। তা যেন পুরুষদের লেবাসের অনুরূপ না হয়। মহানবী ﷺ সেই নারীদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন, যারা পুরুষদের বেশ ধারণ করে এবং সেই পুরুষদেরকেও অভিশাপ দিয়েছেন, যারা নারীদের বেশ ধারণ করে।" *(আবূ দাঊদ ৪০৯৭, ইবনে মাজাহ ১৯০৪ নং)*

৮। লেবাস যেন জাঁকজমকপূর্ণ প্রসিদ্ধিজনক না হয়। কারণ, বিরল ধরনের লেবাস পরলে সাধারণতঃ পরিধানকারীর মনে গর্ব সৃষ্টি হয় এবং দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাই মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি দুনিয়াতে প্রসিদ্ধিজনক লেবাস পরবে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতে লাঞ্ছনার লেবাস পরাবেন।" *(আহমাদ, আবূ দাঊদ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৪৩৪৬ নং)*

পর্দানশীন বোনটি আমার! নানীর মত সমুদ্র, নদী বা পুকুর ঘাটে অথবা খোলামেলা কোন সুইমিংপুলে গোসল করতে যেয়ো না।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার স্ত্রীকে সাধারণ গোসলখানায় প্রবেশ করতে না দেয়।" *(আহমাদ, সহীহ তারগীব ১৬০নং)*

উম্মে দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি সাধারণ গোসলখানা হতে বের হলাম। ইত্যবসরে নবী ﷺ-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে তিনি আমাকে বললেন, "কোত্থেকে, হে উম্মে দারদা?!" আমি বললাম, 'গোসলখানা থেকে।' তিনি বললেন, "সেই সত্তার শপথ; যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! যে কোনও মহিলা তার কোন মায়ের ঘর ছাড়া অন্য স্থানে নিজের কাপড় খোলে, সে তার ও দয়াময় (আল্লাহর) মাঝে প্রত্যেক পর্দা বিদীর্ণ করে ফেলে।" *(আহমাদ, ত্বাবারানীর কাবীর, সহীহ তারগীব ১৬২নং)*

বলা বাহুল্য, বাড়িতে খাস গোসলখানা তৈরী করা ওয়াজেব। যদিও তা তোলা পানির হয়।

বাইরে যাওয়ার আদব

বাইরে বের হওয়ার আগে শরয়ী পর্দা কর। কারণ মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا} (٥٩) سورة الأحزاب

অর্থাৎ, হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও বিশ্বাসীদের রমণীগণকে বল,

তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের (মুখমন্ডলের) উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে; ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আর আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *(সূরা আহযাব ৫৯ আয়াত)*

আর তোমার নবী ﷺ বলেন, "রমনী গুপ্ত জিনিস; সুতরাং যখন সে (বাড়ি হতে) বের হয়, তখন শয়তান তাকে পুরুষের দৃষ্টিতে রমণীয় করে দেখায়।" *(সহীহ তিরমিযী ৯৩৬নং)*

আতর বা সেন্ট ব্যবহার করবে না। কারণ মহানবী ﷺ বলেন, "প্রত্যেক চক্ষুই ব্যভিচারী। আর মহিলা যদি (কোন প্রকার) সুগন্ধ ব্যবহার করে কোন (পুরুষদের) মজলিসের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে তবে সে ব্যভিচারিণী (বেশ্যা মেয়ে)।" *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, ইবনে খুযাইমাহ, হাকেম, সহীহুল জামে' ৪৫৪০নং)*

মসজিদে গেলেও আতর লাগাতে পারো না।

আবু হুরাইরা ﷺ একদা চাশ্তের সময় মসজিদ থেকে বের হলেন। দেখলেন, একটি মহিলা মসজিদ প্রবেশে উদ্যত। তার দেহ বা লেবাস থেকে উৎকৃষ্ট সুগন্ধির সুবাস ছড়াচ্ছিল। আবূ হুরাইরা মহিলাটির উদ্দেশে বললেন, 'আলাইকিস্ সালাম।' মহিলাটি সালামের উত্তর দিল। তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন, 'কোথায় যাবে তুমি?' সে বলল, 'মসজিদে।' বললেন, 'কি জন্য এমন সুন্দর সুগন্ধি মেখেছ তুমি?' বলল, 'মসজিদের জন্য।' বললেন, 'আল্লাহর কসম?' বলল, 'আল্লাহর কসম।' পুনরায় বললেন, 'আল্লাহর কসম?' বলল, 'আল্লাহর কসম।' তখন তিনি বললেন, 'তবে শোন, আমাকে আমার প্রিয়তম আবুল কাসেম ﷺ বলেছেন যে, "সেই মহিলার কোন নামায কবুল হয় না, যে তার স্বামী ছাড়া অন্য কারোর জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করে; যতক্ষণ না সে নাপাকীর গোসল করার মত গোসল করে নেয়।" অতএব তুমি ফিরে যাও, গোসল করে সুগন্ধি ধুয়ে ফেল। তারপর ফিরে এসে নামায পড়ো।' *(আবূ দাঊদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, বাইহাকী, সিলসিলাহ সহীহাহ ১০৩১নং)*

মাথায় খোঁপা বাঁধবে না, যাতে বোরকার ভিতর থেকে চুল উঁচু হয়ে দেখা যায়। কারণ, মহানবী ﷺ বলেন, "দুই শ্রেণীর মানুষ জাহান্নামবাসী হবে যাদেরকে এখনো আমি দেখিনি। তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণী হল সেই লোক, যাদের সঙ্গে থাকবে গরুর লেজের মত চাবুক; যার দ্বারা তারা লোকেদেরকে প্রহার করবে। আর দ্বিতীয় শ্রেণী হল সেই মহিলাদল, যারা কাপড় পরা সত্ত্বেও যেন উলঙ্গ থাকবে, (যারা পাতলা অথবা খোলা লেবাস পরিধান করবে।) এরা (পর পুরুষকে নিজের প্রতি) আকৃষ্ট করবে এবং নিজেরাও (তার প্রতি) আকৃষ্ট হবে; তাদের মাথা হবে হিলে যাওয়া উঁটের কুঁজের মত।

তারা জান্নাত প্রবেশ করবে না এবং তার সুগন্ধও পাবে না। অথচ তার সুগন্ধ এত-এত দূরবর্তী স্থান হতে পাওয়া যাবে।” *(মুসলিম ২১২৮-নং)*

সফরে একা যাবে না। সঙ্গে যাবে যে তোমার মাহরাম; অর্থাৎ, যার সাথে চিরতরের জন্য বিবাহ হারাম। দোলাভাই বা দেওরের সাথে নয়। সঙ্গে ছোট ছেলে বা মেয়ে থাকলেও না। অবশ্য বড় কোন আপনজন মহিলা থাকলে ভিন্ন কথা।

মহানবী ﷺ বলেন, “মাহরাম ছাড়া কোন পুরুষ যেন কোন মহিলার সাথে নির্জনতা অবলম্বন না করে এবং মাহরাম ছাড়া যেন কোন মহিলা একাকিনী সফর না করে।” এক ব্যক্তি বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমার স্ত্রী (একাকিনী) হজ্জ করতে বের হয়েছে। আর আমি অমুক অমুক যুদ্ধের জন্য নাম লিখিয়ে ফেলেছি। (এখন আমি কি করতে পারি?)’ তিনি বললেন, “তুমি ফিরে যাও এবং তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্জ কর।” *(বুখারী ৩০০৬, মুসলিম ১৩৪১নং)*

রাস্তার একধারে চল। মাঝে চলবে পুরুষরা। *(আবূ দাঊদ, বাইহাক্বী)*

এমন অলঙ্কার বা জুতা ব্যবহার ক’রে পথ চলবে না, যাতে কোন প্রকার শব্দ বা বাজনা হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ} (٣١) سورة النــــور

অর্থাৎ, তারা যেন এমন সজোরে পদক্ষেপ না করে যাতে তাদের গোপন আভরণ প্রকাশ পেয়ে যায়। *(সূরা নূর ৩১ আয়াত)*

চক্ষু অবনত ক’রে রাস্তার উপর নজর রেখে চলবে। অর্থাৎ, পরপুরুষের দিকে তাকাতাকি করবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} (٣١) سورة النــــور

অর্থাৎ, বিশ্বাসী নারীদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থান রক্ষা করে। *(ঐ)*

এমন ভঙ্গিমায় চলবে না, যাতে পরপুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ হয়। লাস্যময়ী ভঙ্গিমা অথবা হিহি-ফিফি ক’রে কথা বলতে বলতে পথ চলবে না। যেহেতু তাতে তুমি ঐ আকর্ষণকারিণী মহিলাদের দলভুক্ত হয়ে যাবে।

বন্ধুত্ব ও সখিত্ব

যৌবনে পদার্পণরতা বোনটি আমার! তুমি হয়তো মাদ্রাসা, স্কুল বা কলেজের ছাত্রী। যদি তা গার্লস্ হয়, তাহলে তো ভালই। অন্যথা যদি মিশ্র-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হয়, তাহলেই তোমার পর্দা ও নারীর মর্যাদা রক্ষা করা সুকঠিন। ইসলামে এমন প্রতিষ্ঠানও বৈধ নয়। বৈধ নয় এমন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ করা। বাকী যদি তুমি বাধ্যই হও, তাহলে আল্লাহ তোমার হিসাব গ্রহণকারী।

ছাত্র-জীবন হোক অথবা যে কোন জীবন, সব জীবনেই মানুষের প্রয়োজন পড়ে বন্ধুত্বের। এমন বন্ধু, যার কাছে মনের কথা বলা যায়, সময়ে সুপরামর্শ নেওয়া যায় এবং আপদে-বিপদে সহযোগিতা লাভ হয়।

মহিলার জীবনে ৩ ধরনের সহচর প্রয়োজন; সখী, স্বামী ও বই। যার প্রকৃত সখী আছে, (ত্রুটি দেখার জন্য) তার কোন দর্পণের প্রয়োজন নেই।

সবার সঙ্গে ভদ্র আচরণ কর। কিন্তু অন্তরঙ্গ সখী কর মাত্র কয়েকজনকে।

৪টি জিনিস ভালবাসা সৃষ্টি করে থাকে; হাসি মুখে সাক্ষাৎ, উপকার সাধন, সহমত অবলম্বন এবং কপটতা বর্জন। যদি তুমি এ কাজগুলি করতে পার, তাহলেই সখিত্ব বজায় থাকবে, নচেৎ না। যেহেতু মিত্র লাভ অতি সুলভ, কিন্তু মৈত্রী রক্ষা করাই কঠিন।

সখী অনুসন্ধানকারিণী বোনটি আমার! তোমার চেয়ে যে নিচে, তার সাহচর্য গ্রহণ করো না। কারণ, হয়তো তুমি তার মূর্খতায় কষ্ট পাবে এবং তোমার চেয়ে যে উচ্চে, তারও সাহচর্য গ্রহণ করো না। কারণ, সম্ভবতঃ সে তোমার প্রতি গর্ব ও অহংকার প্রকাশ করবে। তুমি যেমন, ঠিক তেমন সমমানের সখী, সঙ্গিনী ও জীবন-সঙ্গী গ্রহণ করো, তাতে তোমার মন ব্যথিত হবে না।

মনের মত সঙ্গিনীর সাথে কথা বলে যতটা আনন্দ পাবে, ততটা আর অন্য কোন কাজে পাবে না।

আর কপট সখী ছায়ার মত। সে রোদের সময় সাথে থাকে। আর মেঘের সময়

অদৃশ্য হয়ে যায়।

আত্বা বিন আবী রাবাহ এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, আমি ত্রিশ বছর ধরে একটি বন্ধুর খোঁজে আছি, কিন্তু আজও তার সন্ধান মেলেনি। তিনি তাকে বললেন, 'সম্ভবতঃ তুমি এমন বন্ধুর খোঁজে আছ, যার কাছে কিছু পেতে চাও? তুমি যদি এমন বন্ধু খোঁজ করতে, যাকে কিছু দিতে চাও, তাহলে অনেক বন্ধুই পেতে।'

আর সাবধান! বন্ধু বন্ধুর উপকার যতখানি করতে পারে, ক্ষতিও করতে পারে ততখানি। যেহেতু বন্ধু অপেক্ষা শত্রুকে পাহারা দেওয়া সহজ। শত্রু প্রকাশ্য হলে তার দ্বারা যত ক্ষতি হয়, বন্ধু শত্রু হলে ফল হয় আরো মারাত্মক।

মহানবী ﷺ বলেন, "তোমার বন্ধুকে মধ্যমভাবে ভালবাস (অর্থাৎ, তার ভালবাসাতে তুমি অতিরঞ্জন করো না)। কারণ, একদিন সে তোমার শত্রুতে পরিণত হতে পারে। আর তোমার শত্রুকে তুমি মধ্যমভাবে শত্রু ভেবো। (অর্থাৎ, তাকে শত্রু ভাবাতে বাড়াবাড়ি করো না।) কারণ, একদিন সে তোমার বন্ধুতে পরিণত হতে পারে।" (সুতরাং তখন তোমাকে লজ্জায় পড়তে হবে।) *(তিরমিযী ১৯৯৭, সহীহুল জামে' ১৭৮ নং)*

আর খারাপ মেয়ে থেকে শত যোজন দূরে থাক। কারণ, খারাপকে সখীরূপে বরণ করার মানে তুমিও খারাপ। মানুষের পরিচয় জানতে তার বন্ধুদের পরিচয় দেখা হয়। কারণ, সাধারণতঃ বন্ধু বন্ধুর অনুকরণ করে থাকে।

জ্ঞানী মেয়েদের সংসর্গ গ্রহণ কর। কারণ, তাতে হৃদয় আবাদ হয়।

আর বল, 'দুর্জনেরে পরিহারি, দূরে থেকে সালাম করি।'

'উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে,
তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে।'

আমার মনে হয় না যে, তুমি উত্তম এবং তুমি তোমার সখীকে সৎপথে ফিরিয়ে আনতে পারবে। পারলে তো খুব ভাল কথা। অন্যথা যদি আকর্ষণ করার জায়গায় আকৃষ্ট হয়ে বস, তাহলেই তোমার উচিত, সে সাহচর্য বর্জন করা।

উমার বিন খাত্তাব ؓ বলেন, নির্জনতায় মন্দ সাথী থেকে নিরাপত্তা আছে।

জ্ঞানিগণ বলেন, 'খারাপ লোকের সাথে বসো না; যদিও তুমি ভাল লোক। কারণ, শারাবখানায় নামায পড়লেও, লোকে তোমাকে শারাবী বলেই জানবে।'

খারাপ মেয়ের সাথে বন্ধুত্ব ক'রে নিজের পজিশন নষ্ট করো না। কথায় বলে, 'সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ। কন্টকের বনে গেলে কাঁটা ফোটে পায়।'

খবরদার তুমি সেই মেয়ের মত হয়ো না, যার অবস্থা বলে,

'এক হাতে মোর কোরান শরীফ
মদের গ্লাস অন্য হাতে,
পুণ্য-পাপের সৎ-অসতের
দোস্তি সমান আমার সাথে।'

সখিত্বের সফরে মুসাফির বোনটি আমার! সখিত্ব করার পর তোমার সখী হল তিনজন; তোমার সখী, তোমার সখীর সখী এবং তোমার শত্রুর শত্রু। তোমার সখী তোমার বন্ধু। কিন্তু তার ভাই বা স্বামী তোমার কেউ নয়। তাদের সান্নিধ্যে আসা থেকে দূরে থেকো।

আর আধুনিকাদের ছেলে বন্ধু গ্রহণ করার কথা বলছ? একজন যুবতীর সাথে একজন যুবকের কি নিষ্কাম বন্ধুত্ব সম্ভব বোনটি? যারা সম্ভব বলে, তারা কি মিথ্যাবাদী অথবা ফিরিশ্তা নয়? একজন মহিলার জন্য তার স্বামী ছাড়া কি অন্য কোন পুরুষ প্রকৃত বন্ধু হতে পারে? আল্লাহ ঐ শিক্ষিত ও শিক্ষিতাদের সুমতি দিন। আমীন।

প্রেম-ভালবাসা

অবাধ মিলামেশার কুফল স্বরূপ মনে মন মিলে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। অস্বাভাবিক হল একজন আদর্শ মুসলিম যুবতীর এমন ইঁদুর-মারা কলে পা দেওয়া। প্রেমের তুফান দ্বারা অনভিজ্ঞ তরুণীর প্রগল্ভ মন-প্রাণ আন্দোলিত হওয়া আশ্চর্যজনক নয়, আশ্চর্যজনক হল সেই তুফানে একজন ঈমানদার তরুণীর পাহাড়ের মত মন-প্রাণ বিচলিত হওয়া।

এক ঝলক হাসিতে, একটি উপহার দানে, দু'টো মিঠা মিঠা কথায়, এমনকি টেলিফোন-মোবাইলে রস কথায় অনেকের মন মজে যায়!

'এখনো তারে চোখে দেখিনি শুধু বাঁশি শুনেছি,
মন প্রাণ যাহা ছিল দিয়ে ফেলেছি।'

নিশ্চয়ই! যার বাঁশির সুর এত সুন্দর, তার চেহারা ও চরিত্র কি সুন্দর না হয়ে যায়? যার হাসি ও কথা এত মিষ্টি, তার সাথে জীবন কি মিষ্টি না হয়?

'মেয়েমানুষ,
হৃদয়তাপের ভাপে ভরা ফানুস।
জীবন একটা কঠিন সাধন, নেই সে ওদের জানা।'

চঞ্চলা তরুণীকে দূর থেকে সরষে-বাড়ি ঘন লাগে।

'দূরে থেকে শুনি রেশম-চরকির বাজনা, কাছে গিয়ে দেখি শুধু লাঠি আর লাদনা।'

বাদশা হারূন রশীদ আসমায়ীকে জিজ্ঞাসা করলেন, প্রেমের স্বরূপ কি? বললেন, 'তা এমন জিনিস যে, প্রেমিকার গুণ বর্ণনায় হৃদয় আবেগাপ্লুত রাখে এবং তার দোষ দর্শনে অন্ধ থাকে। সুতরাং প্রেমিকার পিঁয়াজের গন্ধও কস্তুরী লাগে।'

বিয়েলী পুরুষ অপেক্ষা প্রেমের নাগর নিয়ে জীবন অধিক মধুময়। কারণ, প্রেমে দায়িত্ব থাকে না, তাই শাসনও থাকে না। বিয়ের পরে দায়িত্ব থাকে, তাই শাসনও থাকে।

ইয়ে ক'রে বিয়ের পর নতুন নতুন প্রেম মিঠে থাকে, বাসি হলেই টকে যায়। 'নূতন প্রেমে নূতন বধূ, আগাগোড়া কেবল মধু। পুরাতনে অম্লমধুর একটু ঝাঁঝালো।'

প্রেমের বিয়ের প্রথম বছরে স্বামী শোনে, দ্বিতীয় বছরে স্ত্রী শোনে। আর তৃতীয় বছরে পাড়া-প্রতিবেশী সবাই শোনে!

প্রেম হল চুলকানির মত, চুলকাতে বড় আরাম লাগে, কিন্তু পরে জ্বালা শুরু হয়।

প্রেম-সাগরে সন্তরণরতা বোনটি আমার! জেনে রেখো ঃ-

'ভালবাসা যা দেয়, তার চেয়ে কেড়ে নেয় বেশী।' 'প্রেম মানুষকে শান্তি দেয়, কিন্তু স্বস্তি দেয় না।' 'প্রেম হল জ্বলন্ত ধূপের মত, যার শুরু হল আগুন দিয়ে, আর শেষ পরিণতি ছাই দিয়ে। তারই মাঝে সুবাস হল প্রেম-জীবনের মাঝে মাঝে কিছু আনন্দ।'

'আপনি পুড়ে পোড়ায় এ প্রাণ, তারই যে নাম পীরিতি,
ধরা দিয়ে দেয় না ধরা হায়রে এ তার কি রীতি?
মালায় বেঁধে যদি ভাবি দেব না আর পালাতে,
কাছে পেয়ে মরি যে তার ছলনারই জ্বালাতে।
না ফুটে যায় শুকিয়ে ফাগুনের হায় ফুল কুঁড়ি,
একটু জ্বলে যায় যে নিভে সোহাগের সে ফুলঝুরি।'

লায়লা সম বোনটি আমার! প্রেমের ফাঁদে পা দিলে একদিন বলতে বাধ্য হবে,

'প্রেম করে পর সনে পাইতেছি এ যাতনা,
প্রাণসম ভাবি পরে পর আপন হল না।
না বুঝে মজিলাম পরে না ভাবি কি হবে পরে,
এখন না জানি পরে কতই হবে লাঞ্ছনা।।'

যখন তোমাকে সে ধোকা দেবে, যখন তোমাকে প্রবঞ্চিতা ও বঞ্চিতা ক'রে পলায়ন করবে, তখন ঘরের কোণে বসে বসে গুন্‌গুন্ সুরে গান গাইবে,

'গলায় যে গো পরিয়ে গেলে বিষ-মাখানো কাঁটার মালা,
ঘুমের ঘোরে ছিলাম যবে, রাখলে তাতে স্মৃতির জ্বালা।
ভাবছি বসে ঘরেই কেন জ্বেলেছিলাম প্রেমের আলো,
আজকে সে যে আগুন হয়ে পুড়িয়ে মোরে করছে কালো।
ওগো আমার পায়ে চলার সাথী -
আমায় ফেলে গোপন পথে অচিন্ দেশে জ্বালাও বাতি।
তোমার সাথে বহু দিনের অনেক কথা রয় যে বাকি,
ভালবাসার এই কি রীতি! এমন ক'রে দিলে ফাঁকি?
তড়িৎ সুরে আভাষ দিয়ে লুকিয়ে র'লে অজান্ দেশে,
কেমন ক'রে বেড়াও সেথা ওগো আমার সর্বনেশে।
ওগো মোর সব হারানোর মূল -
জগৎটাকে চিনতে নারি সবটা যেন ভুল।'

কষ্ট পাবে, যাতনায় কাতর হবে, কেঁদে কেঁদে চোখের কোণে ঘা হবে।

'শশ্মানের চিতা যদিও নিবেছে হৃদয়ের চিতা তবুও জ্বলে,
কোন মতে আর হল না শীতল অবিরত এই আঁখির জলে।'

কখনো বা কাঁদার সুযোগ পাবে না, কাউকে কিছু বলার পাবে না, ফল্গু নদীর মত শোকের স্রোতধারা বয়ে যাবে বুকের ভিতরে সংগোপনে,

'মরমে লুকানো কত দুখ
ঢাকিয়া রয়েছি ম্লানমুখ,
কাঁদিবার নাই অবসর
কথা নাই শুধু ফাটে বুক।'

তখন আফসোস করবে, ভুল বুঝতে পারবে, নিরাশার অন্ধকারে বলতে বাধ্য হবে,

'আমি বৃথায় স্বপন করেছি বপন আকাশে,
তাই আকাশ-কুসুম করেছি চয়ন হতাশে।'

যখন তোমার মান যাবে, ইজ্জত যাবে, লজ্জায় মনে হবে, তুমি যেন সবার মাঝে একজন উলঙ্গ নারী! তোমার দেহে কোন কাপড় নেই, অথচ সকলে তোমার দিকে তাকিয়ে দেখছে! তখন তোমার মন গাইবে,

'কেন তবে কেড়ে নিলে লাজ-আবরণ!
হৃদয়ের দ্বার হেনে   বাহিরে আনিলে টেনে,

শেষে কি পথের মাঝে করিবে বর্জন?
ভালবাসা তাও যদি ফিরে নেবে শেষে
কেন লজ্জা কেড়ে নিলে, একাকিনী ছেড়ে দিলে
বিশাল ভবের মাঝে বিবসনা বেশে।।'

নারী যখন ভালবাসার পিয়াসিনী হয়, তখন প্রথমেই যে তার হৃদয়-দ্বারে করাঘাত করে, তার জন্যই দরজা খুলে দেয়। ভাবে, তার মত মজনু আর দ্বিতীয়টি নেই। পুরুষকে সে মোটেই চেনে না, অথচ সে পুরুষ নির্বাচন করে। পরন্তু নির্বাচন করার সময়ও সে পায় না। বরং প্রথম যেই তাকে ইশারা করে, তাকেই সে প্রেমের মাল্যদান করে। এমনকি অমুসলিম যুবক হলেও অনেক ধর্মনিরপেক্ষ হতভাগিনী তাতেও কোন পরোয়া করে না! বলে, 'পিরীতে মজিল মন, কিবা হাড়ি কিবা ডোম!'

এইজন্য তার বিবাহে পুরুষ অভিভাবক জরুরী। অভিভাবক ছাড়া বিবাহ বাতিল।

কিন্তু লজ্জাহীনা যুবতী জন্মদাতা, পালনকর্তা অভিভাবকের তোয়াক্কা করে না। যে মা-বাপ কত কষ্ট ক'রে মানুষ করে, নিজে না ঘুমিয়ে তাকে ঘুম পাড়ায়, নিজে না খেয়ে তাকে খাওয়ায়, নিজে খারাপ খেয়ে-পরে ভালটা তাকে খেতে-পরতে দেয়, আদর, যত্ন ও স্নেহের সাথে কোলে-পিঠে নিয়ে সোহাগ করে, কত কষ্ট স্বীকার করে, যাতে তার দেহে একটি কাঁটার আঁচড়ও না লাগে, তার চেহারা সুন্দর করার জন্য, তার চরিত্র উত্তম করার জন্য কত ব্যবস্থা নেয়, সেই মা-বাপকে নিমেষে ভুলে গিয়ে, তাদের গালে চপেটাঘাত ক'রে রসিক নাগরের পশ্চাতে দৌড় দেয়। যাকে সুখ দেওয়ার চেষ্টা করে, সেই দুখ দিয়ে যায়। যাকে তীর শিখায়, সেই তীরের আঘাত হানে, দুধ দিয়ে যাকে মানুষ করা হয়, সেই কাল সাপ হয়ে দংশন করে। তাদের কথা মানে না, তাদের নুন ভুলে গিয়ে তাদের বেহেশ্ত থেকে বের হয়ে গিয়ে স্বরচিত কল্পিত দাজ্জালী বেহেশ্তের আশায় ছুটে যায়।

মা-বাপ চায় না তার নিকট থেকে কিছু পেতে। তারা তার উপার্জন খেতে চায় না। কোন অর্থ, কোন স্বার্থ লাভের আশা তাদের থাকে না। তাদের চাওয়া কেবল, আমাদের মেয়ে আমাদের কথা মত চলুক। আমরাই তার সুখের ঘর বেঁধে দেব।

কিন্তু মেয়ে যেন বলে, তোমরা বোকা মা-বাপ! তোমরা আমার উপযুক্ত পুরুষ চেনো না। তোমাদের থেকে আমার অভিজ্ঞতা বেশী। আমি নিজে নির্বাচন করেছি আমার উপযুক্ত বর। চোর হলেও সে আমার মনোচোর। মাতাল হলেও সে আমার প্রেমের মাতাল। হাড়ি হলেও সে আমার ভাতের হাঁড়ি! আমি কি আর তার পিছন ছাড়ি?

মেয়ের স্নেহে অগাধ বিশ্বাসী হয়ে মা-বাপ মানতেই চায় না, তার ১৮ বছরের মেয়ে

এত বড় কাজ করতে পারে। ১৮ বছর মা-বাপের স্নেহবাগে প্রতিপালিতা হওয়ার পর ক'দিনের পরিচয়ে যখন টা-টা দিয়ে একজন যুবকের হাত ধরে চলে যায়, তখন মা-বাপ তা বিশ্বাসই করতে পারে না। তাই মা-বাপ মেয়েকে নাবালিকা প্রমাণ করতে চায় এবং ঐ যুবকের নামে থানায় অপহরণের অভিযোগ দায়ের করে। অনেক সময় ধরা পড়লে দারোগা মেয়েকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি অপহৃতা। তোমার মা-বাপ তোমাকে ফিরিয়ে নিতে এসেছে।'

মেয়ে বলে, 'আমি নিজে ওর সাথে এসেছি। আমিই ওকে নিয়ে বেরিয়ে এসেছি। আমি মা-বাপ চাই না! আমি যার সাথে এসেছি, তাকেই চাই!'

তাগূতী আইনে মা-বাপ অপমানিত হয়ে বাড়ি ফেরে, তবুও প্রেমের মহাশক্তিতে বিশ্বাস হয় না, তাই কখনো বলে, 'আমার মেয়ে ভাল। এর পশ্চাতে কোন চক্রান্ত কাজ করছে।' কেউ বলে, 'আমার মেয়েকে যাদু করা হয়েছে।' অথচ এ কথা জানে না যে, প্রেম হল মহাযাদু। অথবা জেনেও সমাজের কাছে নিজের দোষ কাটাবার জন্য তা বলে থাকে।

অন্য দিকে আর এক লজ্জাহীনা তার প্রেমে মুগ্ধ স্বামীকে পরোয়া করে না, পরোয়া করে না তার ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদেরকে, পরোয়া করে না যে, সে কারো কুলবধূ! 'কোলের ছেলে জলে ফেলে যৌবন সাজায়' এমন নিষ্ঠুর রাক্ষসী মা।

বেহায়া বোনটি আমার! এত কিছু ঘটানোর পরেও তোমার লজ্জা হয় না! সমাজের লোক যখন চারিদিকে ছিঃ ছিঃ করে। তোমাকে যেন বলে, 'হাঁ ঢেমন! তোর লাজ কেমন?' তখন তোমার অবস্থা যেন বলে, 'লাজ থাকলে আবার হই ঢেমন?'

তোমার মন গায়,

'কুল ভাঙ্গে তো ভেঙ্গে যাক, হোক কলঙ্ক যদি হয়,
কূল ভাঙ্গে না যে নদীর, সে নদী তো নদী নয়!'

তোমার তখন বুকের পাটা কত? মনেই হয় না তুমি কোন সাধারণ মেয়ে। তখন মনে হয়, তুমি যেন ছায়াছবির একজন অভিনেত্রী। থানা-পুলিশ, কোর্ট-কাছারি, রাত-অন্ধকার, নদী-জঙ্গল, মান-অপমান এমনকি আঘাত-প্রহার এ সব কিছুই ভয় কর না! তোমার পলায়নরত আকার যেন বলে, 'পিয়ার কিয়া তো ডরনা কিয়া?'

তুমি তখন সমাজের মানুষদের প্রতি অবজ্ঞা ও আফসোসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বল, 'দুনিয়া পিয়ার কী দুশমন হ্যায়।'

কিন্তু যখন তুমি বাদুড়-চোষা তাল হয়ে যাবে, মিষ্টিহীন চুইংগাম হবে, যখন তোমাকে

ছুঁড়ে ফেলা হবে, তখন আবার করাঘাত হানবে সেই মা-মাপের দুয়ারে, যাদেরকে টা-টা দিয়ে, যাদের বুকে লাথি মেরে, যাদের মাথা নেড়া ক'রে ঘোল ঢেলে মুখে চুন-কালি দিয়ে চলে গিয়েছিলে। গত্যন্তরহীন মা-বাপ স্নেহপরবশ হয়ে আবার তোমাকে ঘরে ঠাঁই দেয়। তোমার নতুন সংসার গড়ার চেষ্টা করে। কিন্তু তখন তুমি দাগী, সেকেণ্ডহ্যাণ্ড, পতিতা। আর 'মানুষ সেই পুরুষকে ভালবাসে, যার ভবিষ্যৎ আছে এবং সেই নারীকে ভালবাসে, যার অতীত আছে।' তোমার অতীত তুমি নষ্ট ক'রে ফেলেছ, এখন তোমাকে 'কানা বেগুনের, ডোগলা খদ্দের' ছাড়া কে উদ্ধার করবে?

পক্ষান্তরে সেই যুবতী, যে প্রেমে সফল হয়ে তার প্রেমিককে লাভ করতে পারেনি, সে যখন অন্যের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে স্বামী-সংসার করতে আসবে, তখন তার পরিপূর্ণ মন কি আর স্বামীর জন্য উজাড় করতে পারবে? তখন মনে পড়বে প্রেমিক নাগরের কথা,

'তার পরে কি আমার মত
দেখলে কাকেও বাসবে ভালো,
মুখখানি যার তোমার বুকে
আমার সুখের জ্বালবে আলো?'

নিশ্চয় না। সুতরাং দেহ থাকবে স্বামীর কাছে, আর মন থাকবে প্রেমিকের মণিকোঠায়। টিয়া থাকবে সিংহাসনে, কিন্তু মন থাকবে কেয়া বনে।

তুমি বলবে, এতক্ষণ আপনি যে 'রামায়ণ' শুনালেন, আমার তা হবে না। আমার প্রেম সফল প্রেম হবে। আমাদের প্রেম অনির্বাণ হবে।

কিন্তু চপলা বোনটি আমার! এর গ্যারান্টি তোমাকে কে দিয়েছে?

প্রেমের উপন্যাস পড়ে অথবা ফিল্ম্ দেখে ধারণা করেছ তুমিও ঐ নায়িকার মত সফল হবে। বাজে ধারণা। কল্পনা ও বাস্তব এক নয়। স্বপ্ন ও জাগরণ এক নয়। উপন্যাসে লেখক এবং ফিল্মে ডাইরেক্টর কায়দা ক'রে হিরো-হিরোইনকে শত বাধার মাঝে সফল ক'রে নেয়। কিন্তু তোমাদেরকে সফল করবে কে?

বলবে, 'ইউরোপের লোকেরা বেশ সুখে আছে, অথচ তাদের প্রায় সবারই প্রেম-ভালবাসায় ইয়ে ক'রে বিয়ে।'

এটিও তোমার অনভিজ্ঞ ধারণাপ্রসূত কথা। তাদের প্রেম-ঘটিত খুন, আত্মহত্যা ও তালাকের খবর নাও, তারপর তাদের সুখের কথা ভেবো। তারকা দূর থেকেই আকাশে উজ্জ্বল লাগে। কিন্তু তার পশ্চাতে আছে ঘনঘটা অন্ধকার।

অতএব কি দরকার বোনটি! এমন ইঁদুর মারা কল থেকে দূরে থাকা ভাল নয় কি?

পক্ষান্তরে যদি তুমি কারো ফাঁদে পড়েই থাক, তাহলে জ্ঞানীদের নিম্নের উপদেশ গ্রহণ কর ঃ-

১। যেহেতু তা অবৈধ প্রণয়। সেহেতু তুমি সবার উপর আল্লাহকে ভয় কর। অতঃপর ভয় কর মুসলিম সমাজকে। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার পথ সহজ করে দেন। সংকটে বাঁচার উপায় বের করে দেন।

২। লজ্জাশীলতা বজায় রাখ। লজ্জার মাথা খেয়ো না।

৩। ধৈর্য ধারণ কর। সবুরে মেওয়া ফলে।

৪। শয়তানের অনুসরণ করো না। কারণ, শয়তান অশ্লীল কাজের আদেশ দেয় এবং সৎ কাজে বাধা সৃষ্টি করে।

৫। দৃষ্টি পড়ার সাথে সাথে মনের মানসপটে কোন 'হ্যাণ্ড্সাম' যুবকের ছবি অঙ্কিত হয়ে গেলে তার মন্দ দিকটা মনে করো। ভেবো, সে হয়তো আচমকা সুন্দর, আসলে সুন্দর নয়। নতুবা ওর হয়তো কোন অসুখ আছে। নতুবা ওর হয়তো বংশ ভালো নয়। নতুবা ওর হয়তো ঘর-বাড়ি ভালো নয়। নতুবা ওর হয়তো কোন উপার্জন নেই। নতুবা হয়তো ওর সাথে বিয়ে হওয়া সম্ভব নয়। নতুবা ও হয়তো তোমাকে পছন্দ করবে না। নতুবা ওর অতীত হয়তো কলঙ্কিত ইত্যাদি। আঙ্গুর ফল নাগালের মধ্যে না পেলে টক মনে করলে মনে সবুর হয়।

৬। জীবনের প্রথম চাওয়াতে ভালো বলে যাকে তুমি ভালবেসে মনের কাছে পেয়েছ, সেই তোমাকে ভালবাসবে এবং সে ছাড়া তোমাকে আর কেউ ভালবাসবে না বা আর কেউ তোমার কদর করবে না - এমন ধারণা ভুল। 'ভালো কে? যার মনে লাগে যে।' তোমার ঐ মজনুর চেয়ে আরো ভালো মজনু পেতে পার। সুতরাং বিবাহের মাধ্যমেও প্রেমময় ও গুণবান সঙ্গী পাবে। তবে অবৈধভাবে ওর পেছনে কেন?

৭। প্রেম-পাগলিনী লায়লা! আজ যাকে তুমি ভালবাসছ, যে তোমাকে তার চোখের ইশারায় প্রেমের জালে আবদ্ধ করেছে, আজ যাকে তুমি তোমার জানের জান মনে করছ, কাল হয়তো সে তোমার কোন অসুখ দেখে, কোন ব্যবহার দেখে অথবা তোমার চাইতে ভালো আর কোন নায়িকার ইশারা দেখে, তোমাকে 'টা-টা' দিতে পারে। যে তোমার ইশারায় তার নিজের মা-বাপ, বংশ, মান-সম্ভ্রম প্রভৃতি অমান্য ও পদদলিত করে তোমার কাছে এসে যেতে পারে, সে যে তোমার ও তোমার মা-বাপের মান রাখবে, তার নিশ্চয়তা কোথায়? আর এ কথাও জেনে

রেখো যে, হয়তো তোমার মিষ্টতা চুসে নিয়ে চুইংগামের মত তোমাকে ফেলে দিতে পারে। সুতরাং এমন প্রেমের পুতুলের জন্য এত কুরবানী কিসের?

৮। কোন যুবকের রূপ দেখেই ধোকা খেয়ো না বোনটি! প্রেমিকার চোখে প্রেমিকই হল একমাত্র বিশ্বসুন্দর। কিন্তু সে তো আবেগের খেয়াল, বাস্তব নয়। তাছাড়া দ্বীন ও চরিত্র না দেখে কেবল রূপে মজে গেলে সংসার যে সুখের হবে, তা ভেবো না। কারণ, চক্‌চক্ করলেই সোনা হয় না। কাঁচ না কাঞ্চন তা যাচাই-বাছাই করা জ্ঞানী মানুষের কাজ। পরন্তু ফুলের সৌরভ ও রূপের গৌরব ক'দিনের জন্য? তাই অন্তরের সৌন্দর্য দেখা উচিত। আর সত্যিকারের সে সৌন্দর্য কপালের দু'টি চোখ দিয়ে নয়, বরং মন ও জ্ঞানের গভীর দৃষ্টি দিয়েই দেখা সম্ভব। অতএব সেই মন যদি নিয়ন্ত্রণ না করতে পার, তাহলে তুমি 'ইন্না লিল্লাহ--' পড়। আর জেনে রেখো যে, এমন সৌন্দর্য ও দ্বীন ও গুণের অধিকারী যুবক কোন দিন লুকোচুরি করে তোমার সাথে প্রেম করতে আসবে না।

৯। তুমি যাকে ভালবেসে ফেলেছ, সে ধনীর ছেলে নয় তো? অর্থাৎ, কোন প্রকারে সে তোমার জীবনে এসে গেলে, তুমি তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে তার চাহিদা পূর্ণ ক'রে চলতে পারবে তো? যদি তা না হয়, তাহলে শোন, 'বড় গাছের তলায় বাস, ডাল ভাঙলেই সর্বনাশ।' 'বড়র পিরীত বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণে চাঁদ।' সুতরাং প্রেমের নামে নিজের জীবনে বঞ্চনা ও অভিশাপ ডেকে এনো না।

আবার কাউকে শুধু ভালো লাগলেই হয় না। তুমি তার বা তাদের পরিবেশ ও বাড়ির উপযুক্ত কি না, তাও ভেবে দেখ। নচেৎ 'বাওনের চাঁদ চাওয়া'র মত ব্যাপার হলে শুধু শুধু মনে কষ্ট এনে লাভ কি? তাছাড়া তুমি যদি তোমার রূপ, শিক্ষা, চরিত্র, ব্যবহার ও সাংসারিক যোগ্যতায় তাদেরকে মুগ্ধ করতে পার, তাহলে গরীব হলেও তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে। আর তুমিই হবে তাদের যোগ্য বউ। পক্ষান্তরে লুকোচুরিতে চরিত্র নষ্ট করে থাকলে, তুমি তাদের চোখে খারাপ হয়ে যাবে। শেষে আর বউও হতে পারবে না।

১০। অবৈধ প্রণয় থেকে বাঁচতে নির্জনতা ত্যাগ কর। কারণ, নির্জনতায় ঐ শ্রেণীর কুবাসনা মনে স্থান পায় বেশী। অতএব সকল অসৎ-চরিত্রের সখী ও আত্মীয় মহিলা থেকে দূরে থেকে সৎ-চরিত্রের সখী গ্রহণ করে বিভিন্ন সৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হও। আল্লাহর যিক্‌রে মনোযোগ দাও। বিভিন্ন ফলপ্রসূ বই-পুস্তক পাঠ কর। সম্ভব হলে সে জায়গা একেবারে বর্জন কর, যে জায়গায় পা রাখলে তার সাথে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা আছে, যে তোমার মন চুরি করে রেখেছে। টেলিফোন এলে তার কথার উত্তর দিও না।

পত্র এলে জবাব দিও না। তোমার প্রণয়ের ব্যাপারে তাকে আশকারা দিও না। এমন ব্যবহার তাকে প্রদর্শন করো না, যার ফলে সে তোমার প্রতি আশা ও ভরসা ক'রে ফেলতে পারে। বরং পারলে তাকে নসীহত করো এবং এমন অসৎ উপায় বর্জন করতে উপদেশ দিও। তাতে ফল না হলে পরিশেষে ধমক দিয়েও তাকে বিদায় দিও।

একা না ঘুমিয়ে কোন আত্মীয় মহিলা বা হিতাকাঙ্ক্ষিনী পুণ্যময়ী সখীর কাছে ঘুমাবার চেষ্টা কর। রাত্রে ঘুম না এলে যত কুরআন ও শয়নকালের দুআ মুখস্থ আছে শুয়ে শুয়ে সব পড়ে শেষ করার চেষ্টা কর। 'সুবহানাল্লাহ' ৩৩ বার, 'আল্‌হামদু লিল্লাহ' ৩৩ বার এবং 'আল্লাহু আকবার' ৩৪ বার পাঠ কর। তার পরেও ঘুম না এলে, ঘুম না হলে তোমার কোন ক্ষতি হবে -এমন ভেবো না। অথবা রাত পার হয়ে যাচ্ছে বলে মনে মনে আক্ষেপ করো না। এমন ভাবলে ও করলে আরো ঘুম আসতে চাইবে না। অতঃপর একান্ত ঘুম যদি নাই আসে, তাহলে বিছানা ছেড়ে উঠে ওযু করে নামায পড়তে শুরু কর। এর মাঝে ঘুমের আবেশ পেলে শুয়ে পড়। ঘুম না এলে বিছানায় উল্টাপাল্টা করলে অন্যান্য দুআ পড়ার পর এই দুআ পড়,

'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হুল ওয়া-হিদুল ক্বাহ্‌হার, রাব্বুস্‌ সামা-ওয়াতি অল্‌আরযি অমা বাইনাহুমাল আযীযুল গাফ্‌ফার।'

আর হ্যাঁ। ঘুমের ওষুধ ব্যবহার করে ঘুমাবার চেষ্টা করো না। কারণ, ঘুমের পর শরীরে যে তরোতাজা ভাব ও মনে স্ফূর্তি আসে, সে ঘুমের পর তা আসে না। বরং ওষুধ খেয়ে ঘুমানোর ফলে শরীরে এক ধরনের ক্লান্তি ও অবসাদ অনুভূত হতে থাকে।

১১। গান-বাজনা শোনা থেকে দূরে থাক। কারণ, গানে যুব-মন প্রশান্তি পায় না; বরং মনের আগুনকে দ্বিগুণ করে জ্বালিয়ে তোলে। গানের নাগিন বাঁশীতে প্রেমের সাপ নেচে ওঠে। গানের ধুনার গন্ধে প্রেমের মনসা জেগে ওঠে। সুতরাং প্রেমময় মনের দুর্বলতা দূর করতে অধিকাধিক মরণকে স্মরণ কর। উলামাদের ওয়ায-মাহফিলে উপস্থিত হও, তাদের বক্তৃতার ক্যাসেট শোন। কুরআন তেলাঅত কর।

১২। অভিনয় দেখা পরিহার কর। কারণ, ফিল্ম্‌-যাত্রা-নাটক-থিয়েটার ইত্যাদি তো প্রেমের আগুনে পেট্রোল ঢালে। আর এ সব এমন জিনিস যে, তাতে থাকে অতিরঞ্জিত প্রেম। অবাস্তব কাল্পনিক প্রেম-কাহিনী ও রোমান্টিক ঘটনাবলী। অতএব সে অভিনয় দেখে তুমি ভাবতে পার যে, তুমিও ঐ হিরোইনের মত প্রেমিকা হতে পারবে, অথবা ঐ হিরোর মত তুমিও একজন প্রেমিক পাবে, অথবা ঐ অভিনীত প্রেম তোমার বাস্তব-জীবনেও ঘটবে। অথচ সে ধারণা তোমার ভুল।

আগেও বলেছি, প্রেম-জীবনের ঝুঁকি ও যুদ্ধে ফিল্মের ডিরেক্টর (পরিচালক) তো হিরো-হিরোইনকে বড় আসানীর সাথে বাঁচিয়ে নেয়। কিন্তু তোমাদেরকে বাঁচাবে কে? পক্ষান্তরে ঐ সকল প্রেক্ষাগৃহ বা রঙ্গমঞ্চের ধারে-পাশে উপস্থিত হয়ে চিত্তবিনোদন করার মত গুণ আল্লাহর বান্দাদের নয়; বরং প্রবৃত্তির গোলামদের।

১৪। যাকে ভালবেসে ফেলেছ, তাকে কখনো একা নির্জনে কাছে পাওয়ার আশা ও চেষ্টা করো না। ব্যভিচার থেকে দূরে থাকলেও দর্শন ও আলাপনকে ক্ষতিকর নয় বলে অবজ্ঞা করো না। জেনে রেখো বোনটি! যারা মহা অগ্নিকান্ডকে ভয় করে তাদের উচিত, আগুনের ছোট্ট অঙ্গার টুকরাকেও ভয় করা। উচিত নয় ছোট্ট এমন কিছুকে অবজ্ঞা করা, যা হল বড় কিছু ঘটে যাওয়ার ভূমিকা। ক্ষুদ্র বটের বীজ পাখীর বিষ্ঠার সাথে বের হয়েও কত বিশাল বটবৃক্ষ সৃষ্টি করে। ছোট্ট মশা নমরূদের মৃত্যুর কারণ হতে পারে; ম্যালারিয়া এনে জীবননাশ করতে পারে। ছোট ছোট পাখীদল হস্তিবাহিনী সহ আবরাহাকে ধ্বংস করেছে। একটি ছোট্ট ছিদ্র একটি বিশাল পানি-জাহাজকে সমুদ্র-তলে ডুবিয়ে দিতে পারে। বিছার কামড়ে সাপ মারা যেতে পারে। সামান্য বিষে মানুষ মারা যায়। ক্ষুদ্র হুদহুদ্ পাখী বিলকীস রাণীর রাজত্ব ধ্বংস করেছে। একটি ছোট্ট ইঁদুর কত শত শহর ভাসিয়ে দিতে পারে বন্যা এনে। আর এ কথাও শুনে থাকবে যে, হাতির কানে নগণ্য পিঁপড়া প্রবেশ করলে অনেক সময় হাতি তার কারণেই মারা যায়!

'প্রত্যেক সামান্য ত্রুটি, ক্ষুদ্র অপরাধ,
ক্রমে টানে পাপ পথে, ঘটায় প্রমাদ।'

১৫। প্রেমিকা বোনটি আমার! প্রেমে পড়ে মানুষ ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। চোখ, কান, জিভ, হাত, পা এবং অনেক ক্ষেত্রে যৌনাঙ্গের ব্যভিচার সংঘটিত করে অবৈধ পিরীত। প্রেমিকের দিকে হেঁটে যাওয়া হল পায়ের ব্যভিচার। অতএব প্রেমিকের প্রতি যে পথে ও পায়ে তুমি চলতে কুণ্ঠিতা ও লজ্জিতা নও, সেই পথের উপর তোমার পায়ের নিশানা ও দাগকে কোন দিন ভয় করেছ কি? ভেবেছ কি যে, তোমার ছেড়ে যাওয়া প্রত্যেক নিশানা সযত্নে হিফাযত করে রাখা হচ্ছে। মহান আল্লাহ বলেন, "আমিই মৃতকে জীবিত করি এবং লিখে রাখি যা ওরা অগ্রে পাঠায় ও পশ্চাতে রেখে যায়। আমি প্রত্যেক জিনিসই স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি।" *(সূরা ইয়াসীন ১২ আয়াত)*

অবৈধ প্রিয়তমের সাথে খোশালাপ হল জিভের ব্যভিচার। গোপন প্রিয়ের সাথে প্রেম-জীবনের সুমিষ্ট কথার রসালাপ তথা মিলনের স্বাদ বড় তৃপ্তিকর। কিন্তু বোনটি আমার! এমন সুখ তো ক্ষণিকের জন্য। তাছাড়া এমন সুখ ও স্বাদের কি

মূল্য থাকতে পারে, যার পরবর্তীকালে অপেক্ষা করছে দীর্ঘস্থায়ী শাস্তি ও দুঃখ।

যে জিভ নিয়ে তুমি তোমার প্রণয়ীর সাথে কথা বল, সে জিভের সকল কথা রেকর্ড ক'রে রাখা হচ্ছে, তা তুমি ভেবে দেখেছ কি? মহান সৃষ্টিকর্তা বলেন, "মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তা লিপিবদ্ধ করার জন্য তৎপর প্রহরী তাদের নিকটই আছে।" *(সূরা ক্বাফ ৫০ আয়াত)* হয়তো বা তোমার ঐ প্রেমিকও রেকর্ড ক'রে রাখছে, তোমাকে সময়ে ফাঁসানোর জন্য।

প্রেম-পাগলী বোনটি আমার! প্রেমে পড়ে তুমি প্রেমিকের সাথে মিলে যে পাপ করছ, সে পাপ কি ছোট ভেবেছ? ভেবে দেখ, হয়তো তোমাদের মাঝে এমন পাপও ঘটে যেতে পারে, যার পার্থিব শাস্তি হল একশত কশাঘাত, নচেৎ প্রস্তরাঘাতে মৃত্যু। কিন্তু দুনিয়াতে এ শাস্তি থেকে কোন রকমে বেঁচে গেলেও আখেরাতে আছে জ্বলন্ত আগুনের চুল্লী। অতএব 'যে পুকুরের পানি খাব না, সে পুকুরের পাড় দিয়েও যাব না' -এটাই আদর্শ যুবতীর দৃঢ়সংকল্প হওয়া উচিত নয় কি?

ভেবেছ কি যে, তুমি তোমার ভালবাসার সাথে যে অবৈধ প্রেমকেলি, প্রমোদ-বিহার করছ, তা ভিডিও-রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে। প্রীতির স্মৃতি রাখতে গিয়ে অনেক সময় যে ছবি তোমরা অবৈধ ও অশ্লীলভাবে তুলে রাখছ, তা একদিন ফাঁস হয়ে যাবে। এ সব কিছুই মানুষের চোখে ফাঁকি দিয়ে করলেও কাল কিয়ামতে তুমি স্বচক্ষে দেখতে পাবে। "যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ ভালো কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে। আর যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে, সে তা-ও দেখতে পাবে।" *(সূরা যিলযাল ৭-৮ আয়াত)* এবং তার যথার্থ প্রতিদানও পাবে।

প্রেম-সুখিনী বোনটি আমার! যে মাটির উপর তুমি ঐ অশ্লীলতা প্রেমের নামে করছ, সেই মাটি তোমার গোপন ভেদ গ্রামোফোন রেকর্ডের মত রেকর্ড করে রাখছে। কাল কিয়ামতে সে তা প্রকাশ করে দেবে। পৃথিবী তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে। *(ঐ ৪ আয়াত)*

পিরীত নেশাগ্রস্ত বোনটি আমার! তুমি হয়তো তোমার ঐ প্রেমকেলিতে মানুষকে ভয় করছ, মা-বাপকে লজ্জা করছ। কিন্তু সদাজাগ্রত সেই সর্বস্রষ্টাকে লজ্জা ও ভয় করছ কি? যে স্রষ্টা তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সহ তোমার দেহ সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর তৈরী দেহকে তাঁরই অবাধ্যাচরণে ব্যবহার করছ।

গোপন-প্রেমের বোনটি আমার! ভালবাসার নামে গোপনে পিত্রালয় থেকে বের হয়ে গিয়ে কোন জায়গায় কোন মুন্সীকে ৫০/১০০ টাকা দিয়ে তোমার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়াই বিয়ে পড়িয়ে নিয়ে প্রেমিকের ঘরের বউ হয়ে গেলে, সে যে তোমার

জন্য হালাল হবে না, তা তুমি জান কি? মহানবী ﷺ বলেন, "যে নারী তার অভিভাবকের সম্মতি ছাড়াই নিজে নিজে বিবাহ করে, তার বিবাহ বাতিল, বাতিল, বাতিল।" *(আহমাদ, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, দারেমী, মিশকাত ৩১৩১ নং)*

অর্থাৎ, ঐ চোর স্বামী নিয়ে সংসার করলে চির জীবন তোমাদের ব্যভিচার করা হবে।

১৬। মন উতলা বোনটি আমার! মানুষের মন হল ফাঁকা ময়দানে পড়ে থাকা এক টুকরা হাল্কা পালকের মত। বাতাসের সামান্য দোলায় সে মন দুলতে থাকে, হিলতে থাকে, ছুটতে থাকে। মন হল পরিবর্তনশীল। যে মন কখনো শ্যাম চায়, কখনো কুল চায়। সে মন থাকে আল্লাহর দুই আঙ্গুলের মাঝে। তিনি মানুষের মন ঘুরিয়ে ও ফিরিয়ে থাকেন। অতএব এ বলেও দুআ করো তাঁর কাছে,

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلى دِيْنِكَ.

অর্থাৎ, হে মনের গতি পরিবর্তনকারী! আমার মনকে তোমার দ্বীনের উপর স্থির রাখ।

পরিশেষে বলি, ভালবাসা কর স্বামীর সাথে। ভালবাসার ডালি খালি ক'রে দাও তার কাছে। আর জেনে রেখো, 'প্রকৃতিগত ভালবাসাই একমাত্র ভালবাসা, যা মানসিক আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রতারিত করে না।'

রূপ-সৌন্দর্য ও পরিচ্ছন্নতা

সৌন্দর্য দুই প্রকার; আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক। চারিত্রিক ও দৈহিক। প্রথমটি দ্বিতীয়টি অপেক্ষা অধিক উৎকৃষ্ট, অধিক আকর্ষণীয়।

"সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে,
রমণী সুন্দর হয় সতীত্ব রক্ষণে।"

নারীর লজ্জাশীলতা তার রূপ-সৌন্দর্য অপেক্ষা বেশী আকর্ষণীয়।

দৈহিক সৌন্দর্যের স্থায়িত্ব কয়েক বছর, আভ্যন্তরিক সৌন্দর্যের স্থায়িত্ব কয়েক প্রজন্ম, কিন্তু জ্ঞান-গরিমার সৌন্দর্যের স্থায়িত্ব চিরস্থায়ী।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "অশ্লীলতা (নির্লজ্জতা) যে বিষয়ে থাকে সে বিষয়কে তা সৌন্দর্যহীন (ম্লান) করে ফেলে। আর লজ্জাশীলতা যে বিষয়ে থাকে সে বিষয়কে তা সৌন্দর্যময় (মনোহর) করে তোলে।" *(সহীহ তিরমিযী ১৬০৭ নং, ইবনে মাজাহ)*

তিনি বলেন, "তুমি সুন্দর চরিত্র ও দীর্ঘ নীরবতা অবলম্বন কর। সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে, সারা সৃষ্টি উক্ত দুই (অলংকারের) মত অন্য কিছু দিয়ে

সৌন্দর্যমন্ডিত হতে পারে না।" *(সহীহুল জামে ৪০৪৮-নং)*

আত্মার সৌন্দর্যই মানুষকে পরিপূর্ণতা দান করে। এই জন্য লোকে বলে, 'রূপে মারি লাথি, গুণে ধরি ছাতি।' আর সত্যিকারের সেই সৌন্দর্য মনের চোখ দিয়েই দেখা যায়। মাথার চোখ দিয়ে তা দেখা যায় না। তাই যখন কোন বস্তুর বাহ্য চাকচিক্যে আমরা মুগ্ধ হই, তখন তার আভ্যন্তরিক দিকটাকে পরখ করে দেখা আমাদের উচিত।

বিবাহের সময় বাহ্যিক সৌন্দর্য দেখে ভুলা উচিত নয়, অন্তরের সৌন্দর্য সন্ধান করা উচিত।

ভারি ভারি অলংকার অঙ্গে ধারণ করলেই রূপ-সৌন্দর্য বাড়ে না; তার সঙ্গে চরিত্রের মিল থাকা চাই। সোনার পাত্রে শুয়োরের মাংস হলেও তা তো হারামই।

'সে জনার প্রশংসা যে জন অভিরাম,
সেইজন কুলীন যে জন গুণধাম।'
'মাংস রান্নায় কি বা মজা যদি না থাকে নুন,
রূপের মাঝে লাভ আছে কি যদি না থাকে গুণ।'
'দেখিতে পলাশ ফুল অতি মনোহর,
গন্ধ বিনে কেহ নাহি করে সমাদর।
যে ফুলের সুবাস নেই কিসের সে ফুল?
কদাচ তাহার প্রেমে মজে না বুলবুল।
গুনীর গুণ চিরকাল বিরাজিত রয়,
তুচ্ছ রূপ দুই দিনে ধূলিস্মাৎ হয়।'

নারীর রূপ-লাবণ্য সতীত্বের মুখাপেক্ষী। পক্ষান্তরে সতীত্ব রূপ-লাবণ্যের মুখাপেক্ষী নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, মহিলা সতী হওয়ার চাইতে সুন্দরী হতে বেশী পছন্দ করে। কারণ সে জানে যে, পুরুষ তাকে চর্মের চক্ষু দ্বারা দর্শন করবে, মর্মের চক্ষু দ্বারা নয়।

সত্য কথা এই যে, একজন পুরুষ সর্বদা অর্থ উপার্জনের ধান্দায় থাকে, আর একজন মহিলা সর্বদা তার দেহ গঠন নিয়ে ব্যস্ত থাকে। প্রসাধনের বাজারে অনেকে প্রসিদ্ধ প্রসাধিকা। ভাবুনী মহিলার রূপচর্চায় অর্থের অপচয় ঘটে। এমন মহিলার অবস্থা বলে, 'রঙীর রঙ কেতেরের ধান, এঁড়ে বিচে সিঁদুর আন।'

মেয়েদের রূপচর্চার অতিরঞ্জন দেখে একজন জ্ঞানী বলেছেন, 'মহিলা যখন আয়নার বিভিন্ন দোষ বর্ণনা করে, তখন জেনে নিও যে মুখে তার বার্ধক্যের ছাপ পড়েছে।'

কোন দাওয়াত অনুষ্ঠানে যোগদান করতে মহিলারা অলংকার, পোশাক ও প্রসাধন

নিয়ে পারস্পরিক গর্ব, প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এই জন্য নিজের না থাকলেও ধার ক'রে দেহে ধারণ করে।

এক ভোজ সভায় এক মহিলা হীরার আংটি পরে ভাত বিতরণ করছিল। কেউ ভাত নেবে কি না - এ কথা সেই আঙ্গুলের ইশারা দ্বারা জিজ্ঞাসা করছিল, যে আঙ্গুলে ঐ আংটি পরে আছে। উদ্দেশ্য ছিল, আমার আংটিটা দেখ। এক মহিলার হাতে সে রকম কিছু ছিল না। কিন্তু বাজুতে বাউটি ছিল। প্রতিযোগিতা-প্রবণ মনে সে তখন শাড়ি তুলে বাজু দুলিয়ে বলল, 'আর নেব না, আর নেব না!'

এক অনুষ্ঠানে সকল মহিলারা শাড়ি পরে গেছে। এক মহিলা গেছে শেলোয়ার-কামীস পরে। সকলকে শাড়ি পরা দেখে সে আর স্থির থাকতে পারল না। সঙ্গে সঙ্গে মোবাইল যোগে স্বামীকে ডেকে বাসায় গিয়ে অনুরূপ শাড়ি পরে এল!

এই জন্য এক বিদ্বান বলেছেন, 'কাফন হল একমাত্র এমন কাপড়, যে কাপড় কোন মহিলা পরে থাকলে তা দেখে অপর মহিলার ঈর্ষা হয় না।'

গর্বমূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতার এই দুর্দশা হওয়ার কারণে মহিলারা অনুষ্ঠানের উপযুক্ত জুতা কিনে, পায়ের উপযুক্ত না হলেও চলে।

মহিলারা মনে করে, যে ঘড়ি মুক্তা ও প্রবাল দ্বারা সৌন্দর্য-খচিত, সেই ঘড়িতে টাইম বেশী ভালো দেয়।

পরের নতুন মোডেল দেখে, সেই মোডেলের ঝোঁক জাগে, স্বামীর উপর চাপ বাড়ে।

গর্ব ও সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার হাল এই যে, কোন কোন মহিলা ডবল সায়া পরে। কত রকমের ড্রেস আছে তা দেখাবার জন্য ক্ষণে ক্ষণে পাল্টে পাল্টে হরেক রকমের বহুরূপ প্রদর্শন করে!

ভাবুনী বোনটি আমার! তুমি প্রসাধন ব্যবহার কর, সুগন্ধি ব্যবহার কর বাড়ির ভিতরে, বেগানার সামনে নয়। সুগন্ধি ব্যবহার ক'রে বাইরে যেয়ো না; মসজিদেও না। এমন অলংকার ব্যবহার কর, যাতে বাজনা নেই। সর্বদা মেহেদি দিয়ে হাত রঙিয়ে রাখ।

আর তুমি রূপসী হলে, রূপ নিয়ে গর্ব করো না। কারণ, ফুলের সৌরভ আর রূপের গৌরব থাকে না বেশী দিন। মালার ফুল বাসি হলেই তার মর্যাদা কমে যায়।

ময়ুরের মত সুন্দরী হয়েও সৌন্দর্য নিয়ে গর্ব করা উচিত নয়। কারণ, ময়ুর নিজের পায়ের দিকে তাকালেই তার সে গর্ব খর্ব হয়ে যায়।

মহানবী ﷺ বলেন, "যার হৃদয়ে অণু পরিমাণও অহংকার থাকবে সে জান্নাতে যাবে না।" এক ব্যক্তি বলল, 'লোকে তো পছন্দ করে যে, তার পোশাক ও জুতা সুন্দর হোক

(তাহলে সে ব্যক্তির কি হবে?)' নবী ﷺ বললেন, "অবশ্যই আল্লাহ সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। (সুতরাং সুন্দর জামা-পোশাক পরায় অহংকার নেই।) অহংকার হল, হক (সত্য) প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে ঘৃণা করার নাম।" *(মুসলিম)*

তুমি তোমার স্বামীর কাছে রূপে-বাহারে অনিন্দ্য সুন্দরী হও, সাজে-সজ্জায় ডানাকাটা পরী হও।

তুমি অসুন্দরী হলেও, তোমার পারিপাট্য ও সুন্দর গুণ দ্বারা স্বামীকে মুগ্ধ কর। কবি বলেন,

'যে মূর্তি নয়নে জাগে সবই আমার ভাল লাগে,
কেউ বা দিব্যি গৌরবর্ণ কেউ বা দিব্যি কালো।'

কালোশশী বোনটি আমার! কালো হলেও তুমি কেলে সোনা হতে পার। কালো হলেও তুমিই ভালো হতে পার।

এক বাদশা তাঁর কালো বউটিকে বেশী ভালবাসতেন। জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তর দেওয়ার জন্য তিনি একটি সভার ব্যবস্থা করলেন। একটি হলঘরে দূরবর্তী কয়েকটি তাকে সোনার অলঙ্কার সাজিয়ে দিলেন। সকল স্ত্রীকে নিজের কাছে দাঁড় করিয়ে বললেন, আমি 'এক-দুই-তিন' বললে তোমরা যে যে তাকে ছুটে গিয়ে হাত দিতে পারবে, সেই তাকের অলঙ্কার তার হয়ে যাবে। সকলেই খুশীতে সম্মতি প্রকাশ করল। অতঃপর বাদশা 'এক-দুই-তিন' বলতেই সকলে ছুটে গিয়ে 'এটা আমার, এটা আমার' বলে তাক দখল ক'রে ফেলল। কিন্তু কালুনী বাদশার কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। অন্য স্ত্রীরা বলতে লাগল, 'তুমি গেলে না, পেলে না।' কালুনী বলল, 'আমি যে তাকে হাত দিয়েছি, সে তাকে আছে সারা রাজত্ব। তোমরা সোনার অলঙ্কার নিয়ে খোশ হও। আমি আমার স্বামী অলঙ্কার নিয়ে খোশ হই! নারী-জীবনে স্বামীই হল সবচেয়ে দামী অলঙ্কার।' বাদশা বললেন, 'তোমরা এখন বুঝতে পারলে, আমি কেন একে বেশী ভালবাসি? যে কালো, তার মন ভালো।'

সত্যই তো, যে স্ত্রী রূপ-প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করতে পারে না, তাকে গুণ-প্রতিযোগিতায় প্রথম হতে হয়। নচেৎ ভারসাম্য রক্ষা হবে কিভাবে?

তুমি অসুন্দরী হলেও, তুমি কম নও। চাঁদ অপেক্ষাও সুন্দরী তুমি। মূসা বিন ঈসা হাশেমী তার সুন্দরী স্ত্রীকে খুব ভালবাসত। একদা সে কসম করে বলল, তুমি যদি চাঁদ থেকেও বেশী সুন্দরী না হও, তাহলে তোমাকে তালাক। তালাক শুনে তা বাস্তব হয়ে গেছে মনে ক'রে স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে সরে গেল। স্বামী ফাপড়ে পড়লে মনসূরের নিকট

এসে সমস্যা পেশ করল। ফুকাহা ডেকে ফতোয়ায় জানা গেল তালাক হয়ে গেছে। কিন্তু একজন বড় ফকীহ বললেন, না তালাক হয়নি। কারণ, মহান আল্লাহ বলেন,

{لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ} (٤) سورة التين

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে। *(সূরা তীন ৪ আয়াত)* অর্থাৎ মানুষ চাঁদ; বরং সকল সৃষ্টি থেকেও সুন্দর।

মহিলার সৌন্দর্য সেই মনোরম উদ্যান, যাতে পুরুষের হৃদয়ের বুলবুল গান গেয়ে থাকে। এই জন্য রূপ-সৌন্দর্য নারীকে ব্যভিচার অথবা ধর্ষণের পথে টেনে নিয়ে যায়। আর তার জন্যই এ সৌন্দর্য কেবল স্বামীর জন্য গোপন রাখতে হয়।

সুন্দরীর দৃষ্টিতে যে তীর আছে, সে তীর দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হলে, যে কোনও যুবকের মৃত্যু অনিবার্য। তুমি সেই তীর দিয়ে কেবল তোমার স্বামীর হৃদয়কে শিকার কর।

হ্যাঁ, আর আজে-বাজে ক্রিম লাগিয়ে নিজের চেহারা খারাপ করো না। বরং অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে তোমার ত্বকের উপযুক্ত ক্রিম ব্যবহার কর। ব্যবহার কর, আধ্যাত্মিক ক্রিম।

একজন এক বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করল, এ বৃদ্ধ বয়সেও তোমার দেহ-মুখে লাবণ্য! তুমি কোন্ ক্রিম ব্যবহার কর? বৃদ্ধা বলল, দুই ঠোঁটে ব্যবহার করি সত্যবাদিতার লিপষ্টিক, চোখে ব্যবহার করি (হারাম থেকে) অবনত দৃষ্টির কাজল, মুখমন্ডলে ব্যবহার করি পর্দার ক্রিম ও গোপনীয়তার পাওডার, হাতে ব্যবহার করি পরোপকারিতার ভেজলীন, দেহে ব্যবহার করি ইবাদতের তেল, অন্তরে ব্যবহার করি আল্লাহর প্রেম, মস্তিষ্কে ব্যবহার করি প্রজ্ঞা, আত্মায় ব্যবহার করি আনুগত্য এবং প্রবৃত্তির জন্য ব্যবহার করি ঈমান।

শুধু বাহ্যিক সৌন্দর্যই নয়; দৈহিক পরিচ্ছন্নতার প্রতিও লক্ষ্য রেখো। তোমার মধ্যে যেন 'উপরে চিকন-চাকন, ভিতরে খড়ের গোঁজন' না থাকে। নখে নখপালিশ দিও, কিন্তু ওযূ হবে কি না তা খেয়াল রেখো। পাকা নখ কেটে ফেলো, বগল ও নাভির নিচের লোম পরিষ্কার করো। এ হল, প্রকৃতিগত আচরণ। ভ্রূ চাঁচবে না। কারণ, তা প্রকৃতিবিরোধী আচরণ।

এ ব্যাপারে কয়েকটি হাদীস মনে রেখো ঃ-

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "দুই শ্রেণীর মানুষ জাহান্নামবাসী হবে যাদেরকে এখনো আমি দেখিনি। তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণী হল সেই লোক, যাদের সঙ্গে থাকবে গরুর লেজের মত চাবুক; যদ্দ্বারা তারা লোকেদেরকে প্রহার করবে। আর দ্বিতীয় শ্রেণী হল সেই

মহিলাদল, যারা কাপড় পরা সত্ত্বেও যেন উলঙ্গ থাকবে, (যারা পাতলা অথবা খোলা লেবাস পরিধান করবে।) এরা (পর পুরুষকে নিজের প্রতি) আকৃষ্ট করবে এবং নিজেরাও (তার প্রতি) আকৃষ্ট হবে; তাদের মাথা হবে হিলে যাওয়া উঁটের কুঁজের মত। তারা জান্নাত প্রবেশ করবে না এবং তার সুগন্ধও পাবে না। অথচ তার সুগন্ধ এত-এত দূরবর্তী স্থান হতে পাওয়া যাবে।" *(মুসলিম ২১২৮-নং)*

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ﵁ বলতেন, আল্লাহর অভিশাপ হোক সেই সব নারীদের উপর, যারা দেহাঙ্গে উলকি উৎকীর্ণ করে এবং যারা উৎকীর্ণ করায় এবং সে সব নারীদের উপর, যারা ভ্রূ চেঁছে সরু করে, যারা সৌন্দর্যের মানসে দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে, যারা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন আনে। জনৈক মহিলা এ ব্যাপারে তাঁর (ইবনে মাসঊদের) প্রতিবাদ করলে তিনি বললেন, 'আমি কি তাকে অভিসম্পাত করব না, যাকে আল্লাহর রসূল ﷺ অভিসম্পাত করেছেন এবং তা আল্লাহর কিতাবে আছে? আল্লাহ বলেছেন, "রসূল যে বিধান তোমাদেরকে দিয়েছেন তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাক।" *(সূরা হাশ্‌র ৭ আয়াত, বুখারী ও মুসলিম)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "শেষ যামানায় এমন এক শ্রেণীর লোক হবে; যারা পায়রার ছাতির মত কালো কলপ ব্যবহার করবে, তারা জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না।" *(আবূ দাউদ ৪২১২, নাসাঈ, সহীহুল জামে' ৮১৫৩নং)*

নিজের দেহের ব্যাপারে যেমন পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্য অবলম্বন কর, অনুরূপ নিজের বাড়িকেও পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর ক'রে রেখো। জেনে রেখো পরিচ্ছন্নতা বাড়ির লোকের শিরোনাম। বাথরুমের পরিচ্ছন্নতা বাড়ির লোকেদের মন পরিচ্ছন্নতা ও রুচিশীলতার শিরোনাম। অর্থাৎ, বাড়ির বাথরুমে প্রবেশ ক'রে বাইরের লোকে আন্দাজ করতে পারবে তোমরা কত পরিচ্ছন্ন। যেমন বাড়ির মেয়েদের রোদে শুকাতে দেওয়া শাড়ি-সায়া দেখে আন্দাজ করতে পারা যায়, তাদের দেহমন কত পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন।

এক বাড়ি থেকে ইমাম সাহেবের ভাত এল নোংরা তোয়ালে দ্বারা ঢাকা। তোয়ালে তুলতেই দেখা গেল, তার নিচের দিকে রয়েছে মুরগীর গু'। মুরগীর গোশ্ত দিয়ে ভাত দিলেও মুরগীর গু' প্রকাশ ক'রে দিল, সে বাড়ির মেয়েদের পরিচ্ছন্নতার চেতনা কত দুর্বল!

ছিমছাম দেহের বোনটি আমার! তোমার ফিটফাট দেহ ও কর্ম যেন প্রমাণ করে যে, ভিতরে-বাহিরে সত্যই তুমি প্রকৃত সুন্দরী।

স্ত্রীর মান

পুরুষের জন্য নারী এবং নারীর জন্য পুরুষ সবচেয়ে বড় উপহার। সৃষ্টিকর্তা যত নিয়ামত মানুষেকে দান করেছেন, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় দান হল এই স্ত্রী। এই সৃষ্টি-বৈচিত্রে রয়েছে তাঁর কুদরতের নিদর্শন। তিনি বলেন,

{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} (٢١) سورة الروم

অর্থাৎ, তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে আর একটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা ওদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও মায়া-মমতা সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে। *(সূরা রূম ২১ আয়াত)*

নারীর মাহাত্ম্য বর্ণনা ক'রে কবি লিখেছেন,

“এ জগতে যত ফুটিয়াছে ফুল, ফলিয়াছে যত ফল,
নারী দিল তাহে রূপ-রস-মধু-গন্ধ সুনির্মল।
কোনো কালে একা হয়নি কো জয়ী পুরুষের তরবারি,
প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে বিজয়-লক্ষ্মী নারী।”

“প্রেমের প্রতিমা স্নেহের সাগর
করুণা-নির্ঝর দয়ার নদী,
হত মরুময় সব চরাচর
জগতে নারী না থাকিত যদি।”

অবশ্য কেবল স্ত্রী নয়, পুণ্যময়ী স্ত্রীর মাহাত্ম্য রয়েছে বড়। মহানবী ﷺ বলেন, “দুনিয়া (তার সবকিছু) উপভোগ্য বস্তু। আর দুনিয়ার উপভোগ্য বস্তুসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু হল পুণ্যময়ী স্ত্রী।” *(মুসলিম ১৪৬৭ নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “পুরুষের জন্য সুখ ও সৌভাগ্যের বিষয় হল চারটি; সাধ্বী স্ত্রী, প্রশস্ত বাড়ি, সৎ প্রতিবেশী এবং সচল সওয়ারী (গাড়ি)। আর দুখ ও দুর্ভাগ্যের বিষয়ও চারটি; অসৎ প্রতিবেশী, অসতী স্ত্রী, অচল সওয়ারী (গাড়ি) এবং সংকীর্ণ বাড়ি।” *(সিলসিলাহ সহীহাহ ২৮২নং)*

জ্ঞানিগণ বলেন, ঘোড়া যত বেশী তেজীই হোক না কেন, তার জন্যও চাবুক প্রয়োজন। মহিলা যত বেশী সতীই হোক না কেন, তার জন্যও বিবাহের প্রয়োজন এবং জ্ঞানী যত বড়ই জ্ঞানী হোক না কেন, তারও প্রয়োজন পরামর্শের।

বিবাহ কেন করবে?

বিবাহের পশ্চাতে রয়েছে নানা উদ্দেশ্য ঃ-

১। অর্ধেক দ্বীন পূর্ণ করা।

মহানবী ﷺ বলেন, "বান্দা যখন বিবাহ করে তখন সে তার অর্ধেক দ্বীন পূর্ণ করে নেয়। অতএব তাকে তার অবশিষ্ট অর্ধেক দ্বীনের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করা উচিত।" *(বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান, সহীহুল জামে' ৪৩০ নং)*

২। পবিত্র পরিবার গঠন করা।

"হে মানবসম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন ও তা হতে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাদের দুজন থেকে বহু নরনারী (পৃথিবীতে) বিস্তার করেছেন। সেই আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচ্ঞা কর এবং জ্ঞাতি-বন্ধন ছিন্ন করাকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।" *(সূরা নিসা ১ আয়াত)*

"হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরেরর সাথে পরিচিত হতে পার।" *(সূরা হুজুরাত ১৩ আয়াত)*

"তিনিই মানুষকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন; অতঃপর তিনি মানবজাতির মধ্যে রক্তগত ও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন। তোমার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান।" *(সূরা ফুরক্বান ৫৪ আয়াত)*

"আর আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতেই জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের যুগল হতে তোমাদের জন্য পুত্র ও পৌত্র সৃষ্টি করেছেন এবং উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছেন; তবুও কি তারা মিথ্যাতে বিশ্বাস করবে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?" *(সূরা নাহল ৭২ আয়াত)*

৩। চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করা।

৪। বৈধভাবে যৌনক্ষুধা নিবারণ করা, যৌনসুখ উপভোগ করা। কামদৃষ্টি সংযত করা।

মহানবী ﷺ বলেন, "হে যুবকদল! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি (বিবাহের অর্থাৎ স্ত্রীর ভরণপোষণ ও রতিক্রিয়ার) সামর্থ্য রাখে সে যেন বিবাহ করে। কারণ, বিবাহ চক্ষুকে দস্তুরমত সংযত করে এবং লজ্জাস্থান হিফাযত করে। আর যে ব্যক্তি ঐ সামর্থ্য রাখে

না সে যেন রোযা রাখে। কারণ, তা যৌনেন্দ্রিয় দমনকারী।” *(বুখারী, মুসলিম)*

তিনি আরো বলেন, “তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহর দায়িত্ব; আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী মুজাহিদ, সেই ক্রীতদাস যে নিজেকে স্বাধীন করার জন্য তার প্রভুকে কিস্তিতে নির্দিষ্ট অর্থ দেওয়ার চুক্তি লিখে সেই অর্থ আদায় করার ইচ্ছা করে এবং সেই বিবাহকারী যে বিবাহের মাধ্যমে (অবৈধ যৌনাচার হতে) নিজের চরিত্রের পবিত্রতা কামনা করে।” *(আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, বাইহাক্বী, হাকেম, সহীহুল জামে ৩০৫০ নং)*

৫। পবিত্র প্রেম ও ভালবাসা এবং মানসিক শান্তি উপভোগ করা।

মহান আল্লাহ বলেন, “তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে আর একটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা ওদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও মায়া-মমতা সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।” *(সূরা রূম ২১ আয়াত)*

৬। সুস্বাস্থ্য রক্ষা করা।

বৈধভাবে মিলনে স্বাস্থ্য রক্ষা হয়। মিলন না করলেও স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। পরন্তু অবৈধভাবে করলেও এড্স প্রভৃতি রোগ সৃষ্টি হয়ে জীবন ধ্বংস করে।

৭। পবিত্র সমাজ গঠন, পারস্পরিক আত্মীয়তার বন্ধন সৃষ্টি হয়।

৮। রুযীর দরজা উন্মুক্ত হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন, “তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত তাদের বিবাহ সম্পাদন কর এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।” *(সূরা নূর ৩২ আয়াত)*

৯। বিবাহে আছে নারীর নারীত্ব, সতীত্ব ও মর্যাদার রক্ষণাবেক্ষণ।

প্রস্তুতি পর্যায়

আদর্শ স্ত্রী, মা ও শাশুড়ী হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নাও। তোমাকে দান করা হবে এক বিশাল রাজত্ব, তুমি হবে তার রানী। সেই রাজত্ব চালাবার জন্য আগাম উদ্যোগ নাও।

মানসিকভাবে প্রস্তুতি নাও যে, তুমি একজন আদর্শ স্ত্রী হবে এবং তোমাকে নিয়ে তোমার স্বামী গর্ববোধ করবে। এমন ‘মা’ হবে, যাকে নিয়ে ছেলে-মেয়েরা গর্ব করবে।

চারিত্রিকভাবে প্রস্তুতি নাও যে, তুমি একজন পবিত্র মহিলা। তোমার চরিত্রে গুপ্ত

অথবা প্রকাশ্য কোন কলঙ্ক থাকবে না। স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তোমার চরিত্রে মুগ্ধ হবে।

দৈহিকভাবে প্রস্তুতি নাও যে, সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে, পবিত্রতার নানা আহকাম শিখে নেবে এবং তোমার রূপচর্চায় স্বামীকে মুগ্ধ করবে।

একটা মানুষের সঙ্গে আনুগত্যের ব্যবহার করতে যে শ্রদ্ধা, আবেগ ও ভালবাসার প্রয়োজন হয়, তা সঞ্চয় করে রাখবে। শ্বশুরবাড়ির লোকেদের সঙ্গে সৌজন্য ব্যবহার দেখিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিতা করার কৌশল অবশ্যই শিখে নেবে। আর তার জন্য জরুরী বই-পুস্তক অবশ্যই পড়ে নেবে।

পড়ে নেবে তোমার নতুন জীবন-সাথীর সাথে নতুন খেলার কথা; যে খেলা কেবল তারই সাথে খেলা যায় এবং অন্যের সাথে খেললে মহাপাপ ও বিশ্বাসঘাতকতা হয়।

সতর্কতার বিষয় যে, বাজারী রতিশাস্ত্রের বই পড়ে মনের মাঝে নানা ভুল ধারণা সৃষ্টি করবে না। যেমন কোন বিরল নায়কের অতিরঞ্জিত প্রেম-কাহিনী পড়ে মনে মনে এই আশা পোষণ ক'রে রেখো না যে, তোমার নাগরও ঐরূপ হবে, যে তার জীবন-সঙ্গিনীর সমস্ত আশা-আবেদন রক্ষা করবে এবং কোন ভুলেই তাকে 'কেন' কথাটিও বলবে না।

কর্মগতভাবে নিজেকে প্রস্তুত ক'রে নাও। মায়ের বাড়িতে আলালের ঘরে দুলালী হয়ে থাকলেও শ্বশুরবাড়িতেও সেই রকমই থাকবে তা জরুরী নয়। সেখানে রান্না-বান্না সহ আরো অনেক সংসারের কাজ করতে হবে। তা এখন থেকেই নিজের বাড়িতে মায়ের কাছ হতে শিখে নাও। যাতে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে তোমাকে এবং সেই সাথে তোমার মাকে কথা শুনতে না হয়। বাড়িতে পড়াশোনা ইত্যাদি নানা ব্যস্ততার মাঝেও মাকে সংসারের কাজে সহযোগিতা কর। তাতে তোমার ট্রেনিং হবে এবং মায়ের কাজও হাল্কা হবে। মা হয়তো মায়া ক'রে তোমাকে কাজ করতে দেবে না; বলবে, 'শ্বশুরবাড়ি গিয়ে করবি।' আর তাতে যদি তুমি আদুরী হয়ে বসে থেকে সময় কাটাও, তাহলে অবশ্যই শ্বশুরবাড়ি গিয়ে ঠকতে হবে।

বিয়ের পরে পর্দা নয়, এখন থেকেই পর্দা কর। যাতে পরবর্তীতে অন্যের দেহে পর্দা দেখে তোমাকে গরম না লাগে এবং নিজে চাদর বা বোরকা পরলে গরমে জান বেরিয়ে না যায়। বাড়ির ভিতরে একটানা বাস করতে দম আটকে না যায়! বুঝতেই তো পারছ, পানির মাছকে পাড়ে, আর পাড়ের প্রাণীকে পানিতে আবদ্ধ করলে কি অবস্থা হয়? তোমার তো সে অবস্থাও হতে পারে। অতএব সর্বোচ্চ সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের বউ হতে পর্দার অভ্যাস কর।

বিয়ের পর স্বাধীনতা হারিয়ে যাবে, আর বেড়াতে পাবে না মনে ক'রে অনেক মা তার মেয়েকে যেখানে-সেখানে স্বাধীনভাবে বেড়াতে পাঠিয়ে অনেক সময় শেষ বিপদে ফেলতে চায়। যদি তাই কর, তাহলে পর্দার কথা ভুলে যেয়ো না। স্বামীও তোমাকে নিয়ে বেড়াতে পারে। তাছাড়া বেড়াতে যাওয়া সাময়িক সুখ-বিলাসের কাজ। তা একবারে কয়েকদিন ক'রে নিলে এবং পরে না করতে পেলে লাভ কি? বিয়ের আগের সুখের রেশ কি বিয়ের পরেও অবশিষ্ট থাকবে?

জেনে রেখো বোনটি আমার! তুমি যেমন প্রস্তুতি নেবে, তেমনি বর পাবে। কানের মানে সোনা পাবে। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহর কানুন হল, "দুশ্চরিত্রা নারী দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য; দুশ্চরিত্র পুরুষ দুশ্চরিত্রা নারীর জন্য; সচ্চরিত্রা নারী সচ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষ সচ্চরিত্রা নারীর জন্য (উপযুক্ত)।" *(সূরা নূর ২৬ আয়াত)*

অবশ্য এর বিপরীতও ঘটে থাকে। 'অতি বড় সুন্দরী না পায় বর, অতি বড় ঘরনী না পায় ঘর।' কিন্তু অধিকাংশই 'য্যায়সন কা ত্যায়সন, শুটকি কা বায়গন'ই হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে সংক্ষেপে একটি রূপকথার অবাস্তব গল্প বলব তোমাকে ঃ-

এক গ্রামে এক বুড়াবুড়ি বাস করত। তাদের কোন সন্তান ছিল না। শেষ জীবনে তাদের সন্তানের সখ চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেল। তাই স্বামী-স্ত্রীতে একদিন ঘরের আঙিনায় বসে আঁচল পেতে ভগবানের কাছে প্রার্থনা শুরু করে দিল। 'হে ভগবান! কানা হোক, খোঁড়া হোক, খাঁদা হোক, বিকলাঙ্গ হোক, যেমন হবে হোক, আমাদেরকে একটি সন্তান দান কর।'

এমন সময়ে মাথার উপর দিয়ে আকাশে একটি ঈগল একটি বড় পাহাড়ী মাদি ইঁদুর ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ তার পা ফস্কে গেলে ইঁদুরটি বুড়ির আঁচলে এসে পড়ল।

বুড়ি তাই পেয়ে খুশী হল। ভগবানকে খুব ধন্যবাদ দিল। তাকে সযত্নে লালন-পালন করতে লাগল।

ইঁদুরটি বেশ নাদুস-নুদুস হয়ে বড় হল। তাদের সখ হল, তার বিয়ে দেবে। জামাই খুঁজতে লাগল। সিদ্ধান্ত নিল, সবে ধন নীলমণি একমাত্র কন্যার বিয়ে যে-সে ঘরে দেবে না। তার বিয়ে সবচেয়ে বড় ঘরে দেবে। লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে জানতে পারল, এ বিশ্বের সবচেয়ে বড় হল সূর্য। বুড়া সূর্যের কাছে আবেদন জানাল, 'হে ভাই সূর্য! আমি শুনলাম, এ বিশ্বে তুমিই সবার বড়। আমি তোমার ঘরে আমার একমাত্র মেয়ের বিয়ে দিতে চাই।'

সূর্য হেসে বলল, 'ভুল শুনেছ ঠাকুর! আমি বড় হলেও আমি একজনের কাছে হার

মানতে বাধ্য হই। সুতরাং সেই হল আসল বড়।'

- কে সে?

- সে হল মেঘ। আমার বিশাল শক্তিকে সে পরাহত করে। আমার কিরণ সেই বিচ্ছুরিত করতে দেয় না। সুতরাং তুমি তার বাড়িতেই আত্মীয়তা কর।

'তাই করব' বলে সে মেঘকে সম্বোধন ক'রে বলল, 'হে ভাই মেঘ! আমি শুনলাম, এ বিশ্বে তুমিই সবার বড়। আমি তোমার ঘরে আমার একমাত্র মেয়ের বিয়ে দিতে চাই। তুমি সূর্য থেকেও বড়!'

মেঘ হেসে বলল, 'ভুল শুনেছ ঠাকুর! সূর্য থেকে বড় হলেও আমি একজনের কাছে হার মানতে বাধ্য হই। সুতরাং সেই হল আসল বড়।'

- কে সে?

- সে হল বাতাস। সে আমাকে উড়িয়ে যেখানে সেখানে নিয়ে যায়। তার কাছে আমার কোন শক্তি খাটে না। তুমি বরং তোমার পণ অনুযায়ী তার ঘরেই মেয়ের বিয়ে দাও।

'তাই করব' বলে সে বাতাসকে সম্বোধন ক'রে বলল, 'হে ভাই বাতাস! আমি শুনলাম, এ বিশ্বে তুমিই সবার বড়। আমি তোমার ঘরে আমার একমাত্র মেয়ের বিয়ে দিতে চাই। সূর্য থেকে মেঘ, মেঘ থেকেও তুমি বড়! কি শক্তিশালী তুমি! তোমাকেই আমার বিয়াই করতে চাই।'

বাতাস হেসে বলল, 'ভুল শুনেছ ঠাকুর! মেঘ থেকে বড় হলেও আমি একজনের কাছে হার মানতে বাধ্য হই। সুতরাং সেই হল আসল বড়।'

- কে সে?

- সে হল পাহাড়। আমি সব উড়িয়ে তছনছ করে দিই। কিন্তু তার কাছে আমার কোন শক্তি খাটে না। সেই হল বিশাল, বিরাট, মহাসম্রাট! তোমার পণ ঠিক রাখতে তারই ঘরে মেয়ের বিয়ে দাও।

'তাই করব' বলে সে পাহাড়ের নিকট গিয়ে বলল, 'হে ভাই পাহাড়! আমি শুনলাম, এ বিশ্বে তুমিই সবার বড়। আমি তোমার ঘরে আমার একমাত্র মেয়ের বিয়ে দিতে চাই। সূর্য থেকে মেঘ, মেঘ থেকে বাতাস, বাতাস থেকেও তুমি বড়! কি শক্তিশালী তুমি! তোমাকেই আমার বিয়াই করতে চাই।'

পাহাড় হেসে বলল, 'ভুল শুনেছ ঠাকুর! বাতাস থেকে শক্তিশালী হলেও, আমি একজনের কাছে অতি অসহায়। সুতরাং সেই হল আসল বড়।'

- কে সে?

- সে হল ইঁদুর। ঐ দেখ না, আমার পিঠকে সে কিভাবে ছিদ্র ছিদ্র করে ফেলেছে! তোমার পণ ঠিক রাখতে তারই ঘরে মেয়ের বিয়ে দাও। সেখানেই পাবে তোমার উপযুক্ত জামাই।

'তাই করব' বলে সে পাহাড়ের গোড়ায় একটি গর্তের নিকট গিয়ে বলল, 'হে ভাই ইঁদুর! আমি শুনলাম, এ বিশ্বে তুমিই সবার চেয়ে বড়। আমি তোমার ঘরে আমার একমাত্র মেয়ের বিয়ে দিতে চাই। সূর্য থেকে মেঘ, মেঘ থেকে বাতাস, বাতাস থেকে পাহাড়, পাহাড় থেকেও তুমি বড়! কি শক্তিশালী ভাই তুমি! তোমাকেই আমার বিয়াই করতে চাই।'

একটি ইঁদুর গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে হো-হো ক'রে হেসে বলল, তুমি ঠিক জায়গায় এসেছ ঠাকুর! আমিই বিরাট, বিশাল, সবার চেয়ে বড়। আমি এ সম্বন্ধে রাজি আছি।

অতঃপর মহা ধুমধামের সাথে ইঁদুর কন্যার সাথে ইঁদুর বরের বিবাহ সম্পন্ন হল।

বুঝতেই পারছ, ক্ষুদ্রের সাথে বৃহতের সম্বন্ধ স্থির না হয়ে ঘুরতে ঘুরতে পরিশেষে সেই ক্ষুদ্রের সাথে ক্ষুদ্রের চমৎকার মিল হল।

সংস্কৃত ভাষায় একটি শ্লোক আছে, তাও উক্ত অর্থ সমর্থন করে, 'জামাতা হড়্‌ডিকশ্চৈব যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে।'

বলা বাহুল্য, তুমি নিজেকে মহতী ক'রে গড়ে তোল, তাহলেই মহান স্বামী লাভের সৌভাগ্য লাভ করবে ইন শাআল্লাহ।

বিবাহের পূর্বে কাউকে মন না দিয়ে আল্লাহর উপর ছেড়ে দাও। নিশ্চয় তোমার পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজন তোমার প্রতি অন্যায় করবে না।

যদি কারো দ্বীনদারীর কারণে তাকে ভালবেসেই ফেল, তাহলে তাকে এমনভাবে মন দিয়ে ফেল না যে, তাকে না পেলে তোমার জীবনই বেকার হয়ে যাবে।

পরন্তু তার বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতে চেষ্টা কর। সফল না হলে তাকে মন থেকে মুছে দিয়ে অভিভাবকের ফায়সালাকে মাথা পেতে মেনে নাও। আর আল্লাহর কাছে আশা রেখে মনে মনে বলো যে, 'আল্লাহ যা করেন, ভালই করেন।'

ফিল্ম্‌ দেখে, উপন্যাস পড়ে অথবা কোন মহিলার অভিজ্ঞতা শুনে কোন এক শ্রেণীর পুরুষের প্রতি কুধারণাকে মনের মাঝে বদ্ধমূল ক'রে রেখো না। নচেৎ সেই সন্দেহে তোমার জীবনটা দুর্বিষহ হয়ে উঠবে। আর জেনে রেখো যে, প্রত্যেক দেশ, জাতি ও বংশের মধ্যে ভাল-মন্দ উভয়ই আছে। এখন তোমার ভাগ্যে কি আছে, তা কারো জানা নেই। সুতরাং তা আল্লাহর কাছেই চেয়ে নাও।

ওজুহাত দূর কর

বিবাহের সময় হলে তাতে সম্মতি দাও। তোমার অভিভাবক তোমার জন্য দ্বীনদার যোগ্য যুবক বেছে নিলে খবরদার তা রদ করে দিও না।

নবী ﷺ বলেন, “তোমাদের নিকট যখন এমন ব্যক্তি (বিবাহের পয়গাম নিয়ে) আসে; যার দ্বীন ও চরিত্রে তোমরা মুগ্ধ, তখন তার সাথে (মেয়ের) বিবাহ দাও। যদি তা না কর, তাহলে পৃথিবীতে ফিৎনা ও মহাফাসাদ সৃষ্টি হয়ে যাবে।” *(সিলসিলাহ সহীহাহ ১০২২নং)*

তিনি আরো বলেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে কিছু দান করে, কিছু দেওয়া হতে বিরত থাকে, কাউকে ভালবাসে অথবা ঘৃণা করে এবং তাঁরই সন্তুষ্টিলাভের কথা খেয়াল ক’রে বিবাহ দেয়, তার ঈমান পূর্ণাঙ্গ ঈমান।” *(আহমাদ, হাকেম, বাইহাকী, সহীহ তিরমিযী ২০৪৬ নং)*

বিবাহে সম্মতি দিতে কোন প্রকার সত্য অথবা মিথ্যা টাল-বাহানা করো না। ‘এখন পড়ছি, এখন আমি ছোট, আমাকে ভয় লাগছে, পরাধীনা হয়ে যাব’ ইত্যাদি বলে বিবাহ পিছিয়ে দেবে না।

অনেক মানুষ আছে, যারা ‘রাইট টাইমে ট্রেন ধরব’ বলে ঘড়ির দিকে তাকাতে তাকাতে ট্রেন ফেল ক’রে ফেলে। তুমিও তাদের মত হয়ো না।

স্বামী পছন্দ করার ভিত্তি

স্বামী গ্রহণে অবশ্যই তোমার এখতিয়ার আছে। তোমার অনুমতি ছাড়া জোর ক’রে তার সাথে তোমার বিবাহ দিতে পারে না তোমার অভিভাবক, যাকে তুমি মোটেই পছন্দ কর না।

অবশ্য তোমার পছন্দ দ্বীনদারী হওয়া জরুরী। নচেৎ মা-বাপের অবাধ্য হওয়ার পাপে লিপ্ত হয়ে পড়বে।

তুমি এমন স্বামী গ্রহণে অনুমতি দেবে, যে হবে দ্বীনদার, আমানতদার, জ্ঞানী ও উপযুক্ত।

উপযুক্ত অর্থাৎ, তুমি যে মানের, সেও যেন তোমার কাছাকাছি মানের হয়। বংশগত, অর্থগত, পরিবেশগত ও শিক্ষাগত যোগ্যতা যেন কাছাকাছি হয়। নচেৎ অহংকার ও তুচ্ছজ্ঞানের সমস্যায় পড়তে পার।

উচ্চ-বংশীয়-নিম্ন-বংশীয়, ধনী-গরীব, শহুরে-গেঁয়ো, শিক্ষিত-অশিক্ষিত ইত্যাদির ভেদাভেদের প্রাচীর খাড়া হলে পরবর্তীতে জীবন অচল হতে পারে।

কিভাবে মতামত জানাবে তুমি? কুরআনে বর্ণিত এক মহাপুরুষের দুই কন্যার কাহিনী শোনো, সেই ধরনের তুমি কিছু বলতে পার, কিছু করতে পার। মহান আল্লাহ বলেন,

"যখন মূসা মাদয়্যান অভিমুখে যাত্রা করল, তখন বলল, 'আশা করি আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করবেন।' অতঃপর যখন সে মাদয়্যানের কূপের নিকট পৌঁছল, দেখল, একদল লোক তাদের পশুগুলিকে পানি পান করাচ্ছে এবং তাদের পশ্চাতে দু'জন রমণী তাদের পশুগুলিকে আগলে আছে। মূসা বলল, 'তোমাদের কি ব্যাপার?' ওরা বলল, 'রাখালেরা ওদের পশুগুলিকে নিয়ে সরে না গেলে, আমরা আমাদের পশুগুলিকে পানি পান করাতে পারি না। আর আমাদের পিতা অতি বৃদ্ধ মানুষ।'

মূসা তখন ওদের পশুগুলিকে পানি পান করাল। তারপর সে ছায়ার নীচে আশ্রয় গ্রহণ করে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার প্রতি যে কল্যাণ অবতীর্ণ করবে নিশ্চয় আমি তার মুখাপেক্ষী।'

তখন (বাড়ি ফিরার পর) রমণী দু'জনের একজন লজ্জা-জড়িত পদক্ষেপে তার নিকট এল এবং বলল, 'আপনি যে আমাদের পশুগুলিকে পানি পান করিয়েছেন তার পারিশ্রমিক দেওয়ার জন্য আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন।'

অতঃপর মূসা তার নিকট এসে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করলে সে বলল, 'ভয় করো না। তুমি যালেম সম্প্রদায়ের কবল হতে বেঁচে গেছ।'

ওদের একজন বলল, 'হে আব্বা! আপনি এঁকে মজুর নিযুক্ত করুন, কারণ আপনার মজুর হিসাবে নিশ্চয় সে (ব্যক্তি) উত্তম হবে, যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত।'

সে মূসাকে বলল, 'আমি আমার এ কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সঙ্গে বিবাহ দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার মজুরি খাটবে; অতঃপর যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ কর সে তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। ইন শাআল্লাহ (আল্লাহর ইচ্ছায়) তুমি আমাকে সদাচারী পাবে।'

মূসা বলল, 'আপনার ও আমার মধ্যে এ চুক্তিই রইল। এ দু'টি মেয়াদের কোন একটি আমি পূর্ণ করলে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকবে না। আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি আল্লাহ তার সাক্ষী।" *(সূরা ক্বাস্বাস ২২-২৮ আয়াত)*

ইশারা-ইঙ্গিতে যেভাবেই হোক, তুমি তোমার মনের কথা অভিভাবককে জানিয়ে দাও। মা, ভাবী বা সখীর কাছে জানাতে তো সংকোচ হওয়ার কথা নয়।

আর পূর্বেই জেনেছ, আল্লাহর ওয়াস্তে কাউকে পছন্দ করবে, ভালবাসবে ও ঘৃণা

করবে। সুতরাং বেনামাযী, মদখোর, বিড়িখোর, গুণ্ডা প্রভৃতি অসৎ পাত্রকে একটি ভাল মেয়ে ভালবাসতে ও পছন্দ করতে পারে না।

শরয়ী বিবাহ

বর্তমানের অনেক যুবতী ফিল্ম্ দেখে বিয়ের পূর্বে প্রেম ক'রে মনে মনে স্থির ক'রে রাখে অথবা নায়কের সাথে চুক্তি ক'রে রাখে যে, অমুক ফিল্মের নায়ক-নায়িকার মত পালিয়ে গিয়ে 'লাভ-ম্যারেজ' করবে।

অবশ্য এই পরিস্থিতি তখনই সৃষ্টি হয়, যখন সেই নায়ক-নায়িকার বিবাহে কোন এক পক্ষ অথবা উভয় পক্ষ রাজী না থাকে অথবা ব্যভিচারের ফলে নায়িকা গর্ভবতী হয়ে যায়। তখন লাঞ্ছনা ঢাকার জন্য চোরের মত পলায়ন ছাড়া অন্য পথ থাকে না। তখন তাদের লজ্জা থাকে না, বাপ-মায়ের অনুমতির তোয়াক্কা থাকে না, কারো মান-মর্যাদার খেয়াল থাকে না। কারো প্রতি নিমকহালালীর অনুভূতি জাগে না।

অবশ্য তাগূতী আইন তাদের সাথ দেয় বলে এতটা করতে পারে। নচেৎ সে বিবাহে কোন সখ-আহ্লাদ থাকে না, কোন ধুমধাম ও আড়ম্বর থাকে না, ভাল সাজ-পোশাক থাকে না, কোন উপহার-উপঢৌকন থাকে না, বাসর করার মত কোন ভাল কক্ষ থাকে না, হয়তো বা বাসর-শয্যার জন্য কোন শয্যাও থাকে না। জীবনের প্রথম মধুর রাতের সে আনন্দ ও পুলক থাকে না। যেহেতু সেটা তাদের প্রথম রাত নয় তো।

বলবে, 'কিন্তু কিছু না থাকলে মনের মত রসের নাগর তো থাকে।'

কে বলল তোমাকে, সে রসের নাগর, না নিরস নাগর? সুখের সাগর, নাকি দুখের সাগর? দু'দিনকার লুকোচুরি প্রেমে তাকে পরীক্ষা করে নিতে পেরেছ? তোমার মনের মত না হয়ে সে তো তোমার ধারণা মত 'চয়েস' হতে পারে। আর তাতে কি রসের কোন গ্যারান্টি আছে?

তোমার সাথে যার শরয়ী বিবাহ হবে, তার মধ্যে কি ঐ রস নেই? দুনিয়াতে সেই কি একমেবাদ্বিতীয়ম্? তার কি কোন নযীর নেই? এটি ভুল ধারণা তোমার।

দুনিয়াতে প্রত্যেক স্বামী তার স্ত্রীকে ভালবাসে। এটা নয় যে, প্রেম ক'রে বিয়ে

করলেই ভালবাসাটা বেশী হবে।

তুমি হয়তো বলবে, 'মা-বাপের কথা মত বিয়ে করলে আমার প্রেমকে বলিদান দিতে হবে।'

আমি বলব, 'এমন প্রেমের পাঁঠা আগে থেকে পেলে রেখো না, তাহলেই বলি দিতে হবে না।'

বলাই বাহুল্য, তোমার বুকে যদি ঈমান ও আল্লাহর ভয় থাকে, তাহলে বোনটি আমার! ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিবাহ ছাড়া অন্য বিজাতীয় প্রথায় বিবাহের কথা মনে কল্পনাও করো না। কোর্টশিপ প্রথা বৈধ নয় কোন মুসলিম ছেলে-মেয়ের জন্য। উপরন্তু ইউরোপের এ প্রথা যে একটি অভিশপ্ত প্রথা, তা তাদের জারজ সন্তান ও তালাকের পরিসংখ্যান দেখলেই বুঝতে পারা যায়।

পয়গাম

পয়গাম একাধিক হলে এবং কোন্টি বেশী ভাল হবে, তাতে সন্দিগ্ধ হলে, তুমি আল্লাহর কাছে ইস্তিখারা কর। অভিজ্ঞদের কাছে পরামর্শ নাও। যদি তোমার অজানা থাকে তাহলে মা-বাপের উপর ছেড়ে দাও।

আল্লাহর প্রতি সুধারণা ও আশা রেখে পাঁচ অক্তের নামাযের শেষাংশে তাঁর কাছে এই বলে দুআ কর, {رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ}

অর্থাৎ, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের স্বামী ও সন্তান-সন্ততিদেরকে আমাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর কর।

তোমাকে দেখতে এলে বর ছাড়া অন্য কাউকে দেখা দেবে না। পরন্তু দেখার মজলিসে তোমার সাথে কোন এগানা পুরুষ থাকবে।

আঙ্গুলে আংটি বা হাতে ঘড়ি পরাতে চাইলে হাত বাড়াবে না। তুমি তা হাতে নিয়ে নিজে পরে নিতে পার।

বরের সাথে রসালাপ করবে না, বাগদানের পরে টেলিফোনেও না। যতক্ষণ না বিবাহ বন্ধন সম্পন্ন হয়, ততক্ষণ সে তোমার বেগানা।

স্বামীর আনুগত্য

বিবাহের পর তুমি স্বামী-গৃহে এলে। যার সাথে তোমার বিবাহ বন্ধন সেই

মানুষটির সাথে তোমার প্রথম পরিচয় হওয়া উচিত। যে যেমনই হোক, যাকে নিয়ে তোমার সংসার সে যখন আনন্দের সাথে বলে,

'সমাদরে বুকে তারে লইলাম টানি,
সেই সে ফুলের তোড়া আমি ফুলদানী।'

তখন আনন্দের সাথে তুমিও বল, 'যে হও সে হও তুমি, তুমি আমার আমি তোমার।'

'তোমার চরণে আমার পরাণে বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি,
সব সমর্পিয়া একমন হইয়া তোমার হইলাম দাসী।'

তোমার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য সেই লোকটিকে তোমার প্রণয়-ডোরে বাঁধা, তোমার হৃদয়-গৃহে আবদ্ধ করা, তোমার প্রেম-বারির সিঞ্চন দিয়ে তার পতিত হৃদয়-জমিকে আবাদ করা। এটাই তোমার শ্রেষ্ঠ কাজ।

'ধূসর মরুর উপর বুকে
বিশাল যদি পাহাড় গড়,
একটি জীবন সফল করা
তার চাইতে অনেক বড়।
একটি উদাস হৃদয় সাথে
বাঁধতে পারো প্রেমের ডোরে,
বন্দী শতেক মুক্তি দানের
চাইতে যেন শ্রেষ্ঠতর।'

যদিও নির্দিষ্ট সওয়াবের কথা ঠিক নয়, তবুও এ কাজের মাহাত্ম্য অবিদিত নয়।

যা পেয়েছ, তা নিয়ে সন্তুষ্ট হও। আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জানাও এবং জেনে রেখো, আল্লাহ যা করেন, তা বান্দার মঙ্গলের জন্যই করেন।

বাসর রাতে দুই রাকআত নামায পড়ে আল্লাহর কাছে দুআ কর। আল্লাহ যেন তোমাদেরকে দাম্পত্য-জীবনে সুখী করেন। তারপর মিশে যাও তার সাথে শরবতে চিনির মত, ফুলে সুবাসের মত, গাছের পাতায় সবুজতার মত। দ্বীনদার স্বামীর কাছে তুমি পানির মত হও, যে পানির নিজস্ব নির্ধারিত কোন অবয়ব থাকে না; বরং যে পাত্রে ঢালা হয়, সেই পাত্রেরই অবয়ব ধারণ করে। পাত্র চৌকর হলে চৌকর, গোল হলে গোল, লম্বা হলে লম্বা ইত্যাদি।

স্বামীর শয্যা-সঙ্গিনী বোনটি আমার! স্বামীর কথামত তোমাকে চলতে হবে, সে যা

বলে তা শুনতে হবে, তার আদেশমত কাজ করতে হবে, তার খিদমত ও সেবা করতে হবে এবং তার কথার অন্যথা করা হবে না।

কেন মানবে তাকে? কেন শুনবে তার কথা? কেন করবে তার আনুগত্য? সে কে তোমার?

সে তোমার সিজদা-যোগ্য মান্যবর। অবশ্য আল্লাহ ছাড়া সিজদা বৈধ নয়।

সে তোমার হর্তাকর্তা, নেতা।

সে তোমার জান্নাত অথবা জাহান্নাম।

সে তোমার লেবাস-পোশাক।

সে তোমার ড্রাইভার, পরিচালক।

সে তোমার জীবন-প্রাণ।

সে তোমার আশা-কামনা।

সে তোমার রূপ-সৌন্দর্য।

সে তোমার দেহের অলঙ্কার, আভরণ।

সে তোমার ইহ-পরকালে চির-সাথী।

বৈধ বিষয়ে তার অনুসরণ কর ছায়ার ন্যায়। তার মত হোক তোমার মত, তার পথ হোক তোমার পথ। তুমি তার ছন্দানুবর্তিনী হও। তার বড় অধিকার রয়েছে তোমার উপরে। মহান আল্লাহ বলেন,

{هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ} (١٨٧) سورة البقرة

অর্থাৎ, তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক। *(সূরা বাক্বারাহ ১৮৭ আয়াত)*

{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ}

অর্থাৎ, নারীদের তেমনি ন্যায়-সঙ্গত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের। কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের কিছুটা মর্যাদা আছে। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। *(ঐ ২২৮ আয়াত)*

স্কুল-কলেজে, অফিসে হেড আছে, ম্যানেজার আছে, যাকে মানতে হয়। যে শহরে ট্রাফিক আইন মানা হয় না, সে শহরে দুর্ঘটনা ঘটে অনেক বেশী। অনুরূপ সংসারের কর্তা হল স্বামী। সংসারের ঐ আইন না মানলে সংঘাত সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক।

স্বামীর কর্তা হওয়ার কারণ হল ঃ-

ক। স্ত্রী সাধারণতঃ বয়সে ছোট হয়। মা-বাপের আদেশ যেমন মানতে হয়, তেমনি

স্বামীর আদেশ মানতে হয়। এতেই আছে স্ত্রীর পরম আনন্দ, তা ছেড়ে ডিম ঘোলা হয়ে যায়। সুতো ছিঁড়ে ঘুড়ি ধ্বংস হয়ে যায়। অনুরূপ স্ত্রী যদি স্বামীর আনুগত্য ছেড়ে দেয়, তাহলে অবশ্যই সে ধ্বংস হয়ে যাবে।

খ। পুরুষরা মহিলাদের তুলনায় বেশী জ্ঞানী। আর এটি শরীয়তের সাক্ষী।

গ। নারীর তুলনায় পুরুষ অধিক সুন্দর।

ঘ। পুরুষদের ধৈর্য বেশী।

ঙ। নারীর সৌন্দর্য ও কমনীয়তা নারীর দুশমন, পুরুষের তা নয়।

চ। নারী দুর্বল।

ছ। পুরুষরা নারীর ভরণ-পোষণ করে।

এ অধিকার খোদ সৃষ্টিকর্তা দিয়েছেন,

{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ}

অর্থাৎ, পুরুষ নারীর কর্তা। কারণ, আল্লাহ তাদের এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এ জন্য যে পুরুষ (তাদের জন্য) ধন ব্যয় করে। *(সূরা নিসা ৩৪ আয়াত)*

উভয়ের মধ্যে স্বামীই হবে নেতা। স্ত্রী হাফেয হলেও নামাযের ইমামতি করবে স্বামী।

মোট কথা আদর্শ স্ত্রী স্বামীর আদেশ পালনকারিণী ও অনুগতা হবে, যে স্বামীর মনের ও যৌবনের চাহিদা মিটাতে গড়িমসি অথবা বাহানা করবে না। কথায় বলে 'পতি সেবায় থাকে মতি, তবেই তাকে বলি সতী।'

স্ত্রী অনুগতা হলে অথবা অবাধ্য হলে তার ভাগ্যে কি জোটে, তা মহানবীর পবিত্র জবান থেকে শোন,

মহানবী ﷺ বলেন, "মহিলা যখন তার পাঁচ-অক্তের নামায পড়ে, রমযানের রোযা রাখে, নিজের ইজ্জতের হিফাযত করে এবং স্বামীর কথা মত চলে, তখন জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছামত প্রবেশ করতে পারবে।" *(আহমাদ, আবূ নাঈম)*

এক মহিলা নবী ﷺ-এর নিকট কোন প্রয়োজনে এলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার কি স্বামী আছে?" মহিলাটি বলল, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "তার কাছে তোমার অবস্থান কি?" সে বলল, 'যথাসাধ্য আমি তার সেবা করি।' তিনি বললেন, "খেয়াল করো, তার কাছে তোমার অবস্থান কোথায়। যেহেতু সে তোমার জান্নাত অথবা জাহান্নাম।" *(আহমাদ, নাসাঈ, হাকেম, বাইহাক্বী)*

স্বামীর বিশাল মর্যাদা বর্ণনায় তিনি বলেন, "যে মহিলা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস

রাখে তার জন্য তিনদিনের বেশী কোন মৃতের উপর শোকপালন করা বৈধ নয়, কেবল স্বামী ছাড়া। সে ক্ষেত্রে সে ৪ মাস ১০ দিন শোকপালন করবে।" *(বুখারী, মুসলিম)*

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়, তাদের স্ত্রীগণ চার মাস দশ দিন অপেক্ষা করবে। *(সূরা বাক্বারাহ ২৩৪ আয়াত)*

ক্বাইস বিন সা'দ নবী ﷺ-কে বললেন, (ইরাকের) হীরাহ শহরে গিয়ে দেখলাম, সেখানকার লোকেরা তাদের প্রাদেশিক শাসককে সিজদা করছে। আপনি আল্লাহর রসূল। আপনি সিজদার বেশী যোগ্য। এ কথা শুনে তিনি বললেন, "আমি যদি কাউকে কারো জন্য সিজদা করার আদেশ করতাম, তাহলে স্ত্রীদেরকে আদেশ করতাম, তারা যেন তাদের স্বামীদেরকে সিজদা করে। যেহেতু আল্লাহ তাদের উপর তাদের স্বামীদের বহু হক নির্ধারিত করেছেন।" *(আবূ দাঊদ প্রমুখ)*

এক ব্যক্তি তার মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমার এই মেয়েটি বিয়ে করতে অস্বীকার করছে। (কি করা যায়?) আল্লাহর রসূল ﷺ তাকে বললেন, "তুমি তোমার আব্বার কথা মেনে নাও।" মেয়েটি বলল, আপনি বলুন, স্ত্রীর উপর তার স্বামীর হক কি? তিনি বললেন, "স্বামীর এত বড় হক আছে যে, যদি তার নাকের দুই ছিদ্র থেকে রক্ত-পুঁজ বের হয় এবং স্ত্রী তা নিজের জিভ দ্বারা চেঁটে (পরিষ্কার করে), তবুও সে তার যথার্থ হক আদায় করতে পারবে না! যদি মানুষের জন্য মানুষকে সিজদা করা সঙ্গত হত, তাহলে আমি স্ত্রীকে আদেশ করতাম, সে যেন তার স্বামী কাছে এলে তাকে সিজদা করে। যেহেতু আল্লাহ স্বামীকে স্ত্রীর উপর এত বড় মর্যাদা দান করেছেন।" মেয়েটি বলল, সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য সহ প্রেরণ করেছেন! দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে আমি বিয়েই করব না। নবী ﷺ বললেন, "তোমরা ওদের অনুমতি ছাড়া ওদের বিবাহ দিও না।" *(হাকেম, বাইহাক্বী, বাযযার)*

অনেক মহিলা বলে, 'স্বামীকে এত মানতে হবে? স্বামী পীর নাকি?'

আমি বলি, 'না, স্বামী পীর নয়, সে পীর থেকেও বড়। পীর তো সিজদাযোগ্য নয়, যেমন রসূলও নন। কিন্তু তোমার স্বামী তো সিজদাযোগ্য। তবে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে সিজদা হারাম তাই।'

স্বামীকে না মানলে স্ত্রীর নামায কবুল হয় না। মহানবী ﷺ বলেন, "তিন ব্যক্তির

নামায তাদের কান অতিক্রম করে না; পলাতক ক্রীতদাস, যতক্ষণ না সে ফিরে এসেছে, এমন স্ত্রী যার স্বামী তার উপর রাগান্বিত অবস্থায় রাত্রিযাপন করেছে, (যতক্ষণ না সে রাজী হয়েছে), (অথবা যে স্ত্রী তার স্বামীর অবাধ্যাচারণ করেছে, সে তার বাধ্য না হওয়া পর্যন্ত) এবং সেই সম্প্রদায়ের ইমাম, যাকে লোকে অপছন্দ করে।" *(তিরমিযী, ত্বাবারানী, হাকেম, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৮৮, ৬৫০নং)*

এমনিতে প্রত্যেক মু'মিন মানুষের গুণ হল, কুরআন-হাদীসের কথা মেনে নেওয়া, নেতা ও কর্তার আনুগত্য করা। মহানবী ﷺ বলেন, "মু'মিনগণ সরল-বিনম্র হয়। ঠিক লাগাম দেওয়া উটের মত; তাকে টানা হলে চলতে লাগে এবং পাথরের উপরে বসতে ইঙ্গিত করলে বসে যায়।" *(সহীহুল জামে ৬৬৬৯নং)*

তবে আনুগত্য হবে বৈধ বিষয়ে, হারাম বিষয়ে নয়। স্বামী পর্দা করতে নিষেধ করলে, নামায-রোযা করতে নিষেধ করলে, তা মানা যাবে না। যেহেতু "স্রষ্টার অবাধ্যতা ক'রে কোন সৃষ্টির আনুগত্য বৈধ নয়।" *(আহমাদ, হাকেম)*

কিন্তু হতভাগিনী অনেক মহিলা অজ্ঞতা অথবা অহংকারবশতঃ স্বামীর এই মর্যাদা মানতে চায় না। ফলে স্বামীর আদেশ পালনে গড়িমসি করে। আর 'জানি না পারি না নেইকো ঘরে, এই তিনকে দেবতা হারে।' তখন স্বামী নারাজ হয়, চাপ প্রয়োগ করে, কখনো বা ভীতি-প্রদর্শন করে। ভয়ে তার উপস্থিতিতে আনুগত্য করে এবং অনুপস্থিতিতে অবাধ্যাচরণ করে। সামনা-সামনি লাঠির ভয়ে বাঁদর নাচে। অথচ 'যে লাঠির আনুগত্য করে, আসলে সে কিন্তু অবাধ্য।'

সরলা বোনটি আমার! আশা করি তুমি তোমার স্বামীর বশ্যতা স্বীকার ক'রে তার হৃদয়কে শিকার করবে। আর যদি কোন সময় কোন আদেশ-আনুগত্যের ব্যাপারে কড়া কথা শুনিয়েই থাকে, তাহলে জেনে রেখো যে, 'শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে যে।'

স্বামীর যথার্থ কদর করঃ মূল্যায়ন কর

স্বামী তোমার কে?

স্বামী তোমার সিজদাযোগ্য মান্যবর। সেই হিসাবে তোমার নিকট তার মূল্যায়ন হওয়া উচিত।

কিন্তু অনেক হতভাগিনী আছে, যারা তাদের স্বামীর স্বামীত্বকে না মেনে নিজেদের 'আমিত্ব'কে মেনে থাকে। স্বামীর কথা নেয় না, তাকে পরোয়া করে না, তার কথার

কোন দাম দেয় না। বরং অনেক ক্ষেত্রে তার উল্টা চলে। সোজা চলতে বললে, টেরা চলে! 'ছুটছ কেন' বললে শুয়ে পড়ে। হাসতে মানা করলে কাঁদতে লাগে। কোন কিছুতে বাধা দিলে ঘুরিয়ে নাক দেখায়। স্বামীর কথাকে সহজভাবে গ্রহণ করে না।

এটি যেন তাদের প্রকৃতি। টেরামি যেন তাদের জাত-স্বভাব। তাই মহানবী ﷺ বলেছেন, "তোমরা নারীদের জন্য হিতাকাঙ্ক্ষী হও। কারণ, নারী জাতি পাঁজরের বাঁকা হাড় হতে সৃষ্ট। (সুতরাং তাদের প্রকৃতিই বাঁকা ও টেরা।) অতএব তুমি সোজা করতে গেলে হয়তো তা ভেঙ্গেই ফেলবে (তালাক দেবে)। আর নিজের অবস্থায় উপেক্ষা করলে তা বাঁকা থেকেই যাবে। অতএব তাদের জন্য মঙ্গলকামী হও।" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৩২৩৮-নং)*

টেরা ব্যবহার নারীর জাত-স্বভাব। স্বামীর মনের বিপরীত চলা স্ত্রীর সহজাত অভ্যাস। তবে আল্লাহ যাকে রহম করেন, সে কথা ভিন্ন।

গর্ভে সন্তান এলে, স্বামী বলে, ছেলে হবে।

স্ত্রী বলে, মেয়ে হবে।

স্বামী বলে, ছেলেকে আরবী পড়াব। (কারণ, সে নিজে আলেম।)

স্ত্রী বলে, ছেলেকে ইংরেজী পড়াব। (যেহেতু তার সাতগুষ্ঠি ইংরেজী শিক্ষিত।)

স্বামী বলে, পঞ্চাশ।

স্ত্রী বলে, পাঁচশ'।

স্বামী বলে, পশ্চিমে।

স্ত্রী বলে, পূর্বে।

স্বামী বলে, কলকাতা।

স্ত্রী বলে, দিল্লী।

স্বামী বলে, সাদা।

স্ত্রী বলে, কালো।

'সকল পীড়ার ঔষধের সার সুরা, সুরপায়ী কয় রে,
যে যাহার বশ গায় তার যশ শুনে মূঢ় বশ হয় রে।'

রক্তের গ্রুপ এক হলেও মনের গ্রুপ এক হয় না। এক মানুষের মন অপর মানুষের মনের সাথে মিলে না। স্ত্রীর মনের সাথে মন মিলবে না, তা অস্বাভাবিক নয়।

'বিচিত্র বোধের এ ভুবন;
লক্ষকোটি মন
একই বিশ্ব লক্ষকোটি করে জানে

রূপে রসে নানা অনুমানে।
লক্ষকোটি কেন্দ্র তারা জগতের;
সংখ্যাহীন স্বতন্ত্র পথের
জীবনযাত্রার যাত্রী,
দিনরাত্রি
নিজের স্বাতন্ত্র্যরক্ষা-কাজে
একান্ত রয়েছে বিশ্ব-মাঝে।'

গান্ধী বলেছেন, 'আপোসের মতভেদ থাকতে পারে। তা বলে তা শত্রুতার পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়া উচিত নয়। নচেৎ আমার স্ত্রী আমার সবচেয়ে বড় শত্রুরূপে পরিগণিত হত।'

তার মানে স্ত্রী কাছের বলে তার সাথে যত মতভেদ হয়, অন্য কারো সাথে ততটা হয় না।

স্বেচ্ছাচারিণী বোনটি আমার! তুমি স্বামীর মতে মত দাও। 'পতির পায়ে থাকে মতি, তবেই তাকে বলি সতী।' 'অবলা সরলা' বলে লোকে তোমাকে জানে। তুমি পানির মত সরল হও। স্বামী তোমার পাত্র হোক। পাত্র যদি গোল হয়, তুমিও গোল হয়ে যাও, চৌকর হলে, তুমিও চৌকর হয়ে যাও, বরং হতে বাধ্য তুমি। তুমি বরফ হয়ে জমে পাত্রের বাইরে থেকে যেয়ো না। আগুনের তাপে গলে অথবা সাপের মত ম'লে সোজা হওয়ার আগে, তুমি যদি তোমার মনকে পরিবর্তন করতে পার, তাহলেই তুমি আদর্শ মেয়ে।

লোকে কথায় বলে, 'আপরুচি খাওন ও পররুচি পরন।' তুমি সেই রুচি গ্রহণ কর। যে কাপড় স্বামী কিনে এনে দেবে, তাই পছন্দ করো। সেই তো দেখবে। নিজের পছন্দ মত শাড়ী-কাপড় কিনতে হাট-বাজার যাওয়া আদর্শ মেয়ের গুণ নয়। বহু মহিলা আছে, যারা স্বামীর পছন্দকে প্রাধান্য না দিয়ে নিজে 'মোড়ল বিবি' সেজে বাজারে যায়। গাড়িতে স্বামীর কোলে ছেলে দিয়ে হাজারী সঙের বাজারী বিবি একাকিনী বাজার করে! এরা হতভাগিনী বৈ কি?

যদি স্বামী বলে, আমি তোমার যা লাগবে কিনে এনে দেব। তাহলে স্ত্রী বলে, 'তোমার চোখ আছে নাকি? তুমি জিনিস পছন্দ করতে জান না। তুমি শাড়ি কিনতে গিয়ে চট কিনে নিয়ে আস!'

পক্ষান্তরে যে স্ত্রী স্বামীর মনের অনুকূল আচরণ করে, সে শ্রেষ্ঠ স্ত্রী। মহানবী ﷺ

বলেন, “সর্বশ্রেষ্ঠ স্ত্রী হল সে, যার দিকে তার স্বামী তাকালে তাকে খোশ ক’রে দেয়, যাকে কোন আদেশ করলে তা পালন করে এবং সে তার নিজের ব্যাপারে এবং স্বামীর মালের ব্যাপারে কোন অপছন্দনীয় বিরুদ্ধাচরণ করে না।” *(আহমাদ, নাসাঈ)*

তিনি আরো বলেন, “তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ স্ত্রী সে, যে প্রেমময়ী, অধিক সন্তানদাত্রী, যে (স্বামীর) সহমত অবলম্বন করে, (স্বামীকে বিপদে-শোকে) সান্ত্বনা দেয় এবং আল্লাহর ভয় রাখে।” *(বাইহাক্বী)*

স্বামীর কদর না করা, তার মূল্যায়ন না করা স্ত্রীর যেন জাত-স্বভাব। বিশেষ ক’রে চল্লিশ পার হলে মহিলার মন যেন স্বামীর প্রতি বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে। স্বামীর ওজন থাকে না তার কাছে। হয়তো বা স্বামীকে তার নিকট খোশামদি করতে হয় বলে, স্বামী হিরো হলেও জিরো ভাবে সে।

স্বামী ঃ দেখ কি সুন্দর বাড়ি করেছি!

স্ত্রী ঃ আমার ফুফাতো দোলাভায়ের বাড়ি আরো সুন্দর।

স্বামী ঃ আমি আজ একটি বাঘ মেরেছি!

স্ত্রী ঃ আমার ভাই এক বাড়িতে মারে!

স্বামী ঃ প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট হয়ে পুরস্কার পেয়েছি!

স্ত্রী ঃ আমার আব্বা পেয়েছিল ডবল স্কলারশিপ!

একটি গল্প শুনে থাকবে তুমিও। এক বড় পীর সাহেব ছিল। কিন্তু তার স্ত্রী তাকে বড় বলে মানত না। নিজের কোন কারামতের কথা বললেই সে অন্য পীরের বুযুর্গী বর্ণনা করত। একদিন কোথাও দূর থেকে দেখল, এক বিল্ডিং থেকে অন্য বিল্ডিংয়ে এক পীর সাহেব উড়ে যাচ্ছে। ফিরে এসে বাড়িতে স্বামীর কাছে কি আস্ফালন। ঐ হল পীর। আসল পীর, কামেল পীর। এক দালান থেকে অন্য দালানে পাখীর মত উড়ে গেল!

স্বামী বলল, ‘তাহলে যাকে উড়তে দেখেছ, তাকে কামেল পীর বলে মান?’

স্ত্রী বলল, ‘আরে তাতে কোন সন্দেহ আছে নাকি?’

স্বামী বলল, ‘তাহলে তুমি তোমার স্বামীর বুযুর্গী মানতে চাও না কেন?’

স্ত্রী বলল, ‘তুমি কি ঐভাবে উড়তে পার নাকি?’

স্বামী বলল, ‘ক্ষেপী! ও তো আমিই ছিলাম। আমাকেই তুমি উড়তে দেখেছ। এবার তুমি মানবে তো, আমি কামেল পীর?’

স্ত্রী হতভম্ভ হয়ে ভাবল, তাহলে তো এর বুযুর্গী মানা হয়ে গেল। সেই জন্য বিস্ময় হাল্কা ক’রে বলল, ‘অ--! সেই জন্য টেরা-বেঁকা উড়ছিলে!’

কথায় বলে, 'পীর মানে না গাঁয়ে, পীর মানে না মায়ে। পীর মানে না গরুতে, পীর মানে না জরুতে।' (জরু মানে স্ত্রী।) স্বামী যত বড়ই পন্ডিত হোক, স্ত্রীর কাছে সে কিছুই নয়। আসলে মানুষ যার কাছে কিছু চায়, তার কাছে ছোট হতে হয়। এক সময়কার খোশামুদির চাওয়ার কারণে সে সব সময়কার জন্য ছোট হয়ে যায় হতভাগিনীর কাছে। পক্ষান্তরে স্ত্রীর যৌন চাহিদা পূরণ করার মত মর্দানি নেই যে মরদের, সে মরদই নয় মহিলাদের কাছে।

অনেক স্বামী অবশ্য সেই মর্যাদা চেয়ে প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু তাতে আর মজা আছে? যেচে মান আর কেঁদে সোহাগের কি মূল্য আছে? স্বামীর কদর যদি স্ত্রী না বুঝে, তাহলে স্বামীর চাওয়া খিদমতে সে স্বাদ থাকে না, যেমন যে ছেলে আদর পায় না, ফলে কেঁদে আদর ও সোহাগ নেয়, সে আদর ও সোহাগে সে তৃপ্তি থাকে না। অযাচিতভাবে যে জিনিস পাওয়া যায়, সে জিনিসের স্বাদই আলাদা।

স্বামী হল মাথা, স্ত্রী হল ছাতা। উভয়কেই উভয়ের কদর করা উচিত।

"ছাতা বলে, 'ধিক্ ধিক্ মাথা মহাশয়,
এ অন্যায়-অবিচার আমারে না সয়।
তুমি যাবে হাটে বাটে দিব্য অকাতরে,
রৌদ্র-বৃষ্টি যত কিছু সব আমা 'পরে।
তুমি যদি ছাতা হতে কি করিতে দাদা?'
মাথা কয়, 'বুঝিতাম মাথার মর্যাদা।
বুঝিতাম, যার গুণে পরিপূর্ণ ধরা,
মোর একমাত্র গুণ তারে রক্ষা করা।"

অনেক মহিলা মৌখিকভাবে স্বামীর প্রশংসা করে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তার অবাধ্যতা করে। আর মুখের প্রশংসা কোন কাজের নয়। যেহেতু ঈমানের মত ভালবাসা তিনটি কর্মের সমষ্টির নাম; হৃদয়ে বিশ্বাস, মুখে স্বীকার এবং কাজে পরিণত করা।

স্ত্রী স্বামীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেও যদি সে স্বামীর কথা না মানে, তাহলে কি সে তার ভাত পাবে? হয়তো বা কোন চাপের ফলে পেতেও পারে, কিন্তু যে হৃদয়-পাতে নেই, সে ভাতের পাতে থেকে আর কত সুখ পাবে?

আমাদের দেশে কুরআন মানার যে পদ্ধতি আছে, মেয়েদের কাছে স্বামী মানারও সেই পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয়। কুরআনকে লোকে ব্যবহার করে কুরআনখানি করা ও তাবীয লেখার জন্য। অনেকে না বুঝে তেলাঅত করে ও রেশমী কাপড় দিয়ে সুন্দর ক'রে

বেঁধে উঁচু তাকে তুলে রাখে। আমল করার জন্য কুরআন কয়জন লোক গ্রহণ করে?

অনুরূপ বহু মহিলার কাছে স্বামী বড় শ্রদ্ধার পাত্র। এমনকি শ্রদ্ধার আতিশয্যে তারা স্বামীর নাম পর্যন্ত মুখে নেয় না।

একদিন হাসপাতালে ছিলাম। দুই মহিলাতে ডাক্তারের কাছে নাম লিখাচ্ছে। ডাক্তার একজনের স্বামীর নাম জিজ্ঞাসা করলে, সে অপরকে গা ঠেলে বলছে, 'নামটা তুমি বলে দাও তো।' অথচ সেও তার স্বামীর আসল নাম জানে না, বলতেও পারছে না। ঠেলাঠেলি দেখে ডাক্তার বিরক্ত হলে পরিশেষে ডাক নাম লিখিয়েই প্রেস্ক্রিপশন তৈরী হল!

অনুরূপ এক মহিলা নামায পড়ে সালাম ফিরার সময় বলত, 'আস-সালামু আলাইকুম অখোকনের বাপ। আস-সালামু আলাইকুম অখোকনের বাপ।' এক মহিলা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'সালাম তো এ রকম নয়। তুমি এভাবে সালাম ফিরছ কেন?' উত্তরে সে মহিলা বলল, 'শেষটা আমাদের খোকনের বাপের নাম নয়? তাতেই তো ঐরূপ বলি!'

বলা বাহুল্য, ঐ স্বামী-পূজারিণী মহিলার স্বামীর নাম ছিল, রহমতুল্লাহ। সেই নাম মুখে নিতে নেই মনে ক'রে নামাযের সালামের শব্দও সে পরিবর্তন ক'রে ফেলেছে! হায়রে স্বামীর পবিত্রতা! তার নামও মুখে নেওয়া বেআদবী!

কিন্তু এ মহিলা কি স্বামীকে কার্যক্ষেত্রে অনুরূপ মানে? তা মনে হয় না।

অনেকে সম্মুখে স্বামীর শ্রদ্ধা করে, পশ্চাতে তার নামে নাক সিঁটকায়। সামনে প্রশংসা করে, পিছনে বদনাম করে। সে মেয়েও মুনাফিকী গুণের। পিছনের শ্রদ্ধাই প্রকৃত শ্রদ্ধা। পিছনে যদি কেউ বলে, 'মওলানা আব্দুল হামীদ এ কথা লিখেছেন' তাহলে জানতে হবে, সেই আসলে আমাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করে। কিন্তু যদি বলে, 'হামীদ মৌলবী এ কথা লিখেছে' তাহলে সে আসলে আমাকে শ্রদ্ধা করে না। আমার সামনে আমাকে ভয় ক'রে অথবা মৌখিক শ্রদ্ধা করে।

তুমি যাকে শ্রদ্ধা করবে, তাকে উভয়ভাবে করো।

পতিপ্রাণা আনন্দময়ী বোনটি আমার! তুমি একটি পুষ্প। পুষ্প নিজের জন্য ফোটে না। তুমি তোমার জীবন-পুষ্পকে তোমার স্বামীর জন্য প্রস্ফুটিত কর। তাতে বড় আনন্দ আছে বোনটি!

"পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি--
এ জীবন-মন সকলি দাও,

তার মত সুখ কোথাও কি আছে?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।
পরের কারণে মরণেও সুখ,
'সুখ সুখ' করি কেঁদো না আর,
যতই কাঁদিবে যতই ভাবিবে
ততই বাড়িবে হৃদয়-ভার।"

তুমিই বিশাল, তুমিই আদর্শ, যদি তুমি তোমার স্বামীর জন্য নিজের স্বার্থ বিলিয়ে দিতে পার। মনে ক'রে দেখ, ভালবাসার চিঠিতে তুমি কি লিখে থাক।

'প্রাণ যদি চাহ বন্ধু দিতে পারি আমি,
তার চেয়ে বড় কিবা দিতে পারি স্বামী?'

আমি বলছি না যে, তুমি স্বামীর জন্য প্রাণ দাও। বরং তার জন্য তুমি তোমার মন দাও। তোমার প্রেম দাও।

'নদী কভু পান নাহি করে নিজ জল,
তরুগণ নাহি খায় নিজ নিজ ফল।
গাভী কভু নাহি করে নিজ দুগ্ধপান,
কাষ্ঠ দগ্ধ হয়ে করে পরে অন্নদান।
বংশী করে নিজ সুরে অপরে মোহিত,
স্বর্ণ করে নিজ রূপে অপরে শোভিত।
শস্য জন্মাইয়া নাহি খায় জলধরে,
সাধুর ঐশ্বর্য শুধু পরহিত তরে।'

না। আমি বলছি না যে, ধূপের মত তুমি নিজেকে জ্বালিয়ে অপরকে সুগন্ধ দাও অথবা মোমবাতির মত নিজেকে পুড়িয়ে অপরকে আলো দাও। বরং বলছি যে, তুমি নিজেকে বঞ্চিত না ক'রে অধিকার আদায় কর। সুখ দেওয়ার বিনিময়ে সুখ গ্রহণ কর।

তোমার অধিকারের কথা বলছ? শুধু অধিকার ফলিয়ে প্রেম পাওয়া যায় না, টাকা-পয়সার লোভ দেখিয়ে, অথবা শক্তির ভয় দেখিয়ে ভালবাসা পাওয়া যায় না।

'ভয়ে প্রাণ যে করিবে দান প্রেম সে তো সঁপিবে না,
টাকা দিয়ে শুধু মাথা কেনা যায়, হৃদয় যায় না কেনা।'

টাকা না থাকার ফলে ভালবাসা চলে যায়। কিন্তু টাকা দিয়ে ভালবাসা কিনতে পাওয়া যায় না। পণ দিয়ে, টাকা দিয়ে জামাই পাওয়া যায়, কিন্তু মেয়ের জন্য

ভালবাসা পাওয়া যায় না।

বুদ্ধিমতী স্ত্রী অধিকার ফলিয়ে বা দাবী-দাওয়া করে নয়; বরং প্রেম দিয়ে স্বামীকে বশ করে নেয়।

স্বামীর মন জয় করে, যোগ-যাদু ক'রে নয়; কারণ তা শির্ক। বরং তাকে তার প্রেম-জালে আবদ্ধ করে, কিন্তু তাকে ভেড়া বানাবার চেষ্টা করে না। কারণ জ্ঞানী মেয়েরা পছন্দ করে না যে, তার স্বামী ভেড়া হয়ে যাক। তার কোন ওজন ও ধার-ভার না থাক। যে স্বামী উঠতে বললে ওঠে, বসতে বসলে বসে এবং অনেক ক্ষেত্রে মেয়েলি কাজ-কর্ম খুশীর সাথে করে, তাকে অনেক মহিলারাই পছন্দ করে না। যদিও তার অসচেতন স্ত্রী মনে করে যে, সে মনের মত স্বামী ও হাতে চাঁদ পেয়েছে।

নিছক মেয়েলি কাজ যদি স্বামী করে দেয়, তাহলে তাতে গর্বের কিছু নেই। তুমি বরং তার নিকট থেকে এই খিদমত পাওয়ার দাবী রাখবে না, নচেৎ অন্যের স্বামীর তা করা শুনে তোমার মনে ব্যথা পাবে। স্বামীর যে কাজ তোমাকে করতে হয়, সেই কাজ যদি সে নিজে ক'রে নিয়ে তোমার সহযোগিতা করে, তাহলে সেটাই অনেক। মহানবী ﷺ এইরূপ ক'রে তাঁর স্ত্রীদের সহযোগিতা করতেন।

এর মানে এই নয় যে, তিনি স্ত্রীদের থালা-বাটি ধুয়ে দিতেন, বা বাটনা বেঁটে দিতেন, বা কাপড় ধুয়ে দিতেন। বরং তিনি নিজের জুতা ও কাপড় সিলাই করতেন, ছাগলের দুধ দোয়াতেন এবং নিজের খিদমত নিজে করতেন। *(শামায়েল তিরমিযী, মিশকাত)* আর এ কথাও বিদিত যে, তাঁর বাড়িতে একাধিক সেবক ও সেবিকা ছিল।

হ্যাঁ তুমি অসুস্থ হলে সে কথা আলাদা। বাধ্য হয়ে পুরুষকে তাও করতে হবে এবং স্ত্রীর সহযোগিতা করার জন্য সে সওয়াবও পাবে। খরচেও সওয়াব পাবে। মহানবী ﷺ বলেন, "কোন ব্যক্তি যখন তার পরিবারের উপর খরচ করে এবং এতে সওয়াবের আশা রাখে, তখন ঐ খরচ তার জন্য সদকার সমতুল্য হয়।" *(বুখারী ৫৫ নং, মুসলিম ১০০২ নং)*

তিনি আরো বলেন, "আল্লাহর পথে ব্যয়িত তোমার একটি দীনার, দাসমুক্তকরণে ব্যয়িত তোমার অপর একটি দীনার, নিঃস্ব ব্যক্তিকে দানকৃত তোমার আরো একটি দীনার এবং তোমার পরিবারের উপর খরচকৃত অপর আরো একটি দীনার; উক্ত দীনারগুলোর মধ্যে সওয়াবের দিক দিয়ে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দীনার হল সেটাই, যেটা তুমি তোমার পরিবারের উপর খরচ করে থাকো।" *(মুসলিম ৯৯৫নং)*

স্বাধীন-চেতার বোনটি আমার! তোমার ব্যক্তি-স্বাধীনতার কথা বলছ? জ্ঞানী মেয়ে

কোন দিন চায় না যে, কোন স্বাধীনতায় তার স্বামী তাকে বাধা না দেক। কারণ, তাতে পাপ ইচ্ছাও থাকতে পারে। হাদীসের ভাষায় 'দাইয়ূস' হওয়ারও আশঙ্কা থাকে। মহানবী ﷺ বলেন, "তিন ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকিয়ে দেখবেন না; পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, পুরুষবেশিনী বা পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারিণী মহিলা এবং দাইয়ূস (মেড়া) পুরুষ; (যে তার স্ত্রী, কন্যা ও বোনের চরিত্রহীনতা ও নোংরামিতে চুপ থাকে এবং বাধা দেয় না।) *(আহমাদ, নাসাঈ, সহীহুল জামে' ৩০৭ ১নং)*

তুমি সতী নারী হও। তোমার স্বামী তোমার নজরে পাহাড়তুল্য বড় হোক।

'সতী নারীর পতি যেন পর্বতের চূড়া,
অসতীর পতি যেন ভাঙ্গা নায়ের গুঁড়া।'

পতি পর্বত হলে তাতে তোমার গর্ব নয় কি? রাজ্য চালায় রাজা, রাজা চালায় রানী। দাম্প্যত্যের এ বিশাল রাজ্য। এ রাজ্যের রানী হলে তুমি। রানী হয়ে তুমি তোমার মর্যাদা নিয়ে গর্ব কর।

পক্ষান্তরে নিজেই রাজা হতে চেয়ো না। বউ মোড়ল হলে এবং খুঁটি না থাকলে ঘর আপনিই পড়ে। অবশ্য যার স্বামী দুর্বল, সাধারণতঃ তার স্ত্রী সবল হয়। স্বামী মিনমিনে হলে বউ জ্বলজ্বলে মোড়ল হয়ে সংসার করে। আর তখন 'মিন্‌সের কোলে ছেলে দিয়ে, মাগী যায় লড়ায়ে ধেয়ে।' কোলের ছেলে গাড়িতে স্বামীকে দিয়ে নিজে একা মার্কেট করে!

আর যার স্ত্রী মোড়ল, তার জীবন বেকার। সে না পুরুষ, না স্ত্রী। সে কিছুই নয়। 'নারী যার স্বতন্তরা, সেজন জীয়ন্তে মরা।'

পরন্তু স্ত্রী হল স্বামীর ছায়া। স্ত্রীর উচিত, স্বামীর অনুসরণ করা; স্বামীকে দাস বানানো উচিত নয়।

স্ত্রীর কাছে স্বামী হল এমন আদুরে শিশুর মত, যার মনের বিরুদ্ধে কিছু করলে কাঁদতে শুরু করে। এই জন্য স্ত্রীর উচিত, যথাসাধ্য স্বামীর মন, ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা রক্ষা ক'রে চলা।

মহিলার উচিত, তার স্বামীকে বন্ধুর মত ভালবাসা এবং শত্রুর মত ভয় করা।

মোড়ল মনের প্রগতিবাদিনী বোনটি আমার! স্বাধীন হতে চেয়ো না। স্বাধীনতা পুণ্যময়ী স্ত্রীকেও নষ্ট করে ফেলে। তা ছেড়ে ডিম ঘোলা হয়ে যায়।

পূর্ণ স্বাধীনতায় বিনাশ থাকে। শৃঙ্খলতার নাম পরাধীনতা নয়। একটি ছেলে ঘুড়ি উড়াবার সময় তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কিসের জোরে ঘুড়িটা ওপরে উঠছে।'

বলল, 'সুতোর জোরে।' বলল, 'সুতোটা তো ওকে নিচের দিকে টেনে রেখেছে?' বাবা সুতোটাকে ছিঁড়ে দিলে ঘুড়ি মাটিতে পড়ে গেল। বলল, 'দেখ, সুতো ঘুড়িটাকে বাহ্যতঃ টেনে নামাচ্ছে বলে মনে হয়। কিন্তু আসলে সুতোর টানই তাকে উপরে উঠতে ও উড়তে সাহায্য করে।' শৃঙ্খলাবোধও অনুরূপ।

নেত্রী হতে চেয়ো না বোনটি আমার! দেশের উন্নতি? কেন তোমার জায়গায় তোমার স্বামী বা আর কারো স্বামী হলে কি দেশের অবনতি হয়? পাইলট হয়ে কিসের গর্ব? তুমি পাইলট না হলে কি প্লেন চলবে না? বাড়ি থেকে কলকাতা যাবে তোমাদের টাটাসোমো গাড়িতে। সঙ্গে আছে তোমার আব্বা, স্বামী ও ছেলে। তুমি গাড়ি চালালে অবশ্য তৃপ্তিময় গর্ব অনুভব হবে মনে। কিন্তু পথে কত রকম আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত ঘটনার জন্য ড্রাইভারের যে টেনশন থাকে, তা মাথায় নেওয়ার কি প্রয়োজন আছে তোমার? ড্রাইভিং-দায়িত্ব ওদের কাউকে দিয়ে তুমি সীট নিয়ে আরামসে বসে থাকলে কি তোমার মান ক্ষুণ্ন হয়ে যাবে?

তুমি স্বামীর অনুসরণ কর, স্বামীর মানে তোমার মান। তুমি হও তার মা, যে হবে দেশের রাজা। যে রাজার বেহেশ্ত হবে তোমার পায়ের তলায়। একি কম গর্বের কথা?

চাকরি করবে? অর্থোপার্জন করবে? কর। কিন্তু তোমার দ্বীন, সতীত্ব ও নারীত্ব বজায় রেখে।

স্বাধীন মনের বোনটি আমার! টৌটৌ কোম্পানী বা পাড়া-কুঁদুলী হয়ে, নিজে বাজার ক'রে, বাড়ির ছাদ বা দরজা-জানালা থেকে উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে নিজেকে অপবাদে ফেলো না এবং স্বামীর মান নষ্ট করো না।

অনুরূপ তোমার প্রতি স্বামীর বিশ্বাস, ঔদাস্য ও ঈর্ষাহীনতার সুযোগ নিয়ে তুমি নিজের চরিত্র নষ্ট করো না। স্বামী তোমার ব্যাপারে অগাধ বিশ্বাস ও ভরসা রাখতে পারে অথবা একেবারে উদাসীন হতে পারে। সে ক্ষেত্রে তুমি নিজে সতর্ক হয়ে চলবে। যাতে পূর্ণ স্বাধীনতায় তুমি তোমার জীবন নষ্ট না ক'রে বস।

ঐ শোনো স্ত্রীকে ইংরেজী শিখাবার জন্য প্রাইভেট মাষ্টার নিযুক্ত করেছিল। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ভালবাসার প্রস্ফুটিত পুষ্প তাদের যৌবন-বাগে দোল খাচ্ছিল। কিন্তু নির্জনতার সুযোগ নিয়ে মাষ্টারের সঙ্গে রসালাপ জমে উঠল। স্বামীর প্রেমের চাইতে মাষ্টারের প্রেম বেশী মধুর লাগল তাকে। স্বামী উদাসীনই ছিল। একদিন পাখী নীড় ছেড়ে বিদায় নিল। পৌঁছে গেল রসিক নাগরের নীড়ে।

ঐ শোনো আলস্যবশে সঠিক সময়ে দোকান ক'রে দিতে পারবে না বলে,

দোকানদারকে ঠিক করল, বাড়িতে মাল পৌঁছে দিয়ে যাবে। সঊদী আরবে টেলিফোন করলে দোকানদাররা বাড়িতে মাল পৌঁছে দিয়ে আসে। স্ত্রী টেলিফোন ক'রে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে সেই ভাবেই মাল নিচ্ছিল। কিন্তু দোকানদারের সুমধুর ব্যবহার ও সস্তা রেটের সাথে মাঝে মাঝে উপহার সুমধুর প্রেম আকাঙ্ক্ষিনী স্ত্রীকে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করল। ফোনে প্রেমালাপ ও রসালাপ বেশ জমে উঠল। তারপরে যা হল, তা আর লেখার প্রয়োজন পড়ে না।

সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার হল। আর সুযোগ পেলে তো সাধুও চোর হয়ে যায়।

'একে গিরি গোবর্ধন,
তাহে সুশোভিত বন,
তাহে আর চাঁদনিয়া রাতি।'

ঐ শোনো নতুন বিবাহ ক'রে বউ রেখে সঊদী আরব এল। বলে এল স্ত্রীকে এবং স্টুডিও-ওয়ালাকে এই যে, মাঝে মাঝে ছবি পাঠিয়ে আমার মনকে আনন্দিত করবে। তোমার বিরহে আমি তোমাকে দেখতে না পেয়ে একেবারে জীবন হারিয়ে ফেলব। তাই হল। প্রথম কয়েক মাস বেশ ছবি এল। বিভিন্ন পোশাক পরে বিভিন্ন চিত্তাকর্ষী ছবি। তা পেয়ে স্বামী বড় আনন্দিত ও প্রেম-পীড়িত ছিল। কিন্তু হঠাৎ ছবি আসা বন্ধ হয়ে গেল। ফোনে খবর নিয়ে জানা গেল, স্টুডিও-ওয়ালাও গায়েব। কি হয়েছে তা আর খুলে বলার দরকার নেই।

বাড়িতে রাজমিস্ত্রী লাগিয়ে মাষ্টার হাইস্কুল করতেন। একটিমাত্র মেয়ে ক্লাশ নাইনে পড়ে। মাষ্টার সপ্তাহান্তে বাড়ি আসেন। কোথায় হাইস্কুলের মাষ্টার আর কোথায় রাজমিস্ত্রি? কিন্তু কিভাবে স্ত্রীর মন মজে গেল রাজমিস্ত্রীর ব্যবহারে! এক সপ্তাহে মাষ্টার এসে দেখলেন, ঘরে মেয়ে একা বসে আছে, তার মা নেই। আর রাজমিস্ত্রীর কাজও বন্ধ আছে। স্ত্রী মাষ্টারকে 'টা-টা' দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছে যে, 'পীরিতে মজিল মন, কিবা হাড়ি কিবা ডোম।' 'ঘুম না মানে ভাঙ্গা খাট, প্রেম না মানে নিচু জাত।'

আরো কত শুনবে। তুমি নিশ্চয় আমার থেকে বেশী শুনবে। আর যা গোপন আছে তা তো অনেক বেশী!

পেয়েছি মাল্লাশূন্য জীবনের তরী,
'এস এস প্রাণনাথ আমি হে তোমারি।
হেসে হেসে ক'ব কথা হাতে হাত ধরি,
লইব কথার ছলে প্রাণ চুরি করি।'

এরা কি সেই মহিলা নয়, যাদের জন্য কবি বলেন,

'এরা দেবী এরা লোভী
এরা চাহে সর্বজন প্রীতি---'

আর এই শ্রেণীর স্বামীদের কোন দোষ নেই বলছ? তাদেরকে কি কোন হিসাব লাগবে না বলছ?

হয়তো সে তোমার প্রতি অগাধ বিশ্বাস রাখে। কিন্তু তুমি তার বিশ্বাসঘাতকতা করলে, তুমি তাকে কাঁদালে। হ্যাঁ, পুরুষের কান্না বিরল হলেও, সে যখন কাঁদে তখন রক্তের অশ্রু কাঁদে।

কথায় কথায় তুমি তাকে কষ্ট দাও। তোমার বেহেশ্তের বাগানকে তুমি নিজের হাতে ধ্বংস কর! জানো তোমার বেহেশ্তী সতীন তোমাকে কি বলে?

মহানবী ﷺ বলেন, "যখনই কোন স্ত্রী দুনিয়াতে তার স্বামীকে কষ্ট দেয়, তখনই তার (বেহেশ্তী স্ত্রী) হুরগণ ঐ স্ত্রীকে অভিশাপ দিয়ে বলতে থাকে 'ওকে কষ্ট দিস্ না, আল্লাহ তোকে ধ্বংস করুক! ও তো তোর নিকট ক'দিনকার মেহমানমাত্র। অদূর ভবিষ্যতে তোকে ছেড়ে ও আমাদের কাছে এসে যাবে।" *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)*

স্ত্রীর ভুল ও স্বামীর রাগ

ভুল থেকে শিক্ষাগ্রহণকারী অভিজ্ঞগণ বলেন,

ভুল ক'রে ভুল স্বীকার না করা দ্বিতীয় ভুল।

সবচেয়ে বড় ভুল এই যে, ভুল করেও মনে করা যে, আমি ভুল করিনি।

ভুল ক'রে বসা এক অভিজ্ঞতা, কিন্তু দ্বিতীয়বার করা আহমকী।

যদি ভুল ক'রে ফেল, তবে তা সংশোধনের জন্য বিলম্ব ও লজ্জাবোধ করো না।

ভুল-ভ্রান্তি নিয়েই জীবন। অতএব সেই ভুলকে প্রাধান্য দিয়ে বাকী জীবনে অশান্তি ডেকে আনার কোন যুক্তি নেই।

আমাদের সমস্যার উত্তর পাওয়া এতো কঠিন, এতে অবাক হওয়ার কিছু আছে? একটা অঙ্কের সমাধান কি সম্ভব, যদি আগেই ভেবে নিই দুই আর দুয়ে পাঁচ হয়? তবুও এমন ঢের লোক আছে যারা দুই আর দুয়ে পাঁচ বা পাঁচশো হয় ভেবে নিজের আর অন্যের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তোলে।

'আপস মানব, তালগাছটি আমার। নারকেল গাছ ভাগে না পড়লে বিচার মানি না।'

বললে নিষ্পত্তি সম্ভব কিভাবে?

ভুল হয়ে গেলে ভুলের মোকাবিলা করার শ্রেষ্ঠ উপায় হল, দ্রুত ভুল স্বীকার করা, ভুলের জন্য অনুতপ্ত হওয়া, ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা, ভুলের পুনরাবৃত্তি না করা, ভুলের জন্য কাউকে দোষ না দেওয়া বা অজুহাত সৃষ্টি না করা।

মোটের উপর কথা, জ্ঞানিগণ বলেন, স্বামীর কাছে ভুল হয়ে গেলে তুমি তিনটি জিনিস করতে পার ঃ (ক) ভুলকে অগ্রাহ্য করতে পার। (খ) ভুল অস্বীকার করতে পার। (গ) ভুল মেনে নিয়ে তা থেকে শিক্ষা নিতে পার।

তৃতীয় বিকল্পটি অনুসরণ করার জন্য সাহস দরকার। এর মধ্যে ঝুঁকি আছে, কিন্তু এটি সুফলপ্রদও। যদি তুমি ভুল স্বীকার না কর, তাহলে যে দুর্বলতার জন্য ভুল হয়েছে সেই দুর্বলতাগুলিকেই তুমি সমর্থন করবে এবং শেষ পর্যন্ত সেই দুর্বলতাগুলোই বড় হয়ে তোমার সমস্ত জীবনকে প্রভাবিত করবে। এই দুর্বলতাগুলোকে শুধরাবার আর কোন সুযোগ থাকবে না। আর তারই ফলশ্রুতিতে সারা জীবন তিক্ত ও বিষময় হয়ে উঠবে। ভুল স্বীকার ক'রে ক্ষমা চাইলে ঐ 'ভুল' 'ফুল' হয়ে ফুটে উঠবে।

ভুল স্বীকার কর, ক্ষমা চাও ঃ

মানুষ ভালো-মন্দের পুতুল, ভুল তার প্রকৃতিগত স্বভাব। কিছু কিছু ভুল আছে, যা প্রতিটি রক্ত-মাংসের মানুষই ক'রে থাকে। ভুল হতে পারে স্বামীর। ভুল হতে পারে স্ত্রীর। আমাদের আদি পিতার ভুলের জন্য আমরা বেহেশ্ত থেকে এ দুনিয়ায় আসতে বাধ্য হয়েছি। মানুষ মাত্রই ছোট-বড় ভুল ক'রে থাকে। মানুষ হয়ে ভুল করা আশ্চর্যের কিছু নয়; বরং মানুষ হয়ে ভুল না করাটাই বড় আশ্চর্যের বিষয়।

পাপীদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে পাপ থেকে তওবা করে। তেমনি ভুলকারীদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে ভুল ক'রে ভুল স্বীকার করে।

মমতাময়ী আদর্শ বোনটি আমার! যে স্ত্রী ভুল ক'রে ভুল স্বীকার ক'রে স্বামীর কাছে ক্ষমাপ্রার্থিনী হয়, সে বড় আদর্শ স্ত্রী।

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "তোমাদের স্ত্রীরাও জান্নাতী হবে, যে স্ত্রী অধিক প্রণয়িণী, সন্তানদাত্রী, বার-বার ভুল করে বার-বার স্বামীর নিকট আত্মসমর্পণকারিণী, যার স্বামী রাগ করলে সে তার নিকট এসে তার হাতে হাত রেখে বলে, আপনি রাজি (ঠান্ডা) না হওয়া পর্যন্ত আমি ঘুমাবই না।" *(সিলসিলাহ সহীহাহ ২৮৭নং)*

পক্ষান্তরে যে স্ত্রীকে রাজি করার জন্য স্বামীকে রাত জাগতে হয় অথবা তাকে তার

কাছে ক্ষমা চাইতে ও ছোট সাজতে হয়, সে স্ত্রী যে গুণবতী নয়, তা বলাই বাহুল্য।

অনেক মানুষ আছে, যারা রাগ দেখে রাগ করে। তার মানে, তুমি রাগলে কেন? এবার কে আগে কথা বলবে?

তোমার বোন তোমাকে টেলিফোন করে না, তুমিও কর না। কে আগে টেলিফোন করবে?

তোমার ভাবী তোমাকে সালাম দেয় না, তুমিও দাও না। কে আগে সালাম দেবে?

সে বলে, আমি বড়। আমি ছোট হব না। তুমিও তাই বল। সবাই নিজ নিজ হাতে সাড়ে তিন হাত। তাহলে আসলে বড়টা কে? আসলে যে বড়, তাকে বড় মেনে নিলে কি টেনশন শেষ হয়ে যায় না? নাকি আমিত্বের অহংকারে ডুবে থেকে মনের মধ্যে অশান্তির দাবানল রেখে দিতে চাও?

তুমি শিক্ষা ও ডিগ্রিতে বড়? তাতে কি হয়েছে? তাতে তো বয়োজ্যেষ্ঠ বা স্বামী ছোট হয়ে যাবে না? তুমি যদি বিনয়ী হয়ে আগে আগে কথা বল, কেউ সালাম দেক আর না দেক, তুমি দাও, কেউ ফোন করুক আর না করুক, তুমি কর, তাহলে তুমি ছোট হয়ে যাবে না বোনটি! তুমি হবে মহান চরিত্রের অধিকারিণী আদর্শ রমণী!

পরন্তু ছোট হয়ে যদি তোমার মনে বড়ত্ব থাকে, তাহলে জেনে রেখো, বড়র অভিমান মানাবে, কিন্তু তুমি ছোট বলে তা মানাবে না। তখন জানতে হবে তোমার মাঝে অহংকার আছে। আর অহংকারী সুখী হতে পারে না। অহংকারী বেহেশ্ত লাভে ধন্য হয় না।

'অহংবোধ অনুভূতিনাশক ওষুধের মত, বোকামির যন্ত্রণাকেও অসাড় ক'রে দেয়।' ফলে অনেক সময় তুমি যে বোকামি করছ, তাও বুঝে উঠতে পার না।

গুণবতী বোনটি আমার! স্বামী বড় বলে এবং তুমি রাগের কিছু করলে পরে সে তো রাগ করতেই পারে। কিন্তু তার রাগ দেখে তুমিও রাগ ক'রে বসো না। বরং স্বামী রাগলে তার রাগ মিটানোর চেষ্টা কর। আর তাতে দেরী ও গড়িমসি করো না। কারণ, রাগ মিটাতে দেরী করলে, তার রাগ আরো বৃদ্ধি পেতে পারে। তাকে রাগাবে আবার রাগ মিটাবেও না - এই উভয় দোষে তোমার প্রতি তার মন বিতৃষ্ণায় ভরে উঠবে।

সুতরাং বিরাগের সাথে রাগ মিটাবার কৌশল শিক্ষা কর। আর জেনে রেখো, গরম মানুষকে নরম উত্তর দিলে রাগ পানি হয়ে যায়।

তুমি যদি বল, সে রাগ করবে কেন? আমি বলি, সে রাগ করবে না কেন? বিনা দোষে কি কেউ কারো উপর রাগ করে? যদি করে, তাহলে নিশ্চয় সে পাগল। আর রাগের

কথায় কারো রাগ না হলে সেও তাই। হ্যাঁ, যে লোক রাগতে জানে না সে মূর্খ, কিন্তু যে রাগ করে না সে বুদ্ধিমান।

পতিপ্রাণা চট্‌রাগী বোনটি আমার! মনে রেখো যে, রাগ হল ঝোড়ো হাওয়ার মত, যা নিমেষে বুদ্ধির প্রদীপকে নিভিয়ে দেয়। সুতরাং তোমার স্বামী রেগে উঠলে নীরবতার পানি দিয়ে তা নিভিয়ে দাও। যেহেতু রাগের ওষুধ চুপ থাকা; রাগীর জন্য এবং যার প্রতি রাগ করা হয় তার জন্যও।

এক ব্যক্তিকে এক জাঁদরেল মারল। সে বলল, 'দ্বিতীয়বার মার দেখি, তোকে দেখব।' জাঁদরেল চ্যালেঞ্জ করে দ্বিতীয়বার তাকে মারল। আবারও সে বলল, 'তৃতীয়বার মারলে তোকে দেখব।' সে আবারও মার খেল----। একজন জ্ঞানী তা দেখে বলল, 'বাপু! তুমি যদি চুপ থাক, তাহলে তোমাকে বারবার মার খেতে হয় না।' বলা বাহুল্য, অনেক সময় শক্তিহীন প্রতিবাদ অধিক যুলমের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

শেখ সা'দী বলেন, 'আমি যে উপদেশ দিই, তা যদি মানতে না চাও, তাহলে আমার গালি ও বকুনিতে চুপ করে থেকো।'

আবু দারদা তাঁর স্ত্রীকে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, 'যখন আমাকে দেখবে যে, আমি রেগে গেছি, তখন তুমি আমার রাগ মিটাবার চেষ্টা করবে। আর তোমাকে রেগে যেতে দেখলে আমিও তোমার রাগ মিটাব।' *(ফিকহুস সুন্নাহ ২/২০৮)*

আবুল আসওয়াদ তাঁর স্ত্রীকে বলেছিলেন, 'প্রিয়ে আমি ভুল করে ফেললে আমার কাছে বদলা নেবার চেষ্টা না ক'রে আমাকে ক্ষমা করে দিও। আর আমি ক্রোধান্বিত হয়ে কথা বললে তুমি আমার মুখের উপর মুখ দিও না। এতে আমাদের ভালবাসা চিরস্থায়ী ও মধুর হবে।'

১। স্বামী নানা কাজের ঝামেলায় বাইরে থাকে। কত মানুষের সাথে কত কি হয়। সুতরাং যখন লক্ষ্য করবে যে, তোমার স্বামী মন খারাপ ক'রে অথবা রাগ বা বিরক্তি নিয়ে প্রবেশ করছে, তখন সাথে সাথে কোন অভিযোগ অথবা অর্ডার না ক'রে প্রথমতঃ তার মন স্বাভাবিক হওয়ার অপেক্ষা অথবা স্বাভাবিক করার প্রচেষ্টা করবে।

২। ভুল স্বীকার না করা অপেক্ষা বড় ভুল আর কিছু নেই। তুমি কোন ভুল ক'রে ফেললে তা স্বামীর কাছে স্বীকার করতে কোন প্রকার সংকোচ ও দ্বিধা করবে না। বকলে চুপ ক'রে শুনবে। কোন কথার প্রতিবাদ করবে না। মুখের উপর মুখ দিবে না। ঔদ্ধত্য ও পরোয়াহীনতা প্রকাশ করবে না। বরং ভুল স্বীকার ক'রে লজ্জিতা হওয়ার কথা প্রকাশ করবে। বড়র কাছে বড় হওয়ার চেষ্টা না

ক'রে ছোট হওয়ার চেষ্টা করবে। তাতে তোমার মানও যাবে না, জাতও যাবে না। বরং তাতে স্বামীর কাছে তোমার কদর বৃদ্ধি পাবে।

এক স্ত্রী বলেছিল, 'প্রিয়! মেয়েদের মন ঠুনকো কাঁচের পাত্র। সামান্য (কথার) আঘাতে তাই ভেঙে যায়। তাই হয়তো স্বামীর উপরেও মুখ চালায়। তাই একটু মানিয়ে চলবেন।' স্বামী বলল, 'তা ঠিক, তাই কাঁচের টুকরা স্বামীর মর্যাদায় বিঁধে কষ্ট দেয়। তাছাড়া মেয়েদের মন কাঁচের হলেও মুখখানা কিন্তু পাকা ইস্পাতের। তাই সব ভেঙে গেলেও মুখ অক্ষত অবস্থায় সবেগে চলমান থাকে। অথচ মুখখানা কাঁচের ও মনখানা লোহার হলে আগুনে ঘি পড়ে না। দাম্পত্যও হয় মধুময়।'

৩। স্বামী যদি কোন ব্যাপারে তোমার প্রতি ভুল ক'রে ফেলে, তাহলে মর্যাদায় সে বড় -- এ কথা ভুলে যেয়ো না। কথায় আদব বজায় রাখ। তাকে শাসিয়ে বা গরম কথা বলে রাগিয়ে দিও না। কোন ত্রুটি ধরে অপরের সাথে কথা বলে তাকে হিট মেরো না। কোন আত্মীয়র অপরাধ টেনে তাকে সেই জাতে শামিল করো না। সরাসরি রাগ ঝাড়তে না পেরে ছেলের উপর, হাস-মুরগীর উপর ঝেড়ো না অথবা পা ঠুকে চলে অথবা ঘটি-বাটি-প্লেট ইত্যাদি ঠুকাঠুকি ক'রে রাগ প্রকাশ করো না। রাগ যদি হয়েই যায়, তাহলে তা পান করতে ও হজম করতে শিখ, সুখী হবে।

৪। স্বামীর রাগ মানাতে এসে, রাগ জানাতে বসো না। রাগ দেখে তুমিও তোমার সুন্দর মুখটিকে বাংলার পাঁচ করে ফেলো না। সে 'গুম্' হয়ে থাকলে, তুমিও জেদি মনে 'শুন্' হয়ে থেকে যেয়ো না। সে রাগ ক'রে শুয়ে গেলে, তুমি তার কোন পরোয়া না ক'রে ঘুমিয়ে যেয়ো না। বরং নম্রতা ও সহমর্মিতার সাথে সে রাগের কারণ অজানা থাকলে, জিজ্ঞাসা কর। খেঁকানোর ভয় করলে একটু ধৈর্য ধর। আমার মনে হয়, তোমার মধুক্ষরা কণ্ঠের মিষ্টি কথা তার হৃদয়-জ্বালার শীতল মলম হবে।

তুমি ফুটন্ত গোলাপ। তোমার সেই ফুলের পাপড়িতে পাপড়িতে মুচকি হাসির ফুলঝুরি থাকবে। তোমার ঐ চন্দ্রসম সুশ্রী চেহারায় ভ্রূ-কুঞ্চন মানায় না, মানায় না জড় করা কপালের লম্বা লম্বা দাগ। গোলাপের পাপড়ির মত রাঙা ওষ্ঠাধরকে বাঁকা করলে অথবা মুখ ভেঙচালে সত্যি খারাপ লাগে। তোমার কাছেই আছে তোমার স্বামীর ব্লাড-প্রেসার যন্ত্র। তুমি ইচ্ছা করলে তার প্রেসার বৃদ্ধি করতে অথবা হ্রাস করতে পার। সাপ হয়ে ফণা তুলে ফোঁস ফোঁস করলে, তোমার কাছে এমন জড়ি আছে, যা তার মাথায় রাখলে নিমেষে মাথা নামিয়ে দেবে। তুমি জ্ঞানী মেয়ে। নিশ্চয় তুমি 'টিট ফর টাট' বা 'ইটটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়'-এর নীতি অবলম্বন করবে না। যেহেতু এতে

তোমার বসার জায়গা কাদা করা অথবা খাবার পাত্র ছেঁদা করা হবে।

এ নীতি হয়তো তুমি অন্যের সাথে অবলম্বন করতে পার। যেহেতু তুমি যার খাও না, পরো না, ধার ধারো না, যার সাথে বারবার দেখা-সাক্ষাৎ হয় না ,তার সাথে চলতে পারে। কিন্তু তুমি যার খাও-পর, যার সাথে বাস করতে, যার বিছানায় শয়ন করতে বাধ্য, তার সাথে ঐ একই নীতি প্রয়োগ করা তো বোকামি বোনটি!

তোমার স্বামীর স্বভাব তোমার মনের প্রতিকূল হতে পারে। তুমি চাইবে তার মন তোমার মনের মত হোক, তা হবে না। বরং যদি শরীয়ত-বিরোধী না হয়, তাহলে তোমার মনকে তার মনের ছাঁচে ঢেলে দাও। দুই মন এক হয়ে যাক। তুমি তার মনের নিভৃত কোণে বাসা বাঁধ। হয়তো এমন হতে পারে যে, তুমি ভদ্র ঘরের মেয়ে। তোমার স্বামীর ব্যবহারে তোমার মন বলবে, সে ছোটলোক। কিন্তু তা মুখে খবরদার প্রকাশ করো না। যেমনই হোক, সে তোমার স্বামী। বল, তোমার নাকটি ছোট হলে তুমি কি করতে পার? তোমার রঙ ময়লা হলে তোমার করার কি আছে? তোমার আব্বা খোঁড়া হলে তোমার কিছু করার আছে কি? এতে যখন তোমার কোন এখতিয়ার নেই, তেমনি তোমার স্বামীর স্বভাব-চরিত্রের ব্যাপারেও তোমার কোন এখতিয়ার নেই। একমাত্র এখতিয়ার এই আছে যে, তুমি তোমার জ্ঞানগর্ভ প্রেমালোকে তাকে সুপথ দেখাবে।

'পতি যদি হয় অন্ধ হে সতী
বেঁধো না নয়নে আবরণ,
অন্ধ পতিরে আঁখি দেয় যেন
তোমার সত্য আচরণ।'

অহংকার বর্জন কর বোনটি আমার! বর্জন কর ঝুটা বংশীয় গর্ব। আভিজাত্যের অহমিকা দাহে তোমার 'বেহেশ্ত'-এর তরতাজা ফুলকে শুকিয়ে দিও না। তুমি মনোমোহিনী, মনোহারিণী, প্রেমময়ী, ছলনাময়ী। তুমি অবৈধভাবে একটি পুরুষের মনকে আকৃষ্ট করতে পার। আর বৈধভাবে কেন তা পারবে না? না না, তোমার স্বামীও একটি পুরুষ। তার মনোমত সিঞ্চন পেলে, সেও তরতাজা হয়ে উঠবে, ঠিক তোমার মনের মত, যেমন তুমি চাও। তুমি যে জ্ঞানী মেয়ে। মুসলিম নারী, আদর্শ রমণী।

খুনসুটির জন্য কথাবার্তা বন্ধ করলে তো তার রাগ মিটানো আরো সহজ। কারণ, এ ব্যাপারে তুমি আগুন, সে মোম। আর আগুনের কাছে মোম কি না গলে থাকতে পারে?

যদি বল, 'না, সে মোম নয়; লোহা।' তাহলেও বলব, 'তাপমাত্রা বাড়িয়ে দাও, লোহাও গলে যাবে।'

নিরাশ হয়ে খবরদার বলো না যে, 'আমারে যখন ভালো সে না বাসে, পায়ে ধরিলেও বাসিবে না সে।' বরং মনের নিরাশা ও ঔদ্ধত্য দূর ক'রে শত ভক্তির সাথে বলো, 'আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি, তুমি অবসর মত বাসিও।'

আর হাল ছেড়ে বসে এ কথাও বলো না যে, 'নিরেট পাষাণ যাহার হৃদয়, নয়নের জলে সে কি দ্রবিবে কখন?'

যেহেতু যার মনে আল্লাহর ভয় আছে, সে তোমার প্রতি ইনসাফ করবে। আল্লাহর ভয়ে পাথর ধসে পড়ে। তিনি বলেন,

{وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ} (٧٤) سورة البقرة

অর্থাৎ, কিছু পাথর এমন আছে যে, তা থেকে নদী-নালা প্রবাহিত হয় এবং কিছু পাথর এমন আছে যে, বিদীর্ণ হওয়ার পর তা থেকে পানি নির্গত হয়। আবার কিছু পাথর এমন আছে, যা আল্লাহর ভয়ে ধসে পড়ে। *(সূরা বাক্বারাহ ৭৪ আয়াত)*

আর তিনি স্বামীর উদ্দেশ্যে বলেছেন,

{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا}

অর্থাৎ, তাদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন কর; তোমরা যদি তাদেরকে ঘৃণা কর, তাহলে এমন হতে পারে যে, তোমরা যাকে ঘৃণা করছ আল্লাহ তাতে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন। *(সূরা নিসা ১৯ আয়াত)*

আর বলো না যে, 'আপনি আমার মরদকে চেনেন না। নির্গুণ পুরুষের তিনগুণ ঝাল। ও ঝাল দূর হওয়া বড় কঠিন।'

আমি বলব, 'বড় কঠিন' কিন্তু 'অসম্ভব' তো নয়। 'তুফানে হাল ধরতে নারে সেইবা কেমন নেয়ে, আর মরদের মন যোগাতে নারে সেই বা কেমন মেয়ে?!' ঐ দেখ প্রেমিকরা বলে, 'মিষ্টি হাসিতে সৃষ্টিনাশ।' 'হাসির মাঝে ফাঁসি।' তাহলে সেই সর্বনাশী ফাঁসি ব্যবহার করতে এত অনীহা, অবজ্ঞা, অবহেলা, উন্নাসিকতা ও ঔদ্ধত্য কেন?

তার মনের নাগাল পাও না? সত্যিই কি তুমি চেষ্টা করেছ? নাকি তুমি নিজেকে তার কাছে অথবা তাকে তোমার কাছে ছোট মনে করেছ?

রাগান্বিত স্বামীর রাগ মিটাবার জন্য অভিনয় কর, বৈধ মিথ্যা প্রয়োগ কর। তবে সেই মিথ্যা বৈধ নয়, যাতে স্বামীকে ধোকা দেওয়া হয়। ছেলেমেয়েদের তরবিয়ত খারাপ হয়।

আর যৌন-মিলনের রাগ বড় রাগ। স্বামীর অধিকারও বিরাট অধিকার। সুতরাং

তাতে মোটেই পিছপা হয়ো না। ওজুহাত দিয়ে পিছল কাটতে চেয়ো না। ঠাণ্ডা, লজ্জা, মাথার চুল ইত্যাদির ওজর দিয়ে চরম আনন্দে তুমি ফাঁকি দিও না। তোমার চাহিদা না থাকলেও স্বামীর চাহিদা পূরণ করতে মোটেই ত্রুটি করো না।

মহানবী ﷺ বলেন, "যদি আমি কাউকে কারো জন্য সিজদা করতে আদেশ করতাম, তাহলে নারীকে আদেশ করতাম, সে যেন তার স্বামীকে সিজদা করে। তাঁর শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ আছে! নারী তার প্রতিপালকের হক ততক্ষণ পর্যন্ত আদায় করতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার স্বামীর হক আদায় করেছে। সওয়ারীর পিঠে থাকলেও যদি স্বামী তার মিলন চায় তবে সে বাধা দিতে পারবে না।" *(আহমাদ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান)*

গোসলের পানি না থাকলেও, চুলোর উপরে হাঁড়ি থাকলেও স্ত্রীর 'না' বলার অধিকার নেই।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তার প্রয়োজনে আহবান করবে, তখন সে যেন (তৎক্ষণাৎ) তার নিকট যায়। যদিও সে উনানের কাছে (রুটি ইত্যাদি পাকানোর কাজে ব্যস্ত) থাকে।" *(তিরমিযী হাসান সূত্রে)*

মিলন না পেয়ে স্বামী নারায থাকলে ফিরিশ্তা অভিশাপ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে নিজ বিছানায় ডাকে এবং সে না আসে, অতঃপর সে (স্বামী) তার প্রতি রাগান্বিত অবস্থায় রাত কাটায়, তাহলে ফিরিশ্তাগণ তাকে সকাল অবধি অভিসম্পাত করতে থাকেন।" *(বুখারী, মুসলিম)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, "যখন স্ত্রী নিজ স্বামীর বিছানা ত্যাগ করে (অন্যত্র) রাত্রিযাপন করে, তখন ফিরিশ্তাবর্গ সকাল পর্যন্ত তাকে অভিশাপ দিতে থাকেন।"

আর এক বর্ণনায় আছে যে, "সেই আল্লাহর কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! কোন স্বামী তার স্ত্রীকে নিজ বিছানার দিকে আহবান করার পর সে আসতে অস্বীকার করলে, যিনি আকাশে আছেন তিনি (আল্লাহ) তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন, যে পর্যন্ত না স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যায়।"

আকর্ষণহীন, রোমান্স্হীন নীরস ঠাণ্ডা বোনটি আমার! কোন ওজুহাতে স্বামীর বিছানা ছেড়ে অন্যত্র শোবার চেষ্টা করো না। হয়তো বা তুমি তাকে পছন্দ কর না অথবা তার প্রেমকেলিতে তুমি বিরক্তিবোধ কর। কিন্তু জেনে রেখো যে, তুমি তার পার্শ্ব ও মন থেকে সরে গেলে, অন্য কেউ তার মনে বাসা বাঁধবে; আর ক্ষতি হবে তোমারই।

স্বামী রাগান্বিত থাকলে স্ত্রীর নামায হয় না। মহানবী ﷺ বলেন, "তিন ব্যক্তির

নামায তাদের কান অতিক্রম করে না; পলাতক ক্রীতদাস, যতক্ষণ না সে ফিরে এসেছে, এমন স্ত্রী যার স্বামী তার উপর রাগান্বিত অবস্থায় রাত্রিযাপন করেছে, (যতক্ষণ না সে রাজী হয়েছে), (অথবা যে স্ত্রী তার স্বামীর অবাধ্যাচারণ করেছে, সে তার বাধ্যা না হওয়া পর্যন্ত) এবং সেই সম্প্রদায়ের ইমাম, যাকে লোকে অপছন্দ করে।" *(তিরমিযী, ত্বাবারানী, হাকেম, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৮৮, ৬৫০নং)*

স্বামীর যৌন-সুখে বাধা পড়তে পারে এই আশঙ্কায় তার অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর নফল রোযা রাখাও নিষেধ। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "মহিলা যেন স্বামীর বর্তমানে তার বিনা অনুমতিতে রমযানের রোযা ছাড়া একটি দিনও রোযা না রাখে।" *(আহমাদ ২/২৪৫, ৩১৬, বুখারী ৫১৯৫, মুসলিম ১০২৬নং প্রমুখ)*

স্বামী-স্ত্রীর যৌন-মিলনে শুধু তৃপ্তি উপভোগই নয়; বরং তাতে সওয়াবও আছে। মহানবী ﷺ বলেন, "---তোমাদের স্ত্রী-মিলন করাও সাদকাহ।" সাহাবাগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাদের কেউ যদি স্ত্রী-মিলন ক'রে নিজের যৌনক্ষুধা নিবারণ করে, তবে এতেও কি তার পুণ্য হবে?' তিনি বললেন, "কি রায় তোমাদের, যদি কেউ অবৈধভাবে যৌন-মিলন করে, তাহলে কি তার পাপ হবে? (নিশ্চয় হবে।) অনুরূপ সে যদি বৈধভাবে (স্ত্রী-মিলন করে) নিজের কামক্ষুধা নিবারণ করে, তাহলে তাতে তার পুণ্য হবে।" *(মুসলিম)*

সুতরাং সওয়াবে শরীক হওয়ার প্রয়োজনীয়তা তো আর অস্বীকার করতে পার না।

সমীক্ষা ক'রে দেখ বোনটি! সংসারের কলহের মূল কারণ মোটামুটি ৪টি ঃ-

(১) যৌন-সমস্যা

তুমি যদি যৌন বাজারে ঠান্ডা হও, তাহলে সহজ। রোমান্টিক মন সৃষ্টি কর, স্বামীর যৌন তালে তাল দাও, অভিনয় কর, নিজের তৃপ্তি না হলেও স্বামীকে পরিপূর্ণ তৃপ্ত হতে দাও। স্বামীকে অতিরিক্ত উত্তেজিত ক'রে দ্রুতপতন ঘটিয়ে তার ক্ষুধা প্রশমিত কর।

পক্ষান্তরে তুমি যদি যৌন বাজারে গরম হও এবং সে ঠান্ডা হয়, তাহলে বিশেষ পদ্ধতিতে তুমি তোমার যৌনক্ষুধা নিবারণ কর। নচেৎ কলহ স্বাভাবিক।

সারা দিনের কত দুশ্চিন্তা, কত কর্মভার, কত টেনশন স্বামীর মনে নোংরা পানিতে ছোট ছোট কৃমির মত কিলিবিলি করে, ফলে দুগ্ধফেননিভ ফুলের বিছানায় শুয়েও তার ঘুম আসে না। এ পাশ ও পাশ করে তোমার অপেক্ষায়। তুমি হয়তো কাজে ব্যস্ত থাক

অথবা কোন আত্মীয় বা সখীর সাথে খোশালাপে মত্ত থাক। স্বামীর কথা ভুলে যাও। আর সে মানসিক যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে। অথচ এই মুহূর্তে সে যদি তোমার প্রেম-পরশ পায়, তাহলে নিমেষের মধ্যে তার সকল দুশ্চিন্তা ও টেনশন আকাশে সূর্য ওঠার পর তারকারাজির অদৃশ্য হওয়ার মত অদৃশ্য ও দূর হয়ে যায়। অতএব কোন ছল-বাহানা না ক'রে স্বামীর বিছানার হক আদায় কর। দূর ক'রে দাও তোমার ও তার মনের সকল ব্যথা-বেদনা ও দুশ্চিন্তা।

এই মুহূর্তে সারা দিনের জ্বালা-যন্ত্রণা সব ভুলে যাও। স্বামীর নিজের অথবা আর কারো দেওয়া আঘাতের কথা ভুলে গিয়ে প্রেমালাপে মগ্ন হও। দূরে রাখ সাংসারিক নানা ঝক্কি-ঝামেলার কথা। তরঙ্গায়িত হোক তোমার প্রেম-সাগর। মিলিত হোক তোমার স্বামীর তরঙ্গায়িত প্রেম-সাগরে। তাকেও ভুলিয়ে দাও তার সারা দিনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত, ঝুট-ঝামেলা ও দুঃখ-জ্বালার কথা। নারী-সৃষ্টির একটি কারণ এই নিবিড় প্রশান্তি।

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} (٢١) سورة الروم

অর্থাৎ, তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে আর একটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা ওদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও মায়া-মমতা সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে। *(সূরা রূম ২১)*

আর খবরদার! তুমি তোমার অনুভূতিকে এত ভোঁতা ক'রে দিয়ো না, যাতে রস সৃষ্টি না করতে পারলেও, অন্ততঃপক্ষে রস গ্রহণের ক্ষমতাও যেন নষ্ট না হয়ে যায়।

জেনে রেখো যে, স্বামী যদি তোমার কাছ থেকে তার ইচ্ছামত যৌনসুখ না পায়, তাহলে সে হয়তো বা অন্যাসক্ত হয়ে পড়তে পারে। অনেক বোকা মেয়ে এ ব্যাপারে স্বামীকে পাত্তা না দিয়ে তাকে ব্যভিচারের দিকে ঠেলে দেয়। 'আমার সকালে ডিউটি আছে, আমার কাজ আছে, শীতে মাথা ধুতে পারব না' ইত্যাদি অজুহাত দিয়ে স্বামীকে ফাঁকি দেয়। মনের বাসনা পুরা হতে পায় না। রাগ করলে বিকল্প ব্যবস্থাতেও রাজী থাকে বোকা মেয়ে। নামায পড়ে না, স্বামী উপপত্নী বা গার্ল-ফ্রেন্ড ব্যবহার করলেও তার ঈর্ষা হয় না। অনেকে আবার বেশ্যালয় যেতে অনুমতি দেয় বলেও রিপোর্ট আছে আমাদের কাছে! এমন হতভাগিনী মেয়েরা যে সুখিনী নয়, তা বলাই বাহুল্য।

তুমি মুসলিম আদর্শ রমণী। তুমি যথাযথ স্বামীকে যৌন-সুখ প্রদান কর। আর তাতে অমত প্রকাশ ক'রে খুনসুটির লড়াই খাড়া করো না। যতই অসুবিধা থাক তোমার, যতই মন খারাপ থাক, স্বামী না মানলে, তার মনের খোরাক তুমি যুগিয়ে দাও। এ ব্যাপারে 'আদর্শ রমণী' রুমাইসার স্বামী-তুষ্টির কথা এ পুস্তিকাতেও তোমার জন্য পুনরাবৃত্ত করছি ঃ-

তাঁদের একমাত্র সন্তান ব্যাধিগ্রস্ত ছিল। আবু তালহা প্রায় সময় নবী ﷺ-এর নিকট কাটাতেন। এক দিন সন্ধ্যায় তিনি তাঁর নিকট গেলেন। এদিকে বাড়িতে তাঁর ছেলে মারা গেল। উম্মে সুলাইম সকলকে নিষেধ করলেন, যাতে আবু তালহার নিকট খবর না যায়। তিনি ছেলেটিকে ঘরের এক কোণে ঢেকে রেখে দিলেন। অতঃপর স্বামী আবু তালহা রসূল ﷺ-এর নিকট থেকে বাড়ি ফিরলে বললেন, 'আমার বেটা কেমন আছে?' রুমাইসা বললেন, 'যখন থেকে ও পীড়িত তখন থেকে যে কষ্ট পাচ্ছিল তার চেয়ে এখন খুব শান্ত। আর আশা করি সে আরাম লাভ করেছে!'

অতঃপর পতিপ্রাণা স্ত্রী স্বামী এবং তাঁর সাথে আসা আরো অন্যান্য মেহমানদের জন্য রাত্রের খাবার পেশ করলেন। সকলে খেয়ে উঠে গেল। আবু তালহা উঠে নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন। (স্ত্রীর কথায় ভাবলেন, ছেলে আরাম পেয়ে ঘুমাচ্ছে।) ওদিকে পতিব্রতা রুমাইসা সব কাজ সেরে উত্তমরূপে সাজ-সজ্জা করলেন, সুগন্ধি মাখলেন। অতঃপর স্বামীর বিছানায় এলেন। স্বামী স্ত্রীর নিকট থেকে সৌন্দর্য, সৌরভ এবং নির্জনতা পেলে উভয়ের মধ্যে যা ঘটে, তা তাদের স্বামী-স্ত্রীর মাঝে (মিলন) ঘটল। তারপর শেষ দিকে রুমাইসা স্বামীকে বললেন, 'হে আবু তালহা! যদি কেউ কাউকে কোন জিনিস ধার স্বরূপ ব্যবহার করতে দেয়, অতঃপর সেই জিনিসের মালিক যদি তা ফেরৎ নেয়, তবে ব্যবহারকারীর কি বাধা দেওয়া বা কিছু বলার থাকতে পারে?' আবু তালহা বললেন, 'অবশ্যই না।' স্ত্রী বললেন, 'তাহলে শুনুন, আল্লাহ আয্যা অজাল্ল আপনাকে যে ছেলে ধার দিয়েছিলেন, তা ফেরৎ নিয়েছেন। অতএব আপনি ধৈর্য ধরে নেকীর আশা করুন!'

এ কথায় স্বামী রেগে উঠলেন; বললেন, 'এতক্ষণ পর্যন্ত কিছু না বলে চুপ থেকে, এত কিছু হওয়ার পর তুমি আমাকে আমার ছেলে মরার খবর দিচ্ছ?!' অতঃপর তিনি 'ইন্না লিল্লাহি----' পড়লেন ও আল্লাহর প্রশংসা করলেন। তারপর আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট ঘটনা খুলে বললে তিনি তাঁকে বললেন, "তোমাদের উভয়ের ঐ গত রাত্রে আল্লাহ বর্কত দান করুন।" সুতরাং ঐ রাত্রেই রুমাইসা তাঁর গর্ভে আবার একটি সন্তান

ধারণ করেন। *(আহমাদ ৩/ ১০৫- ১০৬, ত্বায়ালিসী ২০৫৬, বাইহাক্বী ৪/৬৫-৬৬, ইবনে হিব্বান ৭২৫নং, প্রভৃতি)*

তুমি হয়তো ধাঁ করে বলে বসবে, আপনি আমাকে রহিমা, রমিচা, ফাতেমা, আয়েশার মত হতে বলছেন। আমার স্বামী নবী-সাহাবীর মত হলে, তবে তো আমি তাঁদের স্ত্রীদের মত হব?

আমি বলব, তোমার স্বামী তা না হলে, তুমি তোমার স্বামীকে যদি ফেরাউন মনে কর, তাহলে তোমার আসিয়ার মত হতে দোষ কোথায়?

আদর্শ মানুষের কাজ হল, সে তাকে নিকটে করে, যে তাকে দূর ভাবতে চায়, তাকে দান করে, যে তাকে বঞ্চিত করতে চায় এবং তাকে ক্ষমা করে দেয়, যে তার উপর অত্যাচার করে। মহানবী ﷺ বলেন, "তুমি তার সাথে সুসম্পর্ক জুড়ে চল, যে তোমার সাথে তা নষ্ট করতে চায়, তার প্রতি সদ্ব্যবহার কর, যে তোমার সাথে দুর্ব্যবহার করে।" *(সহীহুল জামে ৩৭৬৯নং)*

এক ব্যক্তি মহানবী ﷺ-এর কাছে এসে আরজ করল, হে আল্লাহর রসূল! আমার কিছু আত্মীয় আছে, আমি তাদের সাথে আত্মীয়তা বজায় রেখে চলতে চাই; কিন্তু তারা আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চায়। আমি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করি; কিন্তু তারা আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে। আমি তাদের ব্যবহারে ধৈর্য ধরি; কিন্তু তারা আমার প্রতি মূর্খের মত আচরণ করে। (এখন আমি কি করতে পারি?) উত্তরে মহানবী ﷺ বললেন, "তুমি যা বললে, তা যদি সত্যই হয়ে থাকে, তাহলে যেন তুমি তাদেরকে গরম ছাই আহার করাও। (অর্থাৎ, এ কাজে তারা গোনাহগার হয়।) আর তুমি যতক্ষণ তোমার এই কর্মনীতির উপর কায়েম থাকবে, ততক্ষণ আল্লাহর তরফ থেকে তোমার জন্য এক সাহায্যকারী নিযুক্ত থাকবে।" *(মুসলিম)*

ইবনে মাসঊদ رضي الله عنه বলেন, 'তোমরা এমন পরানুগামী হয়ে বলো না যে, লোকে ভাল ব্যবহার করলে আমরা করব, তারা অত্যাচার করলে আমরাও অত্যাচার করব। বরং মনকে প্রস্তুত ক'রে রাখ যে, লোকে ভাল ব্যবহার করলে, তোমরাও করবে এবং তারা খারাপ ব্যবহার করলে, তোমরা অত্যাচার করবে না।' *(মিশকাত ৫১২৯নং)*

আর জেনে রেখো, প্রত্যেকের দেহে যেমন সুগার আছে, প্রেসার আছে; কিন্তু তা বেশী বা কম হওয়া ভাল নয়। অনুরূপ রাগও। তোমার যদি মোটেই রাগ না থাকে, তাহলে তা অবশ্যই ভাল নয়। রাগ না হলে অন্যায়ে প্রতিবাদ করবে কিভাবে? রাগ থাকতে হবে নিয়ন্ত্রণের ভিতরে। আবার অতিরিক্ত রাগও ভাল নয়। তাতে মানুষ বদ-মেজাজ হয়। আর অকারণে যে রাগ করে, সে হয় আহমক, না হয় পাগল।

তুমি এমন মানুষ হতে চেয়ো না, যে আঘাত দেবে, অথচ উঃ শুনবে না, আগুন

জ্বালাবে অথচ তাপ সইবে না, পানিতে ফেলে দেবে অথচ কাপড় ভিজতে দেবে না।

তোমার স্বামীর ভিতরে যদি রাগ লক্ষ্য কর, তাহলে তার কারণ খোঁজার চেষ্টা কর। কোন্ ত্রুটির জন্য সে রাগ দেখাচ্ছে? সে কারণ সংঘটন যাতে না হয়, তার শত চেষ্টা কর। অন্যথা তার রাগ দেখে তুমিও রাগ দেখাতে শুরু করো না। তার কড়া কথা শুনে তুমিও তোমার সাউন্ড বাড়িয়ে দিও না। তাহলে তা উভয়ের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে এবং ছোট বড় হয়ে 'হম কিসী সে কম নেহী'র নীতিতে আগুনে পেট্রল পড়বে।

জীবনের বহু শিক্ষার মধ্যে একটি শিক্ষা এই যে, তুমি লক্ষ্য করে দেখো, ফায়ার-ব্রিগেডের কর্মীরা আগুন দিয়ে আগুন নিভায় না।

'বাতাস যতই দাও বাড়িবে আগুন,
আঘাতে বাঘের রাগ হইবে দ্বিগুণ।
ক্রোধের আগুনে যবে জ্বলে দু'জনায়,
মুনাফিক সে আগুনে ইন্ধন যোগায়।'

আশেপাশে কোন শত্রু থাকলে তাতে উস্কানি দেবে। বিশেষ ক'রে গ্রাম্য পরিবেশে এমন কাঠুরে নারী-পুরুষের অভাব হবে না, যারা তোমাদের ঐ আগুনে কাষ্ঠ যোগাবে না। অনেক গেঁয়ো চেঙ্গমুড়ি কাণী আছে, যারা বাঁশীর তালে তবলা বাজাবে।

এই শ্রেণীর লোক তোমার আত্মীয়ও হতে পারে। আর এই জন্যই তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর ভিতরকার কথা একান্ত শেষ পর্যায় ছাড়া কাউকে বলতে হয় না। তোমার দুঃখ-কষ্টের কথা প্রচার করলে তোমার মন হাল্কা হবে ঠিকই, কিন্তু তাতে তোমার ও তোমার স্বামীর অপমান হবে। তোমাদের দুশমন হাসবে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে শয়তান এই আগুনে ইন্ধন যোগায়। পরিশেষে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে। মহানবী ﷺ বলেন, "ইবলীস পানির উপর তার সিংহাসন রেখে (ফিতনা ও পাপের) অভিযান-সৈন্য পাঠায়। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী তার নৈকট্য লাভ করে, যে সবচেয়ে বড় ফিতনা সৃষ্টি করতে পারে। অতঃপর প্রত্যেকে কাজের হিসাব দেয়; বলে, 'আমি এই করেছি।' সে বলে, 'তুমি কিছুই করনি।' একজন এসে বলে, 'আমি এক দম্পতির মাঝে ঢুকে পরস্পর কলহ বাধিয়ে পরিশেষে তাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে ছেড়েছি।' তখন শয়তান সিংহাসন ছেড়ে উঠে এসে তাকে আলিঙ্গন ক'রে বলে, 'হ্যাঁ। (তুমিই কাজের মত কাজ করেছ!)' *(মুসলিম)*

অতএব এ ব্যাপারে সতর্ক থেকো এবং রাগ হলে শয়তান থেকে পানাহ চেয়ো।

(২) সমতার অভাব

সমতার অভাবে মনে-মনে মিল না হলে কলহ স্বাভাবিক। অহংকার ও অবজ্ঞায়

পরস্পরকে মেনে নিতে না পারলে সংঘাত বাধে। বিশেষ করে দ্বীনদারী না থাকলে সে পরিবেশও বড় তিক্ত ও বিষময় হয়ে ওঠে।

(৩) আর্থিক অভাব

প্রসিদ্ধ কথা যে, বাড়ির দরজা দিয়ে অভাব ঢুকলে, জানালা দিয়ে ভালবাসা পালিয়ে যায়। অভাবের ঘরে ভাব থাকে না। অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়। আর্থিক সংকটে সমস্যা সৃষ্টি হয়, কলহ বাধে।

(৪) স্বভাব

কোন কোন সংসারে স্বভাবগত কারণে কলহ লেগেই থাকে। যেমন উগ্র স্বামী, তেমনি জাহাঁবাজী স্ত্রী। আদনা কথা নিয়ে কুরুক্ষেত্র বাধায়। মূর্খামির কারণে কত বাজে তর্ক করে। যেমন, একজন বলে, 'গাছের পাতা নড়ে বলে হাওয়া হয়।' অপরজন বলে, 'হাওয়া চলে বলে গাছের পাতা নড়ে।' একজন বলে, 'ফ্যান ঘোরে বলে হাওয়া হয়।' অপরজন বলে, 'তারে তারে হাওয়া বের হয়ে আসে!' স্বামী বলে, 'পেট পেট করে খেলি দই, পাছা বাড়ল বাছা কই?' স্ত্রী বলে, 'তখনই বলেছিলাম মিন্সে বিড়াল পোষ, ইঁদুরে ছেলে খেলে আমার কি দোষ?'

কথাগুলি শুনে হাসি আসছে বল? আসলে কিন্তু এই শ্রেণীর বহু শুষ্ক তর্ক ও সেই নিয়ে ঝগড়া বেধে থাকে বিশেষ ক'রে গেঁয়ো পরিবেশে মূর্খ স্বামী-স্ত্রীর মাঝে।

অধিকাংশের সংসারই তাসের ঘর অথবা প্রেমের শিশমহল। কোন সংসার চলে টানে, কোন সংসার চলে ঠেলায়। সন্তানের জন্য স্বামী-স্ত্রী সংসার করতে বাধ্য হয়। নচেৎ এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যে, সন্তানের মায়া না থাকলে সে ঘর ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দেওয়া হত। আর একটি সত্য কথা এই যে, সন্তান বড় হওয়ার পরেই স্ত্রী বেশী সোচ্চার ও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। কারণ, সে তখন পায়ের তলায় মাটি অনুভব করে। অথচ তখন তার দেহের আকর্ষণ কমে যায় এবং মিলনে বিতৃষ্ণাভাব প্রকাশ পায়।

বাধ্য হয়ে যে স্বামী 'যাকে করে ছিঃ, সে ভাতের পাশে ঘি' নিয়ে সংসার করে, গলায় কাঁটা বিঁধার মত অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সাথে কালাতিপাত করে, সমাজের চাপে অথবা ছেলেমেয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তাকে গিলতেও নারে, ফেলতেও নারে। সে স্বামী তখন মনে মনে তার মৃত্যু কামনা করে, তার প্রতি অভিশাপ করে। হয়তো বা আল্লাহ সে আকুল আবেদন ন্যায়সঙ্গত হলে মঞ্জুর ক'রে নেন। আর তাতে ঐ নাফরমান স্ত্রীর বেহেশ্ত ধ্বংস হয়। ইহকাল-পরকাল উভয় বরবাদ হয়ে যায়।

হৃদয়ে কথার তীর বিঁধলে কলহ অভ্যাসে পরিণত হয়। একের কাছে অন্যের কথা বিষ লাগে। 'বাক্য কি বলিবে তারে মন যারে নাহি পায়।' মন হারিয়ে যায়। স্ত্রী তখন

আর স্বামীর মনের নাগাল পায় না। 'লাউ শাকের বালি, আর অন্তরের কালি।' (দূর করা কঠিন হয়।)

স্বামীর মন যোগাতে না পারলে স্ত্রীর মান থাকে না। সবার আগে মানুষের মনে মনই স্থান পায়, আবার সবার আগে মানুষের মনই মন থেকে চলে যায়। 'তীর তারা উল্কা বায়ু শীঘ্রগামী যেবা, মনের অগ্রেতে বল যেতে পারে কেবা?'

সুতরাং মনোমোহিনী বোনটি আমার! 'এই সংসার সুখের কুটী, যার যেমন মন তেমনি ধন, মনকে কর পরিপাটী।'

স্বামীর মনকে সন্দিগ্ধ করলে, তার মন ভেঙ্গে দিলে, সেই মন কি কোন প্রলেপে ফিরে পাবে?

'বিদায় করেছ যারে নয়নজলে,
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে?'

স্বামীর মন হয়তো তখন বলবে,

'দিয়েছিলে হৃদয় যখন
পেয়েছিলে প্রাণমন দেহ।
আজ সে হৃদয় নাই যতই সোহাগ পাই
শুধু তাই অবিশ্বাস বিষাদ সন্দেহ।।'

ভাঙ্গা মনের গহীন কোণে সে গান গাইবে,

'আমার গহীন জলের নদী ---
আমি তোমার জলে রইলাম ভেসে জনম অবধি।
তোমার বানে ভেসে গেল আমার বাঁধা ঘর,
চরে এসে বসলাম রে ভাই ভাসালে সে চর।
এখন সব হারায়ে তোমার জলে ভাসি নিরবধি।।
আমার ঘর ভাঙ্গিলে ঘর পাব ভাঙ্গলে কেন মন,
হারালে আর পাওয়া না যায় মনের মতন।
জোয়ারে মন ফেরে না আর ভাটিতে হারায় যদি।।
তুমি ভাঙ্গ যখন কূলরে নদী ভাঙ্গ একই ধার,
আর মন যখন ভাঙ্গ তুমি দুই কুল ভাঙ্গ তার।
চর পড়ে না মনের কূলে একবার ভাঙ্গে যদি।।'

যদি সন্দেহ হয়, তুমি অন্যাসক্তা; অন্য কাউকে তুমি তোমার প্রেম দান কর, অন্য কারো সাথে ফোনে প্রেমালাপ কর। কারো সাথে প্রেম-পত্রালাপ কর। তাহলেই

মুশকিল। সন্দেহ সংসারের সকল শান্তি বিনষ্ট করে। 'বিশ্বাস জীবনকে গতিময়তা দান করে, আর অবিশ্বাস জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে।' 'সব জাল কাটা যায়, কিন্তু সন্দেহের জাল কাটা সহজ নয়।'

'দিলে বহু রত্নরাজি কিবা ফল তায়,
ভেঙ্গেছ হৃদয় কিংবা ভেঙ্গেছ মুক্তায়।'
'হাড় ভাঙ্গলে জোড়া লাগে কলে আর বলে,
মন ভাঙ্গলে জোড়া লাগে না ইহ-পরকালে।'

'গায়ের কালি ধুলে যায়, মনের কালি ম'লে যায়।'
আর স্বামীর মন ভাঙ্গলে তার বাড়ির লোক তোমার বিরোধী হবে। 'যখন আদর ছুটে, ফুট কলাই দিয়ে ফুটে। যখন আদর টুটে, ঢেঁকি দিয়ে কুটে।' 'ভাতারে দেখতে না পারলে, রাখালেও ঢেলায়।'
আর তোমাদের সন্তান? 'শিল-নোড়ায় ঘষাঘষি, মরিচের দফা শেষ।' 'লোহা-পাথরে যুদ্ধ করে, শোলা দিদি পুড়ে মরে।' স্বামী-স্ত্রীতে নিত্য কলহ করলে ছেলেদের অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে।

পরিশেষে হয়তো তালাক হতে পারে, নচেৎ সতীন।

নচেৎ তুমিও রসিক নাগর পাবে, আর সেও রঙ্গিলা ষোড়শী পাবে। আর মাঝখানে যাদেরকে এর মূল্য চুকাতে হবে, তারা হবে তোমাদের সন্তান!

ইসলামী শরীয়তে স্ত্রীকে মারধর করা

সংসার জীবনে খুটখাট ও নানা মতবিরোধের সাথে অনেক কথা কাটাকাটি ও ঝগড়া হয়ে থাকে। এমনকি শেষ পর্যায়ে অনেক সংসারে মারামারি পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অবলা নারী মার খায়। কিন্তু সবলা হয়েই খায়। পক্ষান্তরে রাগের সময় স্ত্রী যদি চুপ থাকে, তাহলে পরিস্থিতি এই পর্যায়ে পৌঁছে না।

শোনা মতে স্বামীর মারমুখী হওয়ার কারণ হিসাবে যা জানা যায়, তা হল স্বামীর দৈহিক বা মানসিক কোন রোগ অথবা বদমেজাজী ও ধৈর্যহীনতা। আর স্ত্রীর পক্ষ থেকে যা হয়, তা নিম্নরূপ ঃ-

১। জেদ ধরা, গোঁ ধরা, কথা না শোনা, না মানা। গোঁয়ার্তুমি করা। 'পারব না, অত পারি না, বেশ করেছি' বলে কাঠগোঁয়ার স্ত্রী ঔদ্ধত্য প্রকাশ ক'রে মার খায়।

২। চাবুলি করা, মুখ চালানো, মুখের উপর মুখ দেওয়া, কথা বলে কথার

প্রতিশোধ নেওয়া।

৩। গালাগালি করা।

৪। কুধারণাবশতঃ মিথ্যা অপবাদ দেওয়া।

৫। যৌনক্ষুধা নিবারণে সাথ না দেওয়া।।

৬। অন্য পুরুষের সাথে সম্পর্ক কায়েম করা।

অনেক সময় কারণ এত গোপনীয় ও স্পর্শকাতর হয় যে, স্বামী-স্ত্রীর কেউই লজ্জায় তা বলতে পারে না। আর এ জন্যই একটি দুর্বল হাদীসে আছে, 'স্বামী তার স্ত্রীকে কেন মেরেছে তা জিজ্ঞাসা করো না।'

পক্ষান্তরে যে স্ত্রী মার খাওয়ার যোগ্য হয়, সে ভাল স্ত্রী নয়। আর যে স্বামী অকারণে মারধর করে, সেও ভাল লোক নয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মু'মিনদের মধ্যে সবার চেয়ে পূর্ণ মু'মিন ঐ ব্যক্তি যে চরিত্রে সবার চেয়ে সুন্দর, আর তাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যে নিজের স্ত্রীর জন্য সর্বোত্তম। *(তিরমিযী)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা আল্লাহর বান্দীদেরকে প্রহার করবে না। পরবর্তীতে উমার رضي الله عنه রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, মহিলারা তাদের স্বামীদের উপর বড় দুঃসাহসিনী হয়ে গেছে। সুতরাং নবী ﷺ প্রহার করার অনুমতি দিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিবারের নিকট বহু মহিলা এসে নিজ নিজ স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আরম্ভ করল। সুতরাং রাসূল ﷺ বললেন, "মুহাম্মাদের পরিবারের নিকট প্রচুর মহিলাদের সমাগম, যারা তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে। (জেনে রাখ, মারকুটে) ঐ (স্বামী)রা তোমাদের মধ্যে ভালো লোক নয়।" *(আবূ দাউদ, বিশুদ্ধ সূত্রে)*

দ্বীনদার হও

'আর ঘুমায়ো না মন,
মায়া ঘোরে কতদিন রবে অচেতন?'

ভোগবাদিনী সুখ-বিলাসিনী বোনটি আমার! এখনো যদি দ্বীন মানার ব্যাপারে তোমার মনে কোন প্রকার অনীহা বা অবজ্ঞা থাকে, তাহলে সাবধান হয়ে যাও। তোমার প্রত্যেক কর্মে তুমি দ্বীনদারী ও পর্দা-পরহেযগারীর খেয়াল রাখ।

নামায-রোযা ছাড়াও দ্বীনের অনেক কিছু আছে, যা হয়তো তুমি জানো না অথবা মানো না, সেগুলি শিক্ষা করে পালন করার চেষ্টা কর। কুরআন পড়, তার অর্থ পড়।

হাদীস পড় এবং সবকিছু মানার চেষ্টা কর। দ্বীন ও আল্লাহর যিক্র থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে তুমি এ জগতেও আসল সুখ পাবে না। পরন্তু শয়তান তোমার সাথী হবে।

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى}

অর্থাৎ, যে আমার স্মরণ থেকে বিমুখ হবে, অবশ্যই তার হবে সংকীর্ণতাময় জীবন এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব। *(সূরা ত্বাহা ১২৪ আয়াত)*

{وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ}

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশ প্রাপ্ত হয় অতঃপর তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার অপেক্ষা অধিক সীমালংঘনকারী আর কে? আমি অবশ্যই অপরাধীদের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করব। *(সূরা সাজদাহ ২২ আয়াত)*

{وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ} (٣٦) سورة الزخرف

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি পরম দয়াময় আল্লাহর স্মরণে উদাসীন হয় তিনি তার জন্য এক শয়তানকে নিয়োজিত করেন, অতঃপর সে হয় তার সহচর। *(সূরা যুখরুফ ৩৬ আয়াত)*

আর মানুষের চিরশত্রু শয়তান কি তোমাকে তোমার সংসারে সুখ দেবে ভেবেছ?

এবারে দ্বীনহীন কিছু মহিলার কিছু উক্তি শোনো ঃ-

'অত কি মানা যায় নাকি? ওরা মানে নাকি?' 'কবরে কি হবে, ওরা দেখে এসেছিল।' 'যত দোষ মেয়েদের!'

এক মহিলা হাসপাতাল যাচ্ছিল। স্বামী যাচ্ছিল পায়জামা পরে। সে বলল, 'প্যান্ট্ পরে গেলে আমার সঙ্গে চল, না হলে যেয়ো না।'

'মোছ-ওয়ালা অসুবিধা নেই, দাড়ি-ওয়ালা বিয়ে করব না!' অবশেষে দাড়ি না চেঁছে বিয়ে হল না এক ভদ্রলোকের।

এক মুরুব্বী মহিলা এক যুবতীকে বলল, 'এই তুই এত ট্যাং ট্যাং করে বেড়াচ্ছিস কেন? লোকে কি বলবে?' সে উত্তরে বলল, 'কেন? আমি কারো বাপের বউ নাকি?' অর্থাৎ, বিয়ের আগে মহিলা স্বাধীন।

অনেক সময় চলার পথে নিজেকে একাকিনী মনে হবে। হয়তো বা দেখবে, কেউ তোমার সাথ দিচ্ছে না। কেউ বা অর্ধেক পথ গিয়ে কেটে পড়ছে। এমনকি দেখবে, অমুক ভালো মেয়ে। কিন্তু পরবর্তীতে শুনবে, সেও অসম্পূর্ণ। 'ভালো ভালো করে গেলাম কেলোর মার কাছে, কেলোর মা বলে আমার জামা'র সঙ্গে আছে!'

কিন্তু তোমাকে পথ চলতে হবে। পৌঁছতে হবে গন্তব্যস্থলে।

চরিত্র সুন্দর কর

মহানবী ﷺ বলেন, "আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়তম বান্দা হল সেই যার চরিত্র সুন্দর।" *(ত্বাবারানী, সহীহুল জামে ১৭৯নং)*

তিনি বলেন, "তুমি সুন্দর চরিত্র ও দীর্ঘ নীরবতা অবলম্বন কর। সেই সত্ত্বার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে, সারা সৃষ্টি উক্ত দুই (অলংকারের) মত অন্য কিছু দিয়ে সৌন্দর্যমন্ডিত হতে পারে না।" *(সহীহুল জামে ৪০৪৮-নং)*

তিনি বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। তিনি সুউচ্চ চরিত্রকে ভালবাসেন এবং ঘৃণা করেন নোংরা চরিত্রকে।" *(সহীহুল জামে ১৭৪৩নং)*

তিনি আরো বলেন, "মানুষকে সুন্দর চরিত্রের চাইতে শ্রেষ্ঠ (সম্পদ) অন্য কিছু দান করা হয়নি।" *(ত্বাবারানী, সহীহুল জামে ১৯৭৭নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "অন্যায়ের সপক্ষে থেকে যে ব্যক্তি তর্ক পরিহার করে তার জন্য জান্নাতের পার্শ্বদেশে এক গৃহ নির্মাণ করা হয়। ন্যায়ের সপক্ষে থেকেও যে ব্যক্তি তর্ক পরিহার করে তার জন্য জান্নাতের মধ্যস্থলে এক গৃহ নির্মাণ করা হয়। আর যে ব্যক্তি তার চরিত্রকে সুন্দর করে তার জন্য জান্নাতের উপরিভাগে এক গৃহ নির্মাণ করা হয়।" *(আবু দাঊদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, বাইহাকী, সহীহ তারগীব ১৩৩নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "কিয়ামতের দিন মীযানে (আমল ওজন করার দাঁড়িপাল্লায়) সচ্চরিত্রতার চেয়ে অধিক ভারী আমল আর অন্য কিছু হবে না। আর আল্লাহ অবশ্যই অশ্লীলভাষী চোয়াড়কে ঘৃণা করেন।" *(তিরমিযী ২০০৩, ইবনে হিব্বান ৫৬৬৪, আবু দাউদ ৪৭৯৯ নং)*

তিরমিযীর এক বর্ণনায় এই শব্দগুলিও সংযোজিত রয়েছে, "আর অবশ্যই সচ্চরিত্রবান ব্যক্তি তার সুন্দর চরিত্রের বলে (নফল) নামাযী ও রোযাদারের মর্যাদায় পৌঁছে থাকে।"

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে আমার প্রিয়তম এবং অবস্থানে আমার নিকটতম ব্যক্তিদের কিছু সেই লোক হবে, যারা তোমাদের মধ্যে চরিত্রে শ্রেষ্ঠতম। আর তোমাদের মধ্যে আমার নিকট ঘৃণ্যতম এবং অবস্থানে আমার থেকে দূরতম হবে তারা; যারা অনর্থক অত্যাধিক আবোল-তাবোল বলে ও বাজে বকে এমন বখাটে লোক; যারা গর্বভরে এবং আলস্যভরে বা কায়দা করে টেনে-টেনে কথা বলে।" *(আহমদ ৪/ ১৯৩, ইবনে হিব্বান, ত্বাবারানীর কাবীর, বাইহাকীর শুআবুল ঈমান, সিলসিলাহ সহীহাহ ৭৯১নং)*

চরিত্র সুন্দর ও ভালো ব্যবহারের একটি নমুনা বর্ণনা করে মহানবী ﷺ বলেন, “তুমি খবরদার কাউকে গালি দিও না। যে কোনও ভালো কাজকে তুচ্ছজ্ঞান করো না। তোমার ভায়ের সাথে খুশীভরা চেহারা নিয়ে কথা বল, এটিও একটি ভালো কাজ। তোমার লুঙ্গি পায়ের রলার অর্ধাংশে উঠিয়ে পর। তা যদি অস্বীকার কর, তাহলে গাঁট পর্যন্ত নামিয়ে পর। আর সাবধান! লুঙ্গি গাঁটের নিচে ঝুলিয়ে পরো না। কারণ তা অহংকারের আলামত। পরন্তু আল্লাহ অবশ্যই অহংকার পছন্দ করেন না। যদি কোন লোক তোমাকে গালি দেয় এবং এমন দোষ ধরে তোমাকে লজ্জা দেয়, যা তোমার মধ্যে আছে বলে সে জানে, তাহলে তুমি তাকে এমন দোষ ধরে লজ্জা দিও না, যা তার মধ্যে আছে বলে তুমি জান। তার বোঝা সেই বহন করুক।” *(আবূ দাউদ, সহীহুল জামে' ৭৩০৯নং)*

উক্ত হাদীস অনুসারে মহিলাকে বলা হবে, “তুমি খবরদার কাউকে গালি দিও না। যে কোনও ভালো কাজকে তুচ্ছজ্ঞান করো না। তোমার স্বামী ও বোনের সাথে খুশীভরা চেহারা নিয়ে কথা বল, এটিও একটি ভালো কাজ। তোমার নিম্নাংশের কাপড় গাঁটের নিচে ঝুলিয়ে পর; যাতে পায়ের পাতা ঢাকা যায়। কারণ তা পর্দার আলামত। যদি কোন মহিলা বা পুরুষ তোমাকে গালি দেয় এবং এমন দোষ ধরে তোমাকে লজ্জা দেয়, যা তোমার মধ্যে আছে বলে সে জানে, তাহলে তুমি তাকে এমন দোষ ধরে লজ্জা দিও না, যা তার মধ্যে আছে বলে তুমি জান। তার বোঝা সেই বহন করুক।”

মহানবী ﷺ আরো বলেন, “আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি তারা, তোমাদের মধ্যে যাদের চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর। যারা অমায়িক (সহজ-সরল), যারা সম্প্রীতির বন্ধনে সহজে আবদ্ধ হয়। আর তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে অপ্রিয় ব্যক্তি তারা, যারা চুগলখোরি করে, বন্ধুদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা ঘটায় এবং নির্দোষ লোকেদের মাঝে দোষ খুঁজে বেড়ায়।” *(ত্বাবারানী)*

ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বলেন, “আল্লাহর নিকট সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি সে, যে সবচেয়ে বেশী পরহেযগার। আর সবচেয়ে উচ্চ বংশীয় লোক সে, যার চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর।” *(আল-আদাবুল মুফরাদ)*

মহানবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হোক, তার মৃত্যু যেন আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখা অবস্থায় আসে এবং লোকেদের সঙ্গে সেই রকম ব্যবহার করে, যে রকম ব্যবহার সে নিজের জন্য পছন্দ করে।” *(নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

‘নিজ প্রতি ব্যবহার আশা কর যে প্রকার,
করহ পরের প্রতি সেই ব্যবহার।’

আমাদের গ্রাম-বাংলাতে অল্প শিক্ষিত লোকেদের নিকট থেকে দু-চারটি ইংরেজি প্রবাদ শোনা যায়, নিশ্চয় তুমিও তা শুনে থাকবে ঃ-

Money loss is nothing loss, Health loss is something loss, But character loss is everything loss.

যার অর্থ হয়,

'যদি ধন নাশ হয় তায় কিবা আসে যায়,
যদি স্বাস্থ্য নাশ হয় তবে কিছু হয় ক্ষয়,
হইলে চরিত্র নাশ সর্বনাশ হয়।'

সোনামণি চরিত্রবতী বোনটি আমার! ধন-মাল দিয়ে সকল মানুষের মন সন্তুষ্ট করতে পারবে না, কুলাতেও পারবে না। কিন্তু তোমার সুন্দর চরিত্র দ্বারা তা পারবে। তুমি তোমার সুমধুর ব্যবহার দিয়ে তোমার স্বামী, আত্মীয়-স্বজন ছাড়া সকল মহিলার মন জয় করতে পারবে।

সুতরাং তাদের কারো সাথে সাক্ষাৎ করলে হাসি মুখে করো, কথা বললে মিষ্টি ভাষায় বলো, কেউ কথা বললে ধ্যান দিয়ে শুনো, অঙ্গীকার করলে যথারূপে পালন করো, মূর্খদের সাথে মজাক করো না, হক ও সত্য যে গ্রহণ করে না তার মজলিসে বসো না, বেআদবের সাথে ওঠাবসা করো না, যে কথা ও কাজে অপমানিত হতে হয়, সে কথা ও কাজে থেকো না।

কিন্তু পরপুরুষের সাথে কথা বললে বিনম্র ও মোহিনী সুরে বলো না; বরং স্বাভাবিক সুরে বলো। যেহেতু মানুষ ও তার প্রকৃতির সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا}

অর্থাৎ, যদি তোমরা পরহেযগার হও, তাহলে (পরপুরুষের সাথে) কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না, যাতে অন্তরে যার ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হয়। আর তোমরা স্বাভাবিকভাবে কথা বল। *(সূরা আহযাব ৩২ নং আয়াত)*

সুন্দর চরিত্র তোমার সবচেয়ে মূল্যবান অলঙ্কার ও অমূল্য সম্পদ।

মৃত্যুর পরে যার জন্য মানুষ মানুষের হৃদয়ে অম্লান হয়ে থাকে, তা হচ্ছে তার সুন্দর ব্যবহার।

সচ্চরিত্রের গুণ ঃ মন হবে সরল, হৃদয় হবে উদার, চেহারা হবে হাস্যময় এবং ভাষা হবে মধুর।

মুচকি হাসি বিদ্যুত অপেক্ষা খরচে কম, কিন্তু চমকে অনেক বেশী। আর বেগানা পুরুষের সাথে তোমার এই হাসিই হল ফাঁসী। সুতরাং সেই ফাঁস তোমার স্বামীর গলে

পরিয়ে দাও। তোমার স্বামী রাগীবাবু হলেও তাকে কাবু করতে পারবে। যেহেতু হাসমুখ ব্যক্তির প্রতি দীর্ঘক্ষণ রাগান্বিত থাকা যায় না।

তুমি যতই শিক্ষিতা হও, যত বড়ই হও, তোমার মধ্যে গাম্ভির্য মানায় না। কারণ, তোমার স্বামী যা চায়, তা কবির ভাষায় শোনো,

'আমি চাই শিশু হেন উলঙ্গ পরাণ,
মুখে মাখা সরলতা কয় না সাজানো কথা
জানে না যোগাতে মন করি নানা ভান।
প্রাণ খোলা, মন খোলা আপনি আপনা ভোলা
তার স্নেহ-প্রীতি সবি হৃদয়ের টান।
আমি চাই স্বরগের উলঙ্গ পরাণ।।'

শিশুদের আছে পৃথক ৭টি বৈশিষ্ট্য; তাদের রুযী-রুটির জন্য কোন চিন্তাই থাকে না, অসুস্থ হলে তকদীরে অসন্তুষ্ট হয় না, তাদের হৃদয়ে কারো প্রতি কোন প্রকার হিংসা থাকে না, তাদের মনের বিরোধীর সাথে অতি সত্বর সন্ধি করে ফেলে, তারা এক সাথে খেতে ভালবাসে, তুচ্ছ কিছুর ভয় দেখালে সত্বর ভয় পায় এবং দুঃখ পেলে খুব তাড়াতাড়ি তাদের চোখে পানি আসে।

প্রথমটি ও শেষের দু'টি তোমার মধ্যে হয়তো বা আছে। বাকী চারটি বৈশিষ্ট্যও তোমার মাঝে থাকা দরকার।

ভদ্র মহিলা সুশীলা বোনটি আমার! তোমার চরিত্রকে সুন্দর করতে নিম্নের উপদেশগুলি গ্রহণ কর ঃ-

১। কারো প্রতি সন্দেহ বা কুধারণা করবে না।
২। গুজবে থাকবে না।
৩। রটনা ও গুজবে কান দিবে না।
৪। তর্ক করবে না। বিশেষ ক'রে অজ্ঞ ও মূর্খ মেয়েদের সাথে তর্কে লিপ্ত হবে না।
৫। আবেগাপ্লুত হবে না।
৬। ন্যায়পরায়ণ হবে।
৭। মিতভাষিণী হবে।
৮। মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করবে।
৯। রাগ ও ক্রোধ সংবরণ করবে।
১০। মাৎসর্য-পরশ্রীকাতরতা-হিংসা-ঈর্ষা বর্জন করবে।
১১। সর্বস্তরের মানুষের সাথে সর্বদা সত্য কথা বলবে।

১২। স্বামী, এগানা পুরুষ ও সর্বপ্রকার মুসলিম মহিলার সাথে সালাম বিনিময় করবে।

১৩। নিজেকে নিজে সম্মান দেবে। অর্থাৎ নিজের সম্মান নিজে রক্ষা করবে। আত্মমর্যাদা বিস্মৃত হবে না।

১৪। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে না।

১৫। কারো গীবত করবে না। চুগলী করবে না।

১৬। পরের কাছ থেকে শোনা খবর যাচাই ক'রে দেখবে।

১৭। প্রত্যেক বিষয় বুঝার পর মন্তব্য করবে।

১৮। এক পক্ষের কথা শুনে মন্তব্য বা বিচার ক'রে অথবা রায় দিয়ে বসবে না।

১৯। হক কথা বলবে, তবে কৌশলের সাথে।

২০। মানুষের ভয়ে বা লজ্জায় হক বলা থেকে বিরত থাকবে না।

২১। রাগ ও আনন্দের সময় উচিত ও ন্যায্য কথা বলবে।

২২। বিতর্কিত বিষয়, ব্যক্তিত্ব বা জামাআতের ব্যাপারে কড়া মন্তব্য করবে না।

২৩। নিজের ভুল স্বীকার করবে এবং অপরের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হবে।

২৪। যৌথ ভুলের ব্যাপারে নিজেকেই অধিক দোষারোপ করবে।

২৫। কারো ত্রুটি দেখলে সরাসরি তাকে আঘাত করবে না। এ ব্যাপারে তাকে লোকালয়ে লজ্জিত করবে না।

২৬। কাউকে হিট মেরে কথা বলবে না। কাউকে ব্যঙ্গ ও কটাক্ষ করবে না।

২৭। নিজের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবে।

২৮। নিজের উপর আস্থা রাখবে। সর্ববিষয়ে আশাবাদিনী হবে।

২৯। অপরের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য স্বীকার করবে। কাউকে তুচ্ছ ভাববে না। কোন মানুষকে মানুষ হিসাবে ঘৃণা করবে না।

৩০। উপকারীর কৃতজ্ঞ হবে।

অনেক সুন্দরী মহিলা পাওয়া যায়, কিন্তু চরিত্রবতী মহিলা পাওয়া সুকঠিন। আয়নার পারা খসে পড়ার কারণে আয়নার মূল্য থাকে না। অবশ্য সে মূল্যবোধ ও মূল্যায়ন নেইও অনেক মানুষের ভিতরে। তাই তো বিবাহের সময় কনের চরিত্রের কথা আলোচ্য নয়। আলোচ্য হল পণের কথা; যা বর্তমান বিবাহের মূল স্তম্ভ! বউ কেমন হবে, না হবে, তার দ্বীন ও চরিত্র কেমন হবে -- সে তো গৌণ বিষয়। মুখ্য বিষয় হল, 'কত কি দিতে পারবে?' আর বিড়ি-ফ্যাক্টরীর পার্শ্ববর্তী এলাকায় জিজ্ঞাসা করা হয়, 'বিড়ি বাঁধতে পারবে তো?' কারণ টাকা না থাকলে চরিত্র নিয়ে কি হবে! ফাল্লাহুল মুস্তাআন।

সুচরিত্রের বোনটি আমার! কারো বাড়ি মেহমান গেলে, 'মেহমান' সেজে থেকো না।

মেহেমানকে কাজে লাগানো মেজবানের উচিত নয়। সে তোমাকে কোন কাজ করতে আদেশ করবে না। কিন্তু তোমার উচিত, বৃষ্টির মত হওয়া। যেখানেই বর্ষিত হবে, উপকার দিবে। সে বাড়িতে যদি দেখ, তোমাদের রান্না-বান্না নিয়ে মহিলা পেরেশান আছে, কোলের ছেলে কাঁদছে, নানা ঝামেলায় আছে, আর তুমি 'মেহমান' বলে ঠ্যাংয়ের উপর ঠ্যাং চাপিয়ে বসে বসে দেখছ, এটা বিবেকও মানে না বোনটি!

মনে কর তুমি মেহমান গেছ, খোশ গল্পে রত আছ বাড়ির গিন্নীর সাথে। ধান মেলা আছে আঙিনায়। এমন সময় ঝমাঝম বৃষ্টি নামল। গিন্নী শশব্যস্ত হয়ে উঠে গেল ধান তুলতে। আর তুমি ভ্যাল্‌ভ্যাল্‌ ক'রে তাকিয়ে দেখতে লাগলে। এটা তোমার বিবেকে বাধা উচিত বোনটি! সৌজন্য ব্যবহার প্রদর্শন ক'রে তুমিও যথাসাধ্য তার সহযোগিতায় হাত লাগাও। তবেই না তুমি 'আদর্শ মেহমান'।

নিজ হাতে স্বামীর খিদমত কর

স্বামীর ঘর সংসার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখো, নিজের হাতে স্বামীর খিদমত কর, সাংসারিক কাজকর্ম কর। এটাই হল আদর্শ রমণীর পরিচয়।

"আত্মহারা না হইয়া সৌভাগ্য সোহাগে
পরন্তু যে করে কাম স্বকরে যতনে,
পরিজন প্রীতি হেতু প্রেম অনুরাগে
আদর্শ রমণী সেই যথার্থ ভূবনে।"
"বিলাসিনী যে রমণী গৃহস্থালি কার্য
সম্পাদন আপন ভাবিয়া না করে,
হউক তাহার পতি রাজ-অধিরাজ
অধমা সে নারী এ সংসার ভিতরে।"

চালাক স্ত্রী বোনকে স্বামীর খিদমতে লাগায় না, দাসী রাখে না। পর রেখে ঘর নষ্ট করে না; গড়বড়কে ভয় করে। ফাতেমা দাসী চাইলে মহানবী ﷺ তাঁকে তা দিলেন না। বরং তাঁকে নিজের হাতেই সকল কাজ করতে নির্দেশ দিয়ে তার সহযোগিতায় আধ্যাত্মিক পথ্য দান করলেন এবং বললেন, "যখন তোমরা শয়ন করবে তখন ৩৪ বার 'আল্লাহু আকবার' ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ' এবং ৩৩ বার 'আলহামদু লিল্লাহ' পড়বে। এটা তোমাদের জন্য খাদেম থেকেও উত্তম হবে!" *(মুসলিম ২৭২৭নং)*

অতএব যে কাজ একান্তই তোমার দ্বারা সম্ভব নয়, সে কাজ সাময়িকভাবে দাসী রেখে করাতে পার। বাকী একান্ত নিজের কাজ নিজ হাতেই সম্পাদন কর, সুখ পাবে।

আর 'রাঁধার পরে খাওয়া আর খাওয়ার পরে রাঁধা' সারা জীবন একই সূত্রে বাঁধা থেকে অন্য কর্তব্যে ত্রুটি করো না। সংসারের কাজের ফাঁকে আল্লাহর কাজ ও দাওয়াতের কাজ ভুলে যেয়ো না।

স্বামীর সম্পদের হিফাযত কর

স্বামী ঘরে থাক অথবা বিদেশে থাক, তার সম্পদের যথার্থ হিফাযত কর। কারণ, তুমি তার রাজ্যের রানী। তুমিই তার খাজাঞ্চী। তুমি সম্পদের অপচয় ঘটায়ো না, অপব্যয় করো না। কারণ, অপব্যয়ীরা শয়তানের ভাই। *(সূরা বনী-ইস্রাঈল ২৭ আয়াত)* তাছাড়া স্বামীর ধন-মাল তোমার কাছে রাখা আমানত। এই আমানতে খিয়ানত বৈধ নয়।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব-বিষয়ে (কিয়ামতে) কৈফিয়ত করা হবে। ইমাম (রাষ্ট্রনায়ক তার রাষ্ট্রের) একজন দায়িত্বশীল, সে তার দায়িত্ব-সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। পুরুষ তার পরিবারে দায়িত্বশীল, সে তার দায়িত্ব-বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। মহিলা তার স্বামী-গৃহের দায়িত্বশীলা, সে তার দায়িত্ব-বিষয়ে জিজ্ঞাসিতা হবে। চাকর তার মুনিবের অর্থের দায়িত্বশীল, সে তার দায়িত্ব-বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। তোমাদের প্রত্যেকেই এক একজন দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব-বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে।" *(বুখারী-মুসলিম)*

এই মাল স্বামীর বিনা অনুমতিতে গোপনে নিজের মায়ের বাড়ির লোককে অথবা কোন সখীকে দিতে পার না। এমনকি গরীব-মিসকীনকে দানও করতে পারো না।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "স্বামীর অনুমতি ছাড়া কোন স্ত্রী যেন স্বামীর ঘরের কিছু খরচ না করে।" বলা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! খাবারও না?' তিনি বললেন, "তা তো আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ মাল।" *(তিরমিযী, সহীহ তারগীব ৯৩১নং)*

অবশ্য স্বামী যদি তোমার ও তোমার সন্তানদের জন্য যথেষ্ট খরচ না দেয়, তাহলে প্রয়োজন অনুসারে তার অজান্তে নিয়ে ব্যয় করতে পারো। তবে অযথা হলে অবশ্যই হিসাব লাগবে তোমাকে। এখানে হিসাব থেকে ছলে-কৌশলে রেহাই পেয়ে গেলেও,

হিসাবের দিন হিসাব থেকে রেহাই পাবে কিভাবে?

এর বিপরীত কিছু স্ত্রী স্বামীর ধন চেনে ভাল। ধন করার জন্য নিজের স্বাস্থ্য ও মান ক্ষয় করে। ভালো কাজে ব্যয় করতে স্বামীকে বাধা দান করে। স্বামীর কাছে কড়ায়-গন্ডায় হিসাব গ্রহণ করে। অবশ্য এ ধনে তার নিজস্ব অধিকার থাকলে বেশী ক'রে করে। অথচ এমন স্ত্রীর উচিত, ধন বৃদ্ধি করার আগে মান বজায় রাখা। ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স করার আগে একটি পর্দা-বাড়ি করা।

জ্ঞানিগণ বলেন, দু'টি গুণ পুরুষের জন্য মন্দ, কিন্তু নারীর জন্য ভালো; ভীরুতা ও কৃপণতা। কারণ, নারীর মধ্যে ভীরুতা থাকলে প্রত্যেক বিপদ থেকে সতর্ক থাকবে এবং কৃপণতা থাকলে নিজের ও স্বামীর মালের যথার্থ হিফাযত করবে।

তার বিনা অনুমতিতে কিছু করো না

স্বামীর বিনা অনুমতিতে কিছু না করা, কোথাও না যাওয়া, কাউকে বাড়ি প্রবেশের অনুমতি না দেওয়া আদর্শ স্ত্রীর কর্তব্য।

পাড়া বেড়াতে যাওয়া তো দূরের কথা, সখী বা আত্মীয়র বাড়িও যেতে পারো না। এমনকি মসজিদেও যেতে পারো না তার অনুমতি ছাড়া। মহানবী ﷺ বলেন, "যদি তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের কাছে রাতে মসজিদে আসার অনুমতি চায়, তাহলে তোমরা তাদেরকে অনুমতি দিয়ে দাও।" *(বুখারী, মুসলিম)*

এমনকি নফল ইবাদতও নয়। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "কোন মহিলার জন্য এ হালাল নয় যে, তার স্বামী (ঘরে) উপস্থিত থাকাকালে তার বিনা অনুমতিতে সে (নফল) রোযা রাখে এবং তার বিনা অনুমতিতে স্বামীর ঘরে প্রবেশ করতে কাউকে অনুমতি দেয়।" *(বুখারী ৫১৯৫, মুসলিম ১০২৬নং প্রমুখ)*

দানশীলা বোনটি আমার! তার বিনা অনুমতিতে দানও করতে পারো না তার মাল; যেমন উপরিউক্ত হাদীস থেকে জানতে পারা যায়।

অবশ্য ফরয ইবাদত পালন করতে তার অনুমতি লাগবে না অথবা তার বাধা মানা যাবে না।

স্বামীর কৃতজ্ঞ হও

সদিচ্ছাময়ী স্ত্রী আল্লাহর কৃতজ্ঞতা করে। কৃতজ্ঞতা করে স্বামীর। আল্লাহর নবী ﷺ

বলেন, "সে আল্লাহর শুকর আদায় করে না, যে মানুষের শুকর করে না।" *(আহমাদ প্রমুখ)*

মহানবী ﷺ বলেন, যে ব্যক্তিকে কোন উপহার দান করা হয় সে ব্যক্তির উচিত, দেওয়ার মত কিছু পেলে তা দিয়ে তার প্রতিদান (প্রত্যুপহার) দেওয়া। দেওয়ার মত কিছু না পেলে দাতার প্রশংসা করা উচিত। কারণ, যে ব্যক্তি (দাতার) প্রশংসা করে সে তার কৃতজ্ঞতা (বা শুকরিয়া) আদায় করে দেয়, যে ব্যক্তি (উপহার) গোপন করে (প্রতিদান দেয় না বা শুক্র আদায় করে না) সে কৃতঘ্নতা (বা নাশুক্রী) করে। আর যে ব্যক্তি এমন কিছু প্রকাশ করে যা তাকে দেওয়া হয়নি, সে ব্যক্তি দু'টি মিথ্যা লেবাস পরিধানকারীর মত। *(তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৯৫৪নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আল্লাহ তাবারাকা অতাআলা সেই মহিলার প্রতি চেয়েও দেখবেন না, যে তার স্বামীর কৃতজ্ঞতা আদায় করে না; অথচ সে তার মুখাপেক্ষিণী।" *(নাসাঈ, ত্বাবারানী, বাযযার, হাকেম ২/ ১৯০, বাইহাকী ৭/২৯৪, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৮৯নং)*

কথায় বলে, 'মেয়ে লোকের এমনি স্বভাব, হাজার দিলেও যায় না অভাব।' স্বামীর কৃতঘ্নতা করা স্ত্রীর এক সহজাত অভ্যাস। হাজার করলেও অন্যের স্বামী তার নজরে ভালো হয়। স্বামীর কৃতঘ্নতা (নাশুকরি) করা, তার অনুগ্রহ ও এহসান ভোলা, তার বিরুদ্ধে খামাকা নানান অভিযোগ তোলা, তাকে লানতান করা ইত্যাদি কারণেই নারী জাতির অধিকাংশই জাহান্নামী হবে। একদা নবী ﷺ (মহিলাদেরকে সম্বোধন করে) বললেন, "হে মহিলা সকল! তোমরা সাদকাহ-খয়রাত করতে থাক ও অধিকমাত্রায় ইস্তিগফার কর। কারণ আমি তোমাদেরকে জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসীরূপে দেখলাম।" একজন মহিলা নিবেদন করল, 'আমাদের অধিকাংশ জাহান্নামী হওয়ার কারণ কি? হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "তোমরা অভিশাপ বেশি কর এবং নিজ স্বামীর অকৃতজ্ঞতা কর। বুদ্ধি ও ধর্মে অপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বিচক্ষণ ব্যক্তির উপর তোমাদের চাইতে আর কাউকে বেশি প্রভাব খাটাতে দেখিনি।" মহিলাটি আবার নিবেদন করল, 'বুদ্ধি ও ধর্মের ক্ষেত্রে অপূর্ণতা কি?' তিনি বললেন, "দু'জন নারীর সাক্ষ্য একটি পুরুষের সাক্ষ্য সমতুল্য। (প্রসবোত্তর খুন ও মাসিক আসার) দিনগুলিতে মহিলা নামায পড়া বন্ধ রাখে।" *(মুসলিম)*

স্বামীর নুন খেয়ে নিমকহারামী করা স্বভাব কিছু হতভাগী মহিলার। এদের মন যেন বলে, স্বামী যা করে, তা তার জন্য ওয়াজেব ও জরুরী। অতএব তাতে আবার শুকরিয়া কি? যেমন এক নিমকহারাম সন্তান তার মা-বাপকে বলেছিল, 'সেরেফ পশুর ক্ষুধা নিয়ে নরনারী মিলন করলে সবারই প্রকৃতিগতভাবে সন্তান হয়, সেই কামনার সন্তান

জন্ম দেওয়ার জন্য শুকরিয়া আবার কিসের?!'

ভালবাসার বিনিময়ে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে ভালবাসে। উপরন্তু স্বামী তার স্ত্রীর যাবতীয় ভরণপোষণ ক'রে থাকে। তার বিনিময়ে সে শুকরিয়া পাওয়ার হকদার নয় কি?

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, অবিবাহিতা নারী একটি মনোমত স্বামী ছাড়া দুনিয়ার অন্য কিছু চায় না। কিন্তু যখনই স্বামী পায়, তখনই সে তার নিকট থেকে সবকিছু চাইতে শুরু করে। পাওয়াতে ত্রুটি বা বিলম্ব ঘটলে নানা লানতান শুরু করে।

স্ত্রী দেখে না যে, তার স্বামী তার জন্য কী করছে। সে শুধু তাই দেখে যা তার জন্য করা হয় না। তাই সামান্য ত্রুটি হলে 'কোনদিন ভালবাসলে না আমাকে, চিরজীবন যন্ত্রণা দিলে, সারা জীবন জ্বালিয়ে খেলে' ইত্যাদি বলে সকল এহসান মুহূর্তে ভুলে বসে মহিলা। পান থেকে চুন খসলেই ফোঁস ক'রে ফণা তোলে।

'পিতামাতা সম বন্ধু আর কেহ নাই রে আর কেহ নাই রে,
সুখের সময়ে হয় সুহৃদ্ সবাই রে সুহৃদ্ সবাই রে।
শরীরার্ধ বল যারে সেই বনিতাই রে সেই বনিতাই রে,
নাগিনী বাঘিনী হয় যদি ধন নাই রে যদি ধন নাই রে।'

মহানবী ﷺ বলেন, "আমি দেখলাম, জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী হল মহিলা।" সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, তা কি জন্য হে আল্লাহর রসূল? বললেন, "তাদের কুফরীর জন্য।" তাঁরা বললেন, আল্লাহর সাথে কুফরী? তিনি বললেন, "(না, তারা স্বামীর কুফরী (অকৃতজ্ঞতা) ও নিমকহারামি করে। তাদের কারো প্রতি যদি সারা জীবন এহসানী কর, অতঃপর সে যদি তোমার নিকট সামান্য ত্রুটি লক্ষ্য করে, তাহলে ব'লে বসে, তোমার নিকট কোন মঙ্গল দেখলাম না আমি!" *(বুখারী, মুসলিম)*

বুদ্ধিমতী বোনটি আমার! তুমি নিশ্চয় বলবে, আমি সে মেয়ে নই। আমি আমার স্বামীর কৃতজ্ঞ।

তাহলে আরো শোনো, স্বামীর কৃতজ্ঞতা পাঁচভাবে আদায় হবে ঃ-

(১) স্বামীর দান ও অবদানের কথা মনের গভীরে স্বীকার করবে। সেটা তোমার প্রাপ্য অধিকার মনে করবে না।

(২) সে কথা প্রকাশ ও প্রচারের মাধ্যমে তার প্রশংসা করবে। আত্মীয়-স্বজনদের কাছে তার নাম করবে। তবে গর্ব করবে না এবং মিথ্যা প্রশংসা করবে না।

(৩) তার প্রতি বিনয়ী হবে। যেহেতু প্রত্যেক গ্রহীতা দাতার দাসে পরিণত হয়। যার খাবে, তাকে তো আর দাঁত দেখানো চলে না।

(৪) তার প্রতি তোমার মহব্বত বাড়বে। প্রত্যেক দান প্রতিদান চায়। তোমার প্রতিদান হল, তার প্রতি তোমার বর্ধমান প্রেম।

(৫) তার আনুগত্য ও সন্তুষ্টির পথে দেওয়া জিনিস ব্যয় করবে। যেমন, টেপ দিলে কুরআন শুনবে এবং গান-বাজনা শুনবে না। টাকা দিলে ভালো পথে ব্যয় করবে, খারাপ পথে নয়।

শুকরিয়া ও নাশুকরিয়ার একটি আদর্শ উদাহরণ ও তার ফলাফল শোন ঃ-

ইসমাঈলের বিবাহের পর ইব্রাহীম عليه السلام তাঁর পরিত্যক্ত পরিজনকে দেখার জন্য মক্কায় এলেন। কিন্তু এসে ইসমাঈলকে পেলেন না। পরে তাঁর স্ত্রীর নিকট তাঁর সম্পর্কে জানতে চাইলেন। স্ত্রী বললেন, 'তিনি আমাদের রুযীর সন্ধানে বেরিয়ে গেছেন।' এক বর্ণনা অনুযায়ী 'আমাদের জন্য শিকার করতে গেছেন।' আবার তিনি পুত্রবধুর কাছে তাঁদের জীবনযাত্রা ও অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। বধু বললেন, 'আমরা অতিশয় দুর্দশা, দুরবস্থা, টানাটানি এবং ভীষণ কষ্টের মধ্যে আছি।' তিনি ইব্রাহীম عليه السلام-এর নিকট নানা অভিযোগ করলেন। তিনি তাঁর পুত্রবধুকে বললেন, 'তোমার স্বামী বাড়ি এলে তাঁকে আমার সালাম জানাবে এবং বলবে, সে যেন তার ঘরের দরজার চৌকাঠ বদলে নেয়।' এই বলে তিনি চলে গেলেন।

ইসমাঈল যখন বাড়ি ফিরে এলেন, তখন তিনি ইব্রাহীমের আগমন সম্পর্কে একটা কিছু ইঙ্গিত পেয়ে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের নিকট কেউ কি এসেছিলেন?' স্ত্রী বললেন, 'হ্যাঁ, এই এই আকৃতির একজন বয়স্ক লোক এসেছিলেন। আপনার সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন। আমি তাঁকে আপনার খবর দিলাম। পুনরায় আমাকে আমাদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, আমি তাঁকে জানালাম যে, আমরা খুবই দুঃখ-কষ্ট ও অভাবে আছি।' ইসমাঈল عليه السلام বললেন, 'তিনি তোমাকে কোন কিছু অসিয়ত করে গেছেন কি?' স্ত্রী জানালেন, 'হ্যাঁ, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, আপনাকে তার সালাম পৌঁছাতে এবং বলেছেন, আপনি যেন আপনার দরজার চৌকাঠ বদলে ফেলেন।' ইসমাঈল عليه السلام বললেন, 'তিনি ছিলেন আমার পিতা এবং তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, যেন তোমাকে আমি তালাক দিয়ে দিই। কাজেই তুমি তোমার বাপের বাড়ি চলে যাও।'

সুতরাং ইসমাঈল عليه السلام তাঁকে তালাক দিয়ে দিলেন এবং 'জুরহুম' গোত্রের অন্য একটি মেয়েকে বিবাহ করলেন। অতঃপর যতদিন আল্লাহ চাইলেন ইব্রাহীম عليه السلام ততদিন এঁদের থেকে দূরে থাকলেন। পরে আবার দেখতে এলেন। কিন্তু ইসমাঈল عليه السلام

সেদিনও বাড়িতে ছিলেন না। তিনি পুত্রবধুর ঘরে প্রবেশ করলেন এবং ইসমাঈল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। স্ত্রী জানালেন, 'তিনি আমাদের খাবারের সন্ধানে বেরিয়ে গেছেন।' ইব্রাহীম ﷷ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কেমন আছ?' তিনি তাঁর নিকট তাঁদের জীবনযাত্রা ও সাংসারিক অবস্থা সম্পর্কেও জানতে চাইলেন। পুত্রবধূ উত্তরে বললেন, 'আমরা ভাল অবস্থায় এবং সচ্ছলতার মধ্যে আছি।' এ বলে তিনি আল্লাহর প্রশংসাও করলেন। ইব্রাহীম ﷷ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের প্রধান খাদ্য কি?' পুত্রবধূ উত্তরে বললেন, 'গোশ্ত।' বললেন, 'তোমাদের পানীয় কি?' বধূ বললেন, 'পানি।' ইব্রাহীম ﷷ দুআ করলেন, 'হে আল্লাহ! এদের গোশ্ত ও পানিতে বরকত দাও।'

আলাপ শেষে ইব্রাহীম ﷷ পুত্রবধুকে বললেন, 'তোমার স্বামীকে আমার সালাম বলবে এবং তাকে আমার পক্ষ থেকে হুকুম করবে, সে যেন তার দরজার চৌকাঠ বহাল রাখে।'

অতঃপর ইসমাঈল ﷷ বাড়ি এসে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের নিকট কেউ এসেছিলেন কি?' স্ত্রী বললেন, 'হ্যাঁ, একজন সুন্দর আকৃতির বৃদ্ধ এসেছিলেন। তিনি আপনার সম্পর্কে জানতে চাইলেন, আমি তখন তাঁকে আপনার খবর বললাম। অতঃপর তিনি আমাদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। আমি তাঁকে খবর দিলাম যে, আমরা ভালই আছি।' স্বামী বললেন, 'আর তিনি তোমাকে কোন অসিয়ত করেছেন কি?' স্ত্রী বললেন, 'তিনি আপনাকে সালাম বলেছেন এবং আপনার দরজার চৌকাঠ অপরিবর্তিত রাখার নির্দেশ দিয়ে গেছেন।' ইসমাঈল ﷺ তাঁর স্ত্রীকে বললেন, 'তিনি আমার আব্বা, আর তুমি হলে চৌকাঠ। তিনি নির্দেশ দিয়ে গেছেন, আমি যেন তোমাকে স্ত্রী হিসাবে বহাল রাখি।' *(বুখারী)*

অতি বিলাসিনী হয়ো না

বাংলায় একটা প্রবাদ আছে, 'মাগারামের বউ, শুধু ভাত খান না।' অর্থাৎ যাদের চেয়ে খাওয়া অভ্যাস, তারা ভালো না খেলে তাদের দিন যায় না। কারণ, তাদের তো আর ফুরিয়ে যাওয়ার বা অভাব পড়ার কোন আশঙ্কা নেই। হাত পাতলেই তো আবার আসবে। আশা করি তুমি সেই দলের নও।

তোমার ও তোমার স্বামীর যে হাল, সেই হাল অনুযায়ী বিলাস কর। খবরদার!

'যাবজ্জীবং সুখং জীবেদ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ' অর্থাৎ, যতদিন বাঁচব সুখে বাঁচব, ঋণ ক'রে হলেও ঘি খেতে থাকব -এর নীতি অবলম্বন করো না।

কারণ তুমি পাঁচ আঙ্গুলের গল্প জানো তো। কনিষ্ঠা বলল, খাব খাব, অনামিকা বলল, পাবি কোথা? মধ্যমা বলল, ধার করগা। তর্জনী বলল, শুধ্‌বি কিসে? পরিশেষে বৃদ্ধা বলল, লবডঙ্কা!

হোটেলের খাবার শুনলে এবং একদিন রাঁধতে না হলে তোমাকে বড় খুশী লাগে। কিন্তু অভ্যাসে পরিণত করলে স্বামী তথা তোমার ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ কি হবে, তা ভেবে দেখেছ কি?

অনেক মহিলা আছে, যারা 'খেতে পায় না পচা পুঁটি, হাতে পরে হীরের আংটি।' অনেকের পেটে ভাত নেই, কিন্তু মুখে পান থাকে। তাদের 'কলাই বাঁটা ভাত, কিন্তু বড়লোকি ঠাট' থাকে। স্বামীকে 'জমি বেচে শোবার খাট' কিনতে বাধ্য করে।

অনেকে আয় বাইরে ব্যয় করার জন্য ব্যস্তত্রস্ত থাকে। হোটেলে খেতে চাই, বিউটি-বারে প্রসাধন করতে চাই, অমুক শহরে ছুটি কাটাতে চাই ইত্যাদি দাবী করে। ফলে স্বামীর সামান্য আয় 'বারে পড়ে ঢোঁড়ে খায়।'

অতিরিক্ত বিলাস সুখের জন্য অতিরিক্ত বিলাস-সামগ্রী বা এমন কিছু চাওয়া উচিত নয়, যাতে তা যোগাড় করতে স্বামীর কষ্ট ও লজ্জা হয়। যেমন খাট, পালঙ্ক, ড্রেসিং টেবিল, ফ্রিজ, আলমারী, ওয়াশিং মেশিন, কারেন্ট্ বা গ্যাসের চুলা, ওভেন, মেঝেয় কার্পেট ইত্যাদি ইত্যাদি। অনেকে তাদের লেপের বাইরে পা বাড়ায়, কাপড় বাইরে বড় আকারে কোর্ট কাটে। ব্যাঙ হয়ে হাতির মত লাদতে যায়।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখাদেখি প্রতিযোগিতা, আমার বোনের আছে, আমার ভাবীর আছে, আমার সখীর আছে, আমার হবে না কেন? আমার ভাগ্য কি এতই খারাপ?

টিভি, টিভির পর ডিস, ভিডিও, সিডি-প্লেয়ার ইত্যাদির জন্য স্বামীর কাছে ঝোঁক করা কি আদর্শ মুসলিম রমণীর আচরণ বলছ? স্বামী না থাকলে মন ফ্রি করবে? আনন্দ করবে? আর শরয়ী কারণে তা না পেলে মন খারাপ করবে?

সুখ-বিলাসিনী বোনটি আমার! অসৎ আনন্দের চেয়ে পবিত্র বেদনা অনেক ভাল।

তুমি তোমার ভাগ্য ও ভাগ নিয়ে, যা আছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট হও, সুখী হবে। আর অতিরিক্ত পাওয়ার লোভ করলে মনে দুঃখ পাবে।

মহানবী ﷺ বলেন, "তোমাদের উপরে যারা তাদের দিকে দেখো না; বরং তোমার নিচে যারা তাদের দিকে দেখ। যাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতকে

তুচ্ছজ্ঞান না কর।” *(বুখারী ৬৪৯০, মুসলিম ২৯৬৩নং)*

মহানবী ﷺ আরো বলেন, “আল্লাহ তোমার ভাগে যা ভাগ করে দিয়েছেন তা নিয়ে তুষ্ট হও, তুমি সবার চাইতে বড় ধনী হয়ে যাবে---।” *(সহীহুল জামে ৪৫৮০, ৭৮৩৩নং)*

তিনি আরো বলেন, “সে ব্যক্তি সফল মানুষ, যে মুসলিম এবং তার অবস্থা সচ্ছল। আর আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন, তাতেই তাকে তুষ্ট রেখেছেন।” *(মুসলিম)*

হ্যাঁ, আর স্বামীর কাছে নাছোড় বান্দার মত কোন অপ্রয়োজনীয় জিনিস বারবার চেয়ো না। তাতে তার মন হারাবে। পরন্তু এমন চাওয়াকে আল্লাহ পছন্দ করেন না।

বিনয়াবনতা হও; অহংকার করো না

তুমি যদি ধনীকন্যা হও, অথবা উচ্চ শিক্ষিতা বা উচ্চ বংশের হও অথবা অপরূপা সুন্দরী হও, তাহলে খবরদার তার জন্য আত্মপ্রশংসা ও গর্ব করো না। যেহেতু গর্ব করলে মানুষ খর্ব হয়। অহংকার মহিলাকে অলংকারহীনা করে।

বিশেষ ক'রে বংশ নিয়ে গর্ব করা, আর তার মানেই স্বামী বা অপর কারো বংশকে নীচ জানা জাহেলী মস্তিষ্কপ্রসূত কর্ম। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “আমার উম্মতের মাঝে চারটি কাজ হল জাহেলিয়াতের প্রথা, যা তারা ত্যাগ করবে না; বংশ নিয়ে গর্ব করা, (কারো) বংশ-সূত্রে খোঁটা দেওয়া, তারা (ও নক্ষত্রের) মাধ্যমে বৃষ্টির আশা করা এবং (মুর্দার জন্য) মাতম করা।” *(মুসলিম ৯৩৪, ইবনে মাজাহ ১৫৮১নং)*

‘আমি কি নেড়ি-ভেঁড়ী, আমার পাঁচখানা কাপড় ধোপার বাড়ি।’

বড়াই করে বাপ নিয়ে, ছেলে নিয়ে, ভাই নিয়ে, বুনাই নিয়ে; এমনকি ‘মামার ক্ষেতে বিয়াল গাই, সেই সম্পর্কে মামাতো ভাই’ নিয়েও!

আমার আব্বা ডাক্তার! আমার ভাই অফিসার! আমার ছেলের ভারি বুদ্ধি। এটা আমার আব্বার দেওয়া। আমাদের বাড়ি পাকা! আমরা গেঁয়ো নই! আপেল আমাদের ঘরে পড়ে বেড়ায়! এ তরকারী আমাদের গরুতেও খায় না! ইত্যাদি।

আসলে বাবা চাকরি পেয়ে শহরে বাস করতে লেগে যেন জাতে উঠে গেছে, তাই এত অহংকার। বেগম চেনে না বেগুন। নিত্য চাষার ঝি, বেগুন খেত দেখে বলে ইয়া আবার কি? কুল বেচে বুড়ির চুল পাকল, আজ বলে কিস্‌কা ফল? কি ছিনু কি হনু! অনেক সময় সাপের পা দেখে, দিনে দেখে তারা! আর এই বড়াই প্রকাশ করার

মাধ্যমে নিজেকে বড় ক'রে ছোট করে স্বামীকে, স্বামীর বাড়ির লোক ও আরো অনেককে। কিন্তু স্বামীর খেয়ে-পরে তার প্রতি অহংকার কি সাজে?

অথচ মহান সৃষ্টিকর্তা বড়াই ও অহংকার পছন্দ করেন না। *(সূরা নিসা ৩৬ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেন, "যার হৃদয়ে অণু পরিমাণও অহংকার থাকবে সে জান্নাতে যাবে না।" এক ব্যক্তি বলল, 'লোকে তো পছন্দ করে যে, তার পোশাক ও জুতা সুন্দর হোক (তাহলে সে ব্যক্তির কি হবে?)' নবী ﷺ বললেন, "অবশ্যই আল্লাহ সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। (সুতরাং সুন্দর জামা-পোশাক পরায় অহংকার নেই।) অহংকার হল, হক (সত্য) প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে তুচ্ছ করার নাম।" *(মুসলিম ৯১নং, তিরমিযী, হাকেম ১/২৬)*

আদর্শ মহিলার মাঝে অহংকার থাকবে না। সে হবে সকলের জন্য বিনয়াবনতা।

লজ্জাশীলা হও

তুমি হও লজ্জাবতী লতার মত লজ্জাশীলা বধু; প্রগল্‌ভ নয়। তোমার মত সুরমার চোখের সুর্মা অপেক্ষা তোমার চরিত্রে লজ্জা-শরমের চমক অধিক হোক।

লজ্জা মানুষের এক সম্পদ। তাই তো তা ঈমানের এক শাখা।

লজ্জা হল নারীর ভূষণ। লজ্জা না থাকলে নারী পোশাকের ভিতরেও উলঙ্গ। তাই তো কুরআনে বলা হয়েছে, "হে বনী আদম! (হে মানবজাতি) তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকার ও বেশভূষার জন্য পরিচ্ছদ অবতীর্ণ করেছি। আর সংযমশীলতার পরিচ্ছদই সর্বোৎকৃষ্ট।" *(সূরা আ'রাফ ২৬ আয়াত)*

অল্পে তুষ্টি আমানতদারীর দলীল, আমানতদারী কৃতজ্ঞতার দলীল, কৃতজ্ঞতা বর্ধনশীলতার দলীল, বর্ধনশীলতা নিয়ামত দীর্ঘস্থায়িত্বের দলীল এবং লজ্জাশীলতা প্রত্যেক কল্যাণের দলীল। 'লজ্জা নাই যার, রাজা মানে হার।'

স্ত্রীলোকের লজ্জাই আসল আবরণ ও আভরণ। লজ্জাশীলাকে বেশী সুন্দরী লাগে। তবে তার মানে দীঘল-ঘোমটা সেই নারী নয়, যার জন্য বলা হয়, 'দুষ্ট লোকের মিষ্ট কথা দীঘল-ঘোমটা নারী, পানার নিচে শীতল জল তিনই মন্দকারী।'

লাজ-লজ্জা না থাকলে মহিলা অসতী হয়, ভ্রষ্টা ও কুলটা হয়। কথায় বলে, 'হাঁ ঢেমন! তোর লাজ কেমন? লাজ থাকলে আবার হই ঢেমন?'

চক্ষুতে দর্শন করে যে লজ্জা হয়, তাকে বলে চক্ষুলজ্জা। চোখে দেখেও যাদের লজ্জা হয় না, তাদেরকে বলে, চশমখোর (চোখখাকী, চোখমুজো)। তাই সাধারণতঃ

অন্ধদের ঐ লজ্জা কম থাকে বা আদৌ থাকে না।

সংসার-সমাজে তুমি লজ্জাশীলা হও, স্বামীকে ছোট করার ব্যাপারে তুমি লজ্জাবতী হও, কাউকে আঘাত করার ব্যাপারে চোখমুজো বেহায়া ও নির্লজ্জ হয়ো না। যেমন কারো সাথে অবৈধ সম্পর্ক রাখার ব্যাপারে লজ্জাহীনা হয়ো না এবং স্বামীর যৌন-সুখের ব্যাপারে তুমি লজ্জাবতী লতা হয়ে যেয়ো না।

লজ্জাশীলা বোনটি আমার! তোমার লজ্জা কোথায়, যখন বেপর্দা হয়ে বাইরে যাও?

লজ্জা কোথায়, যখন টাইট-ফিট সংকীর্ণ পোশাক তথা পাতলা শাড়ী পরে অথবা মাথা-পেট-পিঠ বের ক'রে বেগানা পুরুষদের সামনে ঘরে-বাইরে চলা-ফেরা কর?

লজ্জা কোথায়, যখন হাই-হিল বা পেনসিল-হিল জুতো পরে বিনা দ্বিধায় পায়ের রলা বের ক'রে চলা-ফেরা কর?

লজ্জা কোথায়, যখন সুগন্ধি ছড়িয়ে পায়ের নুপূর পরে ঝমক-ঝমক করে পর পুরুষদের সামনে চলা-ফেরা কর?

লজ্জা কোথায়, যখন পর-পুরুষের পাশে বসে বাসে-ট্রেনে (নিষ্প্রয়োজন) ভ্রমণ করে বেড়াও?

লজ্জা কোথায়, যখন ছেলে-মেয়ে ও বেগানা পুরুষদের সাথে একত্র বসে টিভি-ভিডিওতে অশ্লীল ছবি দর্শন কর?

তোমার লজ্জা কোথায়, যখন পর-পুরুষের সাথে প্রেমালাপ ও রসালাপ কর? লোকে বলে, 'হাঁ ঢেমন! তোর লাজ কেমন?' আর তোমার অবস্থা বলে, 'লাজ থাকলে আবার হই ঢেমন?'

আর আমাদের নবী ﷺ বলেন, "লজ্জা না থাকলে, তুমি যা খুশী করতে পার?" *(বুখারী)* অর্থাৎ, লজ্জাহীনরাই কাউকে পরোয়া না ক'রে যা মন তাই করতে পারে।

ঈমানদার বোনটি আমার! ঈমান থাকলে লজ্জা থাকার কথা। আর লজ্জা না থাকলে তোমার ঈমানের অবস্থা বুঝতে পারছ তো?

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "অবশ্যই লজ্জাশীলতা ও ঈমান একই সূত্রে গাঁথা। একটি চলে গেলে অপরটিও চলে যায়।" *(হাকেম, মিশকাত ৫০৯৪, সহীহুল জামে ১৬০৩নং)*

উদার হও, মনের সংকীর্ণতা দূর কর

সবার সাথে এবং বিশেষ ক'রে স্বামীর সাথে ব্যবহারে উদার হও এবং মনের সকল

প্রকার সংকীর্ণতা দূর কর। কোন বিষয়ে অবিশ্বাস, সন্দেহ ও কুধারণা করো না। প্রশস্ত হৃদয় নিয়ে সকলের সাথে সদ্ব্যবহার কর। মন থেকে সকল প্রকার কূটিলতা দূরীভূত কর। মনের মধ্যে পেঁচ না রেখে মনকে সকলের জন্য সাফ ও পরিষ্কার রাখ। হীনম্মন্যতা ও মনের নীচতা থেকে নিজেকে সুদূরে রাখ। বোনটি আমার! তা না হলে এ প্রশস্ত পৃথিবী তোমার জন্য সংকীর্ণ বোধ হবে। তোমার আশেপাশের সকলকে নিজের দুশমন মনে হবে; মনে হবে, কেউ তোমাকে ভালবাসে না। সবাই যেন স্বার্থপর। সবাই যেন তোমার কাছ থেকে কেবল পেতে চায়, আর কেউ কিছু দিলে কোন স্বার্থলাভের জন্য দেয়। এই শ্রেণীর মানসিকতা রেখে 'মনে খিল, মুখে মিল' রাখলে সুখ পাবে না বোনটি! তুমি উদার হও, পৃথিবী তোমার জন্য আরো প্রশস্ত হবে।

কেউ কিছু দিলে সাদরে গ্রহণ কর। তাতে সন্দেহ করার কোন প্রয়োজন নেই। 'কেন দিল? খেতে পারেনি, তাই দিয়েছে। ব্যবহার করা জিনিস দিয়েছে। দরকার নেই, তাই দিয়েছে। আমরা দিই, তাই দিয়েছে। যাকাত বা সূদের টাকা দিয়েছে।' ইত্যাদি সন্দেহে দাতার দানকে তুচ্ছজ্ঞান করো না।

দাতার শুকরিয়া করার জায়গায় এই শ্রেণীর সন্দেহ মনে এনে তুমি নিজেকে ছোট ও নীচ প্রমাণ করছ, সন্দেহে কুধারণায় পড়ার গোনাহ করছ এবং শুধুশুধু নিজের মনে অশান্তি আনয়ন করছ।

সুস্মিতা থাক

স্বামীর সাথে দেখা হলেই মুচকি হাস। অনুরূপ মহিলার সাথে সাক্ষাতেও হাসিমুখে সাক্ষাৎ কর। তোমার প্রতি তাদের হৃদয়ে ভালবাসা সৃষ্টি হবে। আর প্রতিপালকের কাছে তুমি সওয়াবও পাবে।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "কল্যাণমূলক কোন কর্মকেই অবজ্ঞা করো না, যদিও তা তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করেও হয়।" *(মুসলিম ২৬২৬ নং)*

অবশ্য কথায় কথায় ফিকফিকে হাসিও ভাল নয়।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমরা বেশী বেশী হেসো না। কারণ, বেশী হাসার ফলে হৃদয় মারা যায়।" *(আহমাদ, ইবনে মাজাহ ৪১৯৩, সহীহুল জামে' ৭৪৩৫নং)*

ফ্যাক্‌ফ্যাক্ ক'রে বা হো-হো ক'রে অধিক পরিমাণে হাসলে হৃদয় মৃত হয়ে যায়;

কঠোর হয়ে যায়। আর তখন সে হৃদয় কারো কোন হিতোপদেশ গ্রহণ করে না, কারো নসীহতে তাসীর নেয় না। পক্ষান্তরে আমাদের মহানবী ﷺ-এর অভ্যাস ছিল মৃদু হাসা।

সুশোভিতা ও সুরভিতা থাকো

যেমন পূর্বেই বলেছি, কেবল স্বামীর কাছে সুশোভিতা ও সুরভিতা থাক। মহানবী ﷺ বলেন, "শ্রেষ্ঠা রমণী সেই, যার প্রতি তার স্বামী দৃকপাত করলে সে তাকে খোশ করে দেয়, কোন আদেশ করলে তা পালন করে এবং তার জীবন ও সম্পদে স্বামীর অপছন্দনীয় বিরুদ্ধাচরণ করে না।" *(সিলসিলাহ সহীহাহ ১৮৩৮নং)*

সুভাষিণী, ধীরা ও শান্ত মেজাজের মেয়ে হও

যার ঠান্ডা মেজাজ আছে, যে ঠান্ডা কথা বলে, তার প্রতি সকলের হৃদয় ঠাণ্ডা থাকে। জ্বালাময়ী মূর্তির সামনে সকলের মন সংকীর্ণ ও বিরক্ত হয়ে ওঠে। তুমি হও সেই মেয়ে, যে শান্তভাবে কথা বলে, যার বাড়ির ভিতরের আওয়াজ বাইরে যায় না। পক্ষান্তরে যে ঘরে মোরগের চেয়ে মুরগীর রব উচ্চতর, সে ঘর বড় দুঃখের ঘর। সুখী ঘর হতে কোনদিন উঁচু আওয়াজ শোনা যায় না।

তুমি হয়তো লক্ষ্য করেই থাকবে, যার স্বামী মিনমিনে, তার আওয়াজ হয় জ্বালাময়, উঁচু ও কর্কশ। যার স্বামী ভেঁড়া, সে হয় মোড়লবিবি। দেখবে, স্বামীকে ধমক দিয়ে কথা বলে, জাঁহাবাজি স্বরে আদেশ করে, কোন ত্রুটি হলে বজ্রকণ্ঠে ডাঁটে ও শাসন করে। এ যেন বউ নয়, এ যেন প্রভুপত্নী।

'ঠারে ঠোরে কথা কই দিনে পতির সনে,
রাত্রি হইলে নিদ্রা যাই গরুড়-শয়নে।'

এদের জীবনে কি সুখ আছে বোনটি? আশা করি তুমি এমনটি হবে না। তুমি যে আদর্শ রমণী।

স্বামীর শোকে-দুঃখে সান্ত্বনা দাও

পার্থিব এ জীবনের পথ কন্টকহীন বা কুসুমাস্তীর্ণ নয়। হর্ষ-বিষাদে ভরা এ

জীবন। অর্থক্ষয়, আত্মীয়-বিয়োগ, মানহানি প্রভৃতির কারণে নানা দুঃখ-তরঙ্গ বক্ষ-সিন্ধুকে আঘাতের পর আঘাত দেয়। সেই সময় যদি পাশে সান্ত্বনা দেওয়ার মত কেউ থাকে, তাহলে সে আঘাত ততটা শক্তিশালী হয় না অথবা আঘাতের অনুভূতি অনেকটা হাল্কা হয়ে যায়।

দুঃখের কথা যাদের কাছে বলে শান্তি ও সান্ত্বনা পাওয়া যায় এবং দুঃখের ভার হাল্কা হয়, তারা হল সুহৃদ বন্ধু, গুণবান ভৃত্য, অনুকূল স্ত্রী এবং মনের মত স্বামী।

ভালো অভিজ্ঞতা আছে বোনটি আমার! 'হাতি যখন কাতে পড়ে, চামচিকেতে লাথি মারে। মাতঙ্গে পড়িলে দয়ে, পতঙ্গে প্রহার করে।' যখন হীন প্রকৃতি মানুষ মানীর মান লুটে নেয়, যখন একান্ত আপন-জন পর হয়ে যায়, যখন প্রাণপ্রিয় বন্ধু শত্রু হয়ে যায়, যখন যার জন্য চুরি করি, সেই চোর বলে, যখন আমি 'যার জন্য বনবাসী, সেই দেয় গলায় ফাঁসি। যার জন্য বুক ফাটে, সে আমারে এঁকে কাটে।' যখন যাকে তীর-চালানো শিখাই, সেই আমাকে তীর মারে, যখন যাকে ছাগের মত মানুষ করি, সেই আমার উপর বাঘের মত হামলা করে, যখন পাখীর ছানা মানুষ করার পর ডানা হলে উড়ে চলে যায়, যখন 'শয়নে-স্বপনে মনে যে যারে ধায়, সেজন তাহারে ফিরে নাহি চায়।' যখন সংসারে অভাব আসে এবং সংসার অচল হয়ে যায়, যখন ছেলে-মেয়েদের করুণ অবস্থা দেখে চোখে পানি আসে, যখন রোগ-যন্ত্রণা দেহ-মনকে নিষ্পিষ্ট করে, যখন বাঁধা ঘর উজাড় হয়ে যায়, তখনকার নিদারুণ ব্যথা ও ভীষণ বেদনার কথা আর কাকে বলব বোনটি?

সৃষ্টিকর্তা মহান প্রতিপালককে নামাযের মাধ্যমে জানাই সে দুঃখের কথা। জানাই মা-বাপকে। আর তাকে ব'লে মন হাল্কা করি, যে আমার হৃদয়-মনের রানী। যে আমার কোন সাহায্য না করতে পারলেও দুটো সান্ত্বনামূলক কথা বলে আমার হৃদয় ঠান্ডা করে, দুঃখের ভার হাল্কা করে, চোখের পানি মুছে দেয়, ঘায়ে মলম লাগিয়ে দেয় এবং ভুলিয়ে দিতে চেষ্টা করে সকল আঘাতকে।

আমাদের মহানবী ﷺ সেই সান্ত্বনা পেয়েছিলেন মা খাদীজার কাছে। হিরা গুহায় জিব্রীল ফিরিশ্তার সাথে সরাসরি সাক্ষাতের মাধ্যমে কুরআনের প্রথম কয়টি আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার ঘটনার পর তিনি ভীত-কম্পিত অবস্থায় খাদীজার নিকট ফিরে আসেন। তাঁকে সমস্ত খবর খুলে বলে চাদর ঢাকা দিতে বলেন। স্ত্রী খাদীজা তাঁকে সান্ত্বনা ও সাহস দিয়ে বললেন, 'আপনি এ ঘটনায় সুসংবাদ গ্রহণ করুন। কক্ষনো না। আল্লাহর কসম! তিনি আপনাকে কোন দিন লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি তো

আত্মীয়তার সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলেন, সত্য কথা বলেন, অভাবগ্রস্তদের অভাব মোচন করেন এবং বিপদগ্রস্তদের সাহায্য করেন।' *(বুখারী + মুসলিম)*

বলা বাহুল্য, মা খাদীজাই (রাঃ) সর্বপ্রথম তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করেছিলেন।

মা আয়েশাও তাঁর দুঃখের দিনের দোসর ছিলেন। প্রায় সকল ভাগ্যবান পুরুষই সেই স্ত্রী লাভ করে থাকেন। কত বড় সৌভাগ্য তার, যার এমন স্ত্রী-রত্ন আছে! আর দুঃখ ভাগ ক'রে নিলে অবশ্যই তার ভার অর্ধেক কমে যায়।

কেন নয়? পুণ্যময়ী স্ত্রী যে মহান আল্লাহর মহাদান। পুরুষের জীবনে এর চেয়ে বড় দান আর কিছু নেই। আর তার জন্যই তো সে স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী।

আম্র বিন আস ﷺ একদা মুআবিয়ার নিকট গেলেন। তখন তাঁর নিকট তাঁর (ছোট) মেয়ে আয়েশা ছিল। আম্র জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমীরুল মু'মিনীন! এটা কে?' তিনি বললেন, 'এ আমার হৃদয় আপেল।' আম্র বললেন, 'ওকে আপনার নিকট থেকে দূর করুন।' মুআবিয়া বললেন, 'তা কেন?' আম্র বললেন, 'কারণ, এই মেয়েরা দুশমন জন্ম দেয়, দূরকে নিকট করে এবং বিদ্বেষ ও ঘৃণা সৃষ্টি করে।' মুআবিয়া বললেন, 'আম্র এমনটি বলবেন না। কারণ, আল্লাহর কসম! এদের মত অন্য কেউ পীড়িতের সেবা করতে, মৃতের শোক পালন করতে এবং দুঃখে সহযোগিতা করতে পারে না। আর আপনি দেখে থাকবেন যে, অনেক ভাগ্নে তার মামার উপকারে আসে।' *(উয়ূনুল আখবার ১/৩১৪)*

স্বামীর জন্য আয়না হও

ভুল-ত্রুটি স্বাভাবিক। স্বামীর ভুলকে আদবের সাথে চিহ্নিত কর। আয়না যেমন চেহারার কালি দেখিয়ে দেয়, আদর্শ স্ত্রীও স্বামীর জন্য সেই কাজ করে। দৈহিক ত্রুটি চিহ্নিত করে; যেমন 'মাথাটা ঝেড়ে নিন, আপনার গোঁফ বড় হয়ে গেছে, চোখের কোণে কি লেগে আছে' ইত্যাদি বলে সমাজে তাকে সভ্য করতে সহযোগিতা করে। তদনুরূপ চারিত্রিক কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হলেও তার সংশোধনে প্রয়াসী হয় স্ত্রী। তবেই না সে 'আদর্শ সহধর্মিণী'।

স্বামীর মন ভরে দাও

দর্শনে, শ্রবণে, সুগন্ধে, পারিপাট্যে স্বামীর মন ভরে দাও। ভরা সংসারে কাজের চাপে থাকলেও তাতে মোটেই অবহেলা করো না।

তোমাদের বন্ধন তো পরিপক্ক শরয়ী বন্ধন বটেই। তার উপরে আছে প্রেমের বন্ধন। আর এই বন্ধনের জন্য চাই নিরন্তর আকর্ষণ। আকর্ষণের জন্য আকর্ষণীয় কিছু ব্যবহার করা অবশ্যই কর্তব্য।

বাড়িতে বেগানা না থাকলে সর্বদা সুসজ্জিতা থাক, আতর ব্যবহার কর, ঘর-বাড়ি; বিশেষ ক'রে শোবার রুম সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখ। আর বাড়িতে বেগানা কেউ থাকলে নিজেকে সুরভিতা ও সুসজ্জিতা করা হতে দূরে থাক। অবশ্য রাত্রে স্বামীর রুমে তা করতে পার। তাতে আনন্দ আছে, তোমার মনে এবং তার মনেও।

'সেথা কামিনীর নয়নে কাজল, শ্রোণীতে চন্দহার,
চরণে লাক্ষা, ঠোঁটে তাম্বুল, দেখে মরে আছে মার!'

তুমি অবশ্যই চাও, তোমার স্বামী কেবল তোমার প্রতিই আকৃষ্ট থাক, তার মন-প্রাণ তোমারই হৃদয় মাঝে সীমাবদ্ধ থাক। নিশ্চয় তুমি চাও, তুমি আদর্শ স্ত্রী হবে। আর তাহলেই তোমার গুণ হল তোমার প্রকৃতির অনুকূলই। মহানবী ﷺ বলেন, "শ্রেষ্ঠা রমনী সেই, যার প্রতি তার স্বামী দৃকপাত করলে সে তাকে খোশ করে দেয়, কোন আদেশ করলে তা পালন করে এবং তার জীবন ও সম্পদে স্বামীর অপছন্দনীয় বিরুদ্ধাচরণ করে না।" *(সিলসিলাহ সহীহাহ ১৮৩৮-নং)*

একদা মহানবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, কোন্ মহিলা সবচেয়ে ভাল? উত্তরে তিনি বললেন, "যে মহিলার প্রতি তার স্বামী তাকালে সে তাকে খোশ ক'রে দেয়, আদেশ করলে পালন করে এবং সে তার নিজের ব্যাপারে এবং স্বামীর সম্পদের ব্যাপারে তার অপছন্দনীয় বিরোধিতা করে না।" *(আহমাদ, নাসাঈ)*

মনে রেখো যে, স্বামী সর্বদা ক্যামেরা-ম্যানের মত। স্ত্রীর নিকট থেকে সব সময়ই মুচকি হাসি দেখতে চায়।

আকর্ষণময়ী পূর্ণিমার চাঁদ সদৃশ বোনটি আমার! তোমার দেহ-সৌন্দর্যের আকর্ষণে তোমার স্বামীর মন-সমুদ্রে জোয়ার আনয়ন কর। সদা প্লাবিত থাক তোমাদের সুখের সৈকত।

স্বামীর প্রতি যত্ন নাও

স্বামী বাড়ি প্রবেশ করলে তুমি হাজার ব্যস্ত থাকলেও তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসবে। না হাসলেও অন্ততঃপক্ষে তাকিয়েও দেখবে। যাতে তোমার তরফ থেকে

তার প্রতি তাচ্ছিল্য ও পরোয়াহীনতা প্রকাশ না পায় এবং নির্মল প্রেমে ভেজাল অনুপ্রবেশ না করে।

বাড়িতে ফ্যান না থাকলে গরমে পাখা ক'রে দেবে, পিপাসায় পানি দেবে, গোসলের পানি প্রস্তুত ক'রে দেবে ইত্যাদি।

তুমি হয়তো বলবে, মেহমান নাকি? আমি বলব, হ্যাঁ, সবচেয়ে বড় মেহমান। তোমার বেহেশ্তী মেহমান। তাকে কি ছোট ভাবতে পারো?

সাক্ষাৎ ও বিদায় কালে চুম্বন

আমেরিকার ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর পরিসংখ্যানে প্রকাশ যে, যদি কোন স্ত্রী প্রতিদিন সকালে স্বামীর অফিস যাওয়ার আগে তাকে প্রেম-চুম্বন দিয়ে বিদায় জানায়, তাহলে যাত্রাপথে তার দুর্ঘটনার আশঙ্কা অনেকটা কমে যায় এবং তার আয়ু গড়পড়তা পাঁচ বছর বৃদ্ধি লাভ করে!

হৃদয়ের প্রশান্তি লাভের জন্য স্ত্রীর প্রেম-ব্যবহার নিতান্ত জরুরী জিনিস। তাতে স্বামী সতত প্রত্যেক কর্মে নতুন নতুন অনুপ্রেরণা পায়, কর্ম-সম্পাদনে বড় আনন্দ ও উৎসাহ পায়। তার নিদ্রা ও জাগরণ স্বপ্নময় হয়ে ওঠে। কথায় বলে, 'নারী-সুখে নিদ্রা যাই, চিত্ত-সুখে গান গাই।'

চুম্বন বিনিময় প্রেমের জগতে একটি সফল আচার। অবশ্য ঘরে অন্য কেউ থাকলে সময় বুঝে তা করা প্রয়োজন। পশ্চিমাদের মত বেহায়ামি প্রদর্শন করাও কাম্য নয়।

তুমি অসুন্দরী হলে

সতিপক্ষের স্ত্রী অসুন্দরী হলেও স্বামীর মনে তার নিজ সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে পারে। তার রূপ না থাকলেও গুণই রূপের কাজ করে। প্রেমে এমন এক প্রকার পরশমণির ক্ষমতা আছে, যার পরশে কুশ্রীকেও প্রেমিকের চোখে সুশ্রী; বরং বিশ্বসুন্দরী ক'রে তোলে। অভিজ্ঞরা বলেছেন, 'পিরীতের পেত্নী ভালো।' সুতরাং তুমি অসুন্দরী হলেও তোমার সুন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে স্বামীর মন আকৃষ্ট করতে পার।

স্বামীকে নৈকট্য দাও

যথাসম্ভব ছায়ার ন্যায় স্বামীর কাছাকাছি থাকবে। 'স্বামী-সুখে বনবাস' ভাল। স্বামীকে খেতে দিয়ে সুযোগ হলে তার সাথে খাবে। সুযোগ না হলে তার কাছে

বসবে। খাবার দিয়ে অন্য রুমে অথবা অন্য দিকে মুখ ক'রে অথবা টিভি ইত্যাদি দেখতে ব্যস্ত হয়ে যাবে না।

এ ব্যাপারে সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ স্বামী মহানবী ﷺ বলেন, "মহিলা যদি নিজ স্বামীর হক (যথার্থরূপে) জানতো, তাহলে তার দুপুর অথবা রাতের খাবার খেয়ে শেষ না করা পর্যন্ত সে (তার পাশে) দাঁড়িয়ে থাকতো।" *(ত্বাবারানী, সহীহুল জামে' ৫২৫৯নং)*

সুতরাং খাবার দিয়ে তাকে যত্নের সাথে খাওয়াবে, প্রয়োজন হলে পাখা ক'রে দেবে, পানি ঢেলে দেবে, কিছু লাগবে কি না জিজ্ঞাসা করবে। এমনও হতে পারে যে, তোমার স্বামী ব্যস্ত আছে, আর তুমি তার খাবার নামিয়ে দিয়ে তাকে সতর্ক না ক'রে কার্যান্তরে চলে গেছ। তারপর খাবার ঠাণ্ডা হয়ে গেছে অথবা বিড়ালে মুখ দিয়ে ফেলেছে। অতঃপর তোমাকে বলা হলে তুমি প্রকাশ্যে অথবা মনে মনে বল, 'মেহমান নাকি যে, খেতে দিতে হবে। আবার খাওয়ার জন্য খোশামদিও করতে হবে!' কারণ, এ হল তার প্রতি তোমার অবজ্ঞার পরিচয় যে, সে খেল আর না খেল, তোমার কর্তব্য তো আদায় হয়ে গেছে মনে ক'রে অবহেলা প্রদর্শন করবে! আর জেনে রেখো, তোমার যত রকমের মেহমান আছে, সবার চাইতে সে বড় মেহমান। যেহেতু সে তোমার বেহেশ্ত অথবা দোযখ।

অনেক মহিলার স্বামী ঘেঁসটা পড়ে গেলে তাকে নিজের কাছ ঘেঁসতে দেয় না। স্বামীর মনে সেই নৈকট্য-লালসা থাকলেও সে তাকে পাত্তা দেয় না। ছেলে-মেয়ে বা জামাই ইত্যাদির ওজর দেখিয়ে দূরে দূরে থাকে। এটাই যেন তার ধর্ম, এটাই যেন তার কর্তব্য। যেহেতু নিসায়ী হাদীসে তার শোনা আছে, 'স্বামী দিনের ভাশুর, রাতের পুরুষ।' স্বামী নিজে থেকে তার নিকট হতে চাইলেও এরই উপর আমল ক'রে সে বলে, 'বুড়ো বয়সে দুধ-তোলার রোগ।' স্বামীকে 'বুড়ো' ব'লে হেনস্তা করে, অথচ সে জানে না যে, সেই হল অশীতিপর বুড়ি!

স্বামীর সাথে খোশগল্প

সময় বুঝে স্বামীর সাথে খোশগল্প কর। তবে কারো গীবত করো না, চুগলী করো না, কারো অন্যায় অভিযোগ করো না, কাউকে নিয়ে ব্যঙ্গ-উপহাস করো না। বোন, ভাবী, সতীন বা জা নিয়ে বিদ্বেষমূলক গল্প বলো না। কারণ, তা আদর্শ মহিলার গুণ নয়; উপরন্তু তাতে তুমি জ্ঞানী স্বামীর কাছে ছোট হয়ে যাবে। অথবা তার মন

খারাপ হয়ে সংসারে বিবাদ লাগবে।

স্বামী যখন স্ত্রীর সামনে অন্য মহিলার প্রশংসা করে, তখন আসলে নিজের স্ত্রীকে গালি দেওয়া হয়। অনুরূপ স্ত্রী যখন স্বামীর সামনে অন্য পুরুষের প্রশংসা করে তখন আসলে নিজের স্বামীকে গালি দেওয়া হয়। ভালবাসার শিশমহলে চিড় ধরে।

নিজের মূল্য দেখাতে গিয়ে বলো না যে, অমুক (বিশাল) ঘরে অথবা অমুক (বিরাট) লোকের সাথে আমার বিয়ের কথা হয়েছিল। তার মানে আমি তার উপযুক্ত ছিলাম। আপনি আমার উপযুক্ত হলেও তুলনামূলক আপনি ছোট। নিজের মান বাড়াতে গিয়ে স্বামীকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়। অনেক বোকা মেয়ে তা বুঝে না।

কোন পর পুরুষের ছবি দেখে তোমার স্বামীর সামনে তার প্রশংসা করো না, 'দেখুন! কেমন হ্যাণ্ড্সাম চেহারা!'

কোন পর পুরুষের ছবি দেখিয়ে তোমার স্বামী যদি তোমাকে বলে, 'দেখ! ছেলেটা কত সুন্দর!' তাহলে তাতে তুমি সায় না দিয়ে বলো, 'আপনি ওর থেকে বেশী সুন্দর।'

কোন পর পুরুষের সাথে প্রেমকেলি করার স্বপ্ন দেখলে, সে স্বপ্ন স্বামীর কাছে; বরং কারো কাছে বলো না। কারণ, এ হল শয়তানের স্বপ্ন। এতে তোমার স্বামীর মন খারাপ হবে। তোমার মনের কল্পনায় সন্দেহ করবে।

কোন পর পুরুষ তোমার রূপ বা গুণের প্রশংসা করলে অবশ্যই তোমার মনে মনে খুশী বা গর্ব হবে, কিন্তু সেই প্রশংসার কথা খবরদার তোমার স্বামীকে বলো না।

কোন যুবতী তোমার স্বামীর প্রশংসা করলে, সে প্রশংসার কথা তোমার স্বামীর কাছে বলো না।

কোন যুবতীর রূপ-সৌন্দর্য বা পোশাকের নিচের শোভা-কমনীয়তা স্বামীর কাছে বলো না। অন্য মহিলার সৌন্দর্যের কথা স্বামীর কাছে বলে নিজের মাথায় বেল ভেঙ্গো না অথবা স্বামীকে পাপচিন্তায় সহযোগিতা করো না। তার গোপন অঙ্গ দেখে মজা নিয়ে স্বামীর কাছে গল্প ক'রে বললে হয়তো বা স্বামী খোশ হবে, কিন্তু তার ফলে তার মনে ঐ মহিলার প্রতি যে আকর্ষণ সৃষ্টি হবে, তা হয়তো তুমি আন্দাজ করতে পারবে না।

মহানবী ﷺ বলেন, "কোন মহিলা যেন কোন মহিলাকে (নগ্ন) আলিঙ্গন ক'রে অতঃপর সে তার স্বামীর নিকট তা বর্ণনা না করে। (যাতে তা শুনে তার স্বামী) যেন ঐ মহিলাকে (মনে) প্রত্যক্ষ দর্শন করে থাকে।" *(বুখারী)*

ঈর্ষা থেকে দূরে থাকো

মহিলা প্রকৃতিগতভাবে ঈর্ষাময়ী। সে চায় স্বামীর মনের একচ্ছত্র অধিকার। এ অধিকারে অংশ দিতে চায় না কাউকে। সে চায় এই স্বামীর সে প্রথম ও শেষ স্ত্রী হোক। সে চায় না যে, তার স্বামী অন্য মহিলার প্রশংসা পর্যন্ত করুক। এমনকি সে অপর মহিলাকে স্বপ্নে দেখুক, তাও চায় না।

ডেনফোর পোষ্ট বলেন, বিবাহের পর কয়েক বছর আমাদের দাম্পত্য জীবন বেশ সুখেই কাটছিল। হঠাৎ একদিন সকালে লক্ষ্য করলাম, সে রাগান্বিত অবস্থায় কাঁদছে। আমি তাকে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি হল তোমার? কাঁদছ কেন?' কিন্তু প্রথমতঃ সে জবাব দিতেই চাইল না। অতঃপর সে আমার দিকে লাল চোখে তাকিয়ে বলল, 'এবার যদি স্বপ্নে আমি তোমাকে অন্য মেয়েকে চুমা দিতে দেখি, তাহলে আজীবন তোমার সাথে কথাই বলব না!'

কিন্তু এ হল ঈর্ষার অতিরঞ্জন। এতে দাম্পত্য জীবন তিক্ত হয়ে ওঠে। স্বামীর প্রতি সন্দেহ হয়। ভাবে, তার অজান্তে তার স্বামী হয়তো তার খিয়ানত করছে, হয়তো বা অন্য মহিলা তার মনের কোণে বাসা বেঁধেছে। হয়তো বা সে দ্বিতীয় বিবাহ করতে যাচ্ছে।

আব্দুল্লাহ বিন জা'ফর বিন আবী তালেব তাঁর কন্যাকে উপদেশে বলেছিলেন, সতীনের প্রতি ঈর্ষা থেকে দূরে থেকো, কারণ তা হল তালাকের চাবিকাঠি, বেশী কথা কাটা থেকে দূরে থেকো, কারণ তা স্বামীর মনে ঘৃণা সৃষ্টি করে। সুর্মা ব্যবহার করো, কারণ তা সবচেয়ে বেশী সুন্দর প্রসাধন। আর (আতর না পেলে) পানি হল সবচেয়ে উত্তম সুগন্ধি।

অবশ্য এ ঈর্ষা না থাকাও ভাল নয়। সুতরাং যখনই দেখবে, তোমার বোন বা অন্য কোন মহিলা স্বামীর প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে, তখনই কৌশলের সাথে উভয়কে সতর্ক করবে। আল্লাহর ভয় দেখিয়ে উভয়কে নসীহত করবে।

যদি তোমার স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ করেই থাকে, তাহলে তা অন্যায় নয়। তাতে তুমি স্বামীর সাথে ঝামেলা বাধাতে পারো না। তুমি সমান অধিকার দাবী করতে পার, শরয়ী সমতা চাইতে পারো। সতীনের প্রতি হিংসা করতে পারো না। খামাখা তার বদনাম ও গীবত করতে পারো না। বরং আদর্শ রমনী হিসাবে তুমি তার সাথে বোন সমতুল ব্যবহার করতে পারো।

হয়তো বা সতীনের সংসারে তোমরা উভয়ে সুয়ো রানী; যদি তোমরা উভয়ে ইসলামী শরীয়তের অনুসারী হও। নচেৎ তোমার মধ্যে যদি অতিরিক্ত ঈর্ষা থাকে, তাহলে জেনে রেখো সুয়ো রানীর জন্য 'সোনা-দানা দুধের বাটি, দুয়ো মেগের ওঁচলা মাটি!'

তোমরা তিনজনেই যদি শরীয়তের বাইরে চলতে চাও, কৌশল, বুদ্ধিমত্তা, ধৈর্য ও ইনসাফ প্রয়োগ না কর, তাহলেই নানা সমস্যা দেখা দেবে সংসারে; বিশেষ ক'রে যদি দুই সতীনেই একই বাড়িতে বাস কর তাহলে।

'নিম তেঁতো নিষিন্দি তেঁতো, তেঁতো মাকাল ফল, তাহার অধিক তেঁতো দু' সতীনের ঘর।' উপরন্তু সতীন যদি তোমার আত্মীয় কেউ হয়, তাহলে আরো বড় বিপত্তি। অভিজ্ঞরা বলেছেন, 'নিম তেঁতো নিষিন্দি তেঁতো, তেঁতো মাকাল ফল, তাহার অধিক তেঁতো বোন সতীনের ঘর।' যদিও ইসলামে আপন বোন সতীন হওয়া বৈধ নয়।

আর তখন দেখতে পাবে, 'একবরে ভাতারের মাগ চিংড়ি মাছের খোসা, দোজবরে ভাতারের মাগ নিত্যি করেন গোঁসা।' 'একবরের স্ত্রী হেলা-দোলা, দোজবরের স্ত্রী গলার মালা।'

আর সতীন তখন সতীনের বাটিতে গু গুলে খাবে। একে অপরকে ছোট করবে এবং লড়ায়ের মাধ্যমে স্বামীর মনকে এককভাবে জয় করতে চাইবে। আর তখনই সৃষ্টি হবে ছোটলোকের পরিবেশ। যে পরিবেশ থেকে পানাহ চাওয়া দরকার তোমার, তোমার সতীনের এবং তোমার স্বামীরও।

স্বামী কোন রাত্রে দেরী ক'রে বাড়ি ফিরলে, চট্ ক'রে সন্দেহের বেড়াজালে জড়িয়ে যেয়ো না। বরং সতর্কতার সাথে লক্ষ্য রাখ। অতঃপর নিশ্চিতভাবে আসল কারণ জেনে তবেই কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করো। জেনে রেখো, চট্-জলদিতে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে পরবর্তীতে লাঞ্ছিত হতে হবে।

কোন মহিলার সাথে তোমার স্বামীর কর্মগত যোগাযোগ থাকলে, কোন মহিলা তার প্রশংসা করলে বা তাকে কোন ভালবাসার চিঠি বা উপহার দিলে, শুরু থেকেই সন্দেহের চোখে দেখে নিজেদের জীবন তিক্ত করো না। জ্ঞানী চালাক মেয়ের মত স্বামীর গতিবিধি লক্ষ্য কর। ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা কর। সত্যিই কোন বিষয় তোমাকে সন্দিগ্ধ করলে উপদেশ ও বুঝাপড়ার মাধ্যমে পরিস্থিতির সামাল দাও। অন্যথা কেবল একতরফা যোগাযোগের কথা শুনেই অগ্নিশর্মা হয়ে গিয়ে শান্তির সংসারে অশান্তি সৃষ্টি করা 'আদর্শ রমনী'র কাজ নয়।

স্বামীর মুখে দ্বিতীয় বিবাহের নাম শুনলেই তেঁতে উঠো না। হাসিমুখে শুনে নাও। হয়তো বা সে তোমার সাথে মজাক ক'রে বিবাহের কথা বলে। তাহলে নদী আসার আগে কাপড় তুলে লাভ কি? নদী আসুক, নদীতে নামার আগে কাপড় তুলো। নচেৎ কেবল বিয়ের নাম শুনেই তুমি তার প্রতি বিশ্বাস ভেঙ্গে দিলে সেই জ্বালাতে তুমিই একা পুড়ে মরবে। অবশ্য তাতে তোমার স্বামীও শান্তি পাবে না। কি দরকার? আগামী কাল দুপুরের সূর্যের তাপ আজ মধ্য রাতে ভোগ ক'রে রাতের মাধুর্য উপভোগ করা হতে বঞ্চিত হবে কেন?

বলবে, তবেই সে করবে না।

আমি বলি, বাজে কথা। সত্যি সে বিয়ে করলে, তোমাকে না জানিয়েই করবে। আর তুমি বাধাও দিতে পারবে না। তাহলে বৃথা অশান্তি কেন?

তার চেয়ে চেষ্টা ক'রে খোঁজ নিয়ে দেখ, কেন সে বিয়ে করতে চাচ্ছে? তোমার দোষে নয় তো? হয়তো বা তুমি তার চোখে তৃপ্তি দিতে পার না। হয়তো তুমি তার যৌনক্ষুধা মিটাতে সক্ষম নও। হয়তো বা তোমার কোন ত্রুটি আছে। তাহলে সেই ত্রুটি দূর করার চেষ্টা করো। তার দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণের চাহিদা তুমিই পূরণ ক'রে দাও। তুমিই স্বামীর রোমান্টিক মনের খালি কোণকে পরিপূর্ণ ক'রে দাও। প্রয়োজন হলে অতিরিক্ত প্রেমের অভিনয় কর। অতিরিক্ত সাজ-সজ্জা ক'রে তার দৃষ্টি আকর্ষণ কর। হয়তো বা তার দ্বিতীয় স্ত্রীর আশা তোমার মাঝেই মিটে যাবে।

আর কারণ যদি উপযুক্ত হয়, তাহলে বলার কিছু নেই। আল্লাহ তার জন্য যা হালাল করেছেন, তা তুমি হারাম করতে যাবে কেন? সে বিয়ে করলে তুমি তালাক নেবে কেন? বিষ খাবে বা গলায় দড়ি নেবে কেন? নাকি পাপে তোমার ভয় নেই?

হয়তো বা স্বামী ব্যভিচার করলে, তুমি চুপ থাকবে। পাপ-কাপ ও মান গোপন রেখে সংসার করবে, কিন্তু বৈধভাবে বিয়ে করলে জীবনে আগুন লাগিয়ে দেবে? কেন এ হিংসা? যদি আল্লাহর ভয় ও তাঁর শরীয়তে পূর্ণ ঈমান থাকে, তাহলে তোমার মধ্যে এ অবৈধ প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিত নয়।

বিবাহের পর তুমি তোমার স্বামীর জীবন দুর্বিষহ ক'রে তুলবে কেন? শান্তি দিলে তুমিও শান্তি পাবে। তোমার এক বোনের তালাক চাইলে, তুমি অন্যায় করবে। তোমার নবী ﷺ বলেন, "কোন মহিলা তার বোনের (সতীনের) তালাক চাইবে না; যাতে সে তার পাত্রে যা আছে তা ঢেলে ফেলে দেয়। (এবং একাই স্বামী-প্রেমের অধিকারিণী হয়।)" *(বুখারী, মুসলিম)*

তুমি যদি শরীয়ত না মান, তাহলে ভিন্ন কথা। আর তাহলে তুমি 'আদর্শ রমণী' হতেও পারলে না। আদর্শ রমণী ত্যাগ স্বীকার করে। আর সেই ত্যাগ হবে সতীনকে বোনের মত ভালবেসে।

তোমার অধিকার নষ্ট হলে তোমার স্বামীর ক্ষতি হবে। তুমি তোমার অধিকার ও ইনসাফ চাইতে পার। যদি সে তোমাদের মধ্যে একজনকে অপর জনের উপর প্রাধান্য দেয়, তাহলে কিয়ামতের দিন তার অর্ধেক ধড় ধসা অবস্থায় হাশর হবে। *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী)*

বেহেশ্ত-কামী বোনটি আমার! পরকালে বেহেশ্তে তুমি তোমার একাধিক সতীনদের কোন প্রকার হিংসা করবে না। ইহকালের সংসারেও তাদের প্রতি কোন হিংসা না ক'রে তোমার সংসারকে বেহেশ্তী সংসার ক'রে গড়ে তোল। তবেই না তুমি 'আদর্শ সহধর্মিনী'।

ছলা-কলা থেকে দূরে থাক

ছলা-কলা-কৌশলে স্বামীকে ধোঁকায় ফেলে বোকা বানিয়ে নিজের স্বার্থ উদ্ধার করে নেওয়া আদর্শ মহিলার কাজ নয়। যেমন নানা কথা ও উদাহরণ পেশ ক'রে নিজের নামে ঘর বা জমি লিখিয়ে নেওয়া। অথচ মহান আল্লাহ তার সঠিক ভাগ সুনিশ্চিত রেখেছেন।

গোপনে গোপনে ছেলে-মেয়েদেরকে মেলা-খেলা বা অবৈধ কোন জায়গা পাঠিয়ে তাদের চরিত্র নষ্ট করা।

বাড়ির কোন জিনিস ক্ষতি ক'রে বাঁধা-ছাঁদা কথা দিয়ে স্বামীকে সন্তুষ্ট করা।

প্রেমের অতিরিক্ত অভিনয় করার মাধ্যমে উপপতির আসন সৃষ্টি করা।

সংসারের অন্যান্য সমস্যার ব্যাপারে হককে বাতিল ও বাতিলকে হক রূপে শোভন ক'রে স্বামীর মনকে অন্যের প্রতি ক্ষেপিয়ে তোলা।

পর্দার ব্যাপারে স্বামীকে ধোঁকা দেওয়া। অর্থাৎ, স্বামীর সামনে পর্দাবিবি সাজা এবং সে কর্মস্থলে চলে গেলে যাকে তাকে দেখা দেওয়া, ঘরে ভরা ইত্যাদি।

স্বামীর টাকা রাখার জায়গা থেকে 'ঘরের কাছে মরাই (পেয়ে) গুটি গুটি সরাই' নীতি অবলম্বন করা।

আমাদের মহানবী ﷺ বলেন, "ধোঁকাবাজি, ফেরেববাজি ও খেয়ানতের স্থান জাহান্নামে। আর যে ব্যক্তি আমাদেরকে ধোঁকা দেবে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" *(ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে')*

মহিলাদের ছলা-কলাকে কুরআনে বিশাল বড় বলা হয়েছে। বিশেষ ক'রে সতীর বেশে অসতীর কুকৌশলকে। অনেক পুরুষ তাতে ধোঁকা খায়।

বনী ইসরাঈলের এক সুন্দরী অন্যাসক্তা ছিল। স্বামীর সন্দেহ হলেও স্ত্রী পাত্তা দিল না। শহরের বাইরে এক পাহাড় ছিল। সেখানে তারা সত্য-মিথ্যা যাচাই-এর জন্য কসম খেত এবং যে মিথ্যা কসম খেত, সে ধ্বংস হত। একদা স্বামী বলল, 'তোমাকে আমার সন্দেহ হয়।' স্ত্রী বলল, 'আমার জীবনে তুমি ছাড়া আমার গায়ে কেউ হাত দেয়নি, আর তুমি আমাকে খামাখা সন্দেহ করছ।' স্বামী বলল, 'তাহলে পাহাড়ের নিকট এ কথার উপর কসম খেতে হবে।'

মেয়েটি পড়ল চিন্তায়। উপপতি এলে তার কাছে ঘটনা খুলে বলল এবং এক কৌশলের কথাও তাকে জানিয়ে রাখল। পরদিন স্বামী-স্ত্রী বের হল শহরের বাইরে কসম খেতে। পথে বের হতেই স্ত্রী ছল করে চলতে অক্ষমতা প্রকাশ করল। পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী উপপতি রাস্তার মোড়ে গাধা নিয়ে অপেক্ষা করছিল। স্ত্রী স্বামীকে গাধা ভাড়া করতে পরামর্শ দিল। পরিশেষে উপপতির ভাড়া করা গাধাতে চড়ে সেই পাহাড়ের ধারে যেতে যেতে ইচ্ছা ক'রেই স্ত্রী পড়তে গেল। সাথে সাথে গাধা-ওয়ালা ও তার স্বামী তাকে ধরে বসিয়ে দিল। অতঃপর যথা সময়ে সেখানে পৌঁছে সে কসম খেয়ে বলল, 'আল্লাহর কসম! তুমি আর এই গাধা-ওয়ালা ছাড়া আর কেউ আমার গায়ে হাত দেয়নি।' সে কসমে সত্যবাদিনী ছিল, কিন্তু সে ছিল আসলে ছলনাময়ী। *(তফসীর আল-বাহরুল মুহীত্ব ইত্যাদি)*

এ গল্প লেখার উদ্দেশ্য হল, ছলনাময়ী মহিলার একটি উদাহরণ পেশ করা। যেমন আরো একটি উদাহরণ হল কুরআনে বর্ণিত যুলাইখার কাহিনী। তুমি বল, আঊযু বিল্লাহ! আমি এমন হতেই পারি না।

সৎকাজে স্বামীর সহায়িকা হও

'আদর্শ রমণী' সকল ফরয, সুন্নত, নফল ও বৈধ কাজে স্বামীর সহযোগিতা করে। তাতেই তো তার 'অর্ধাঙ্গিনী' ও 'সহধর্মিণী' নাম সার্থক হয়। এমন স্ত্রী স্বামীর জন্য একটি বেহেশ্তী উপহার। পার্থিব সমস্ত রকমের সম্পদ চাইতে সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ।

সওবান ﷺ বলেন, যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হল, তখন সফরে কিছু সাহাবী নবী ﷺ-কে বললেন, সোনা-চাঁদির ব্যাপারে যা অবতীর্ণ করার ছিল, তা অবতীর্ণ করা হল। আমরা যদি জানতাম, কোন্ সম্পদ সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহলে তা আমরা গ্রহণ ও অর্জন করতাম। তিনি বললেন, "সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হল, যিক্রকারী জিহ্বা, শুকরকারী হৃদয় এবং ঈমান ও আখেরাতের কাজে সহায়িকা স্ত্রী।" *(ইবনে মাজাহ)*

তিনি বলেন, "আল্লাহ সেই পুরুষকে রহম করুন, যে রাত্রে উঠে নামায পড়ে এবং তার স্ত্রীকে (নামাযের জন্য) জাগায়। সে জাগতে অস্বীকার করলে, তার মুখে পানির ছিটা মারে। আর আল্লাহ সেই মহিলাকে রহম করুন, যে রাত্রে উঠে নামায পড়ে এবং তার স্বামীকে (নামাযের জন্য) জাগায়। সে জাগতে অস্বীকার করলে তার মুখে পানির ছিটা মারে।" *(আবূ দাউদ, নাসাঈ)*

এমন স্বামী-স্ত্রী যারা সৎকাজে পরস্পর সহযোগী এবং কষ্টে পরস্পর সহানুভূতিশীল। যারা একে অপরকে নামাযের সময় ঘুম থেকে জাগিয়ে দেয়।

না, সে সময় তার ঘুমের ডিষ্টার্ব হবে, এ কথা ভেবো না। আর সেও যদি উঠে গিয়ে মায়া ক'রে তোমাকে না উঠিয়ে নামায নষ্ট ক'রে দেয়, তাহলে সেটা তোমার প্রতি আসল মায়া ভেবো না। ফরয নষ্ট ক'রে আরাম, কিসের আরাম? দোযখের আগুনকে ভয় না ক'রে যে মায়া প্রদর্শন করা হয়, কিসের সে মায়া?

বোনটি আমার! আদর্শ স্ত্রীর কথা শোন। বিবাহের পর স্বামী নামায পড়ে না। কত বড় মুসীবত? (এক ফতোয়া মতে) যে স্বামী নামায পড়ে না, তার দেহ স্পর্শ বৈধ নয়। প্রেমময়ী সে কথা বলবে আর কাকে? কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল আল্লাহকে। স্বামীর বিছানার পাশে তাহাজ্জুদ পড়ে তার হিদায়াতের জন্য দুআ করতে লাগল। প্রায় প্রত্যহ ঐ দুআ ও কান্না শুনে স্বামীর মনের গভীরে তাক্বওয়ার আলো বিচ্ছুরিত হল এবং সেও ফরয সহ তাহাজ্জুদের নামায পড়তে তওফীক লাভ করল। আর সেই সাথে তাদের দাম্পত্যে অনাবিল সুখের জোয়ার এল।

এক নামাযী বন্ধু স্বীকার করেন যে, আযান হলে তাঁর স্ত্রী আর তাঁকে ঘরে বসতে দেয় না; মসজিদে যেতে তাকীদ ও বাধ্য করে!

অনেকের স্ত্রী স্বামীকে লিখতে ও পড়তে বারবার তাকীদ করে। ব্যবসায় গেলে অসিয়ত করে বলে, 'আল্লাহকে ভয় করবেন, হারাম উপার্জন থেকে দূরে থাকবেন। কারণ, আমরা না খেয়ে ক্ষুধায় ধৈর্য ধরতে পারব; কিন্তু (হারাম খেয়ে) জাহান্নামে ধৈর্য ধরতে পারব না!'

একজন ডাক্তার সাহেব স্বীকার করেন যে, তাঁর দাড়ি রাখার ব্যাপারে তিনি তাঁর স্ত্রীর নিকট থেকে বড় অনুপ্রেরণা পেয়েছেন।

পক্ষান্তরে আর এক যুবক স্বীকার করে যে, বিবাহের পর তার স্ত্রী তাকে দাড়ি চাঁছতে বাধ্য করেছে!

পতিপ্রাণা বোনটি আমার! অধিকাংশ পুরুষের জীবনে বৃহৎ উন্নতি অথবা অবনতির পিছনে বৈধ অথবা অবৈধভাবে একজন নারীর হাত থাকে। তুমি স্বামীর উন্নতির সহায়িকা হও। ধার্মিক স্বামীর ধর্ম-পালনে সহযোগিতা কর।

স্বামী তাহাজ্জুদ পড়তে চায়, সুতরাং শোবার সময় স্ত্রী রাত ক'রে না। সে নফল রোযা রাখতে চায়, সুতরাং ভোর-বেলায় উঠে সেহরী তৈরী করতে হলেও পুণ্যময়ী স্ত্রী কুণ্ঠিতা হয় না। অনুরূপ যে কোনও ধর্মকর্মে তার সহযোগিতার প্রয়োজন হলে, সে তাতে আলস্য প্রদর্শন করে না। সে নিজের বেহেশ্ত ঠিক রেখে স্বামীর বেহেশ্ত ঠিক রাখতে অনুপ্রাণিতা হয়।

ধর্ম ও আখেরাতের ব্যাপারে আদর্শ স্ত্রীর আজব সহমত দেখ ঃ-

মদীনায় এক এতীমের বাগান ছিল। ওর সাথে অন্য এক ব্যক্তির বাগানও লাগালাগি ছিল। খেজুর গাছগুলি এমনভাবে লাগালাগি ছিল যে, ঝড়-বৃষ্টিতে খেজুর নীচে পড়ে গেলে পরস্পরের খেজুর পৃথক করা কঠিন হয়ে যেত। বুঝা যেত না কার গাছের পড়ে যাওয়া খেজুর।

অনাথ বালকটি চিন্তা করল আমার বাগানটা পৃথক করে নিলে ভাল হয়। যাতে প্রত্যেকের মালিকানা-স্বত্ব পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং পরস্পরে কোনো ঝগড়া-ঝঞ্ঝাটও সৃষ্টি হবে না। সুতরাং সেই এতীম বাচ্চা একটা দেওয়াল দিতে আরম্ভ করল। যখন সে দেওয়াল দিতে শুরু করল, তখন তার প্রতিবেশীর একটা খেজুর গাছ মাঝখানে পড়ে গেল। দেওয়াল তখনই সোজা হবে, যখন সে ঐ গাছটি পেতে পারবে।

ছেলেটি প্রতিবেশীর কাছে গেল। বলল, 'আপনার বাগানে অনেকগুলি খেজুর গাছ আছে। আমি দেওয়াল তৈরী করতে চলেছি। কিন্তু একটি গাছ আপনার মালিকানাধীন এ পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনি ঐ গাছটি আমাকে দিয়ে দিন, যাতে আমার দেওয়াল সোজা উঠতে পারে।' প্রতিবেশী লোকটি অস্বীকার করে দিল। ছেলেটি বলল, 'আচ্ছা আপনি আমার কাছ থেকে ওর উচিত মূল্য নিয়ে নিন। যাতে আমি দেওয়াল সোজা করতে পারব।' সে বলল, 'আমি ওটা বিক্রয় করতেও রাজী নই।'

ছেলেটি সোজা রসুলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হলো। আবেদন করল, 'হে

আল্লাহর রসূল! অমুক লোকের বাগানের লাগালাগি আমার বাগান আছে। আমি দুই বাগানের মধ্যখানে দেওয়াল তৈরী করতে চাচ্ছি। কিন্তু দেওয়ালটি ততক্ষণ পর্যন্ত সোজা হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত রাস্তায় অবস্থিত ওর একটি খেজুর গাছ আমার মালিকানায় না আসবে। আমি ঐ গাছের মালিককে অনুরোধ করেছি বিক্রয় করার জন্য। নানা রকম অনুনয়-বিনয়ও করেছি। কিন্তু সে কোন মতেই রাজী হয়নি। হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমার তরফ থেকে ওর কাছে সুপারিশ করে দিন, যাতে সে গাছটি আমাকে দিয়ে দেয়।' নবী ﷺ বললেন, 'ঐ লোকটিকে ডেকে নিয়ে এস।'

ছেলেটি ঐ লোকটির কাছে গেল। বলল, 'আল্লাহর রসূল ﷺ আপনাকে ডাকছেন।' লোকটি মসজিদে নববীতে এল। রসূল ﷺ তার দিকে চেয়ে দেখলেন এবং বললেন, "তোমার গাছটি এই এতীম ছেলেটাকে দিয়ে দাও।" লোকটি বলল, 'আমি তো এ গাছ দেব না।' নবী ﷺ পুনরায় বললেন, "নিজের এক ভাইকে গাছটা দিয়ে দাও।" লোকটি বলল, 'না, আমি দেব না।' নবী ﷺ আবারো বললেন, "তোমার ভাইটিকে গাছটি দিয়ে দাও; আমি ওর বিনিময়ে জান্নাতে একটি গাছ দেবার যামিন হচ্ছি।"

এত বড় একটি ভাল প্রস্তাব শোনার পরেও সে বলল, 'না, আমি খেজুর গাছ দেব না।' এক্ষণে আল্লাহর রসূল ﷺ নীরব হয়ে গেলেন। এর থেকে তিনি আর বেশী কি বলতে পারেন? উপস্থিত সাহাবীবৃন্দ নীরবে সমস্ত কথাবার্তা শুনছিলেন। উপস্থিত সাহাবীবৃন্দর মধ্যে বিখ্যাত সাহাবী আবু-দাহদাহ رضي الله عنهও বিদ্যমান ছিলেন। মদীনায় তাঁর একটি সুন্দর বাগান ছিল। যাতে ছয়শত খেজুর গাছ ছিল এবং উৎকৃষ্ট ফলের জন্য বাগানটি প্রসিদ্ধ ছিল। উন্নত মানের খেজুর হওয়ার সুবাদে বাজারে তার চাহিদাও ছিল অত্যধিক। মদীনার বড় বড় ব্যবসায়িক ঐকান্তিক আশা পোষণ করত, যদি তাদের ঐ রকম একটা বাগান হতো! আবু দাহদাহ رضي الله عنه ঐ বাগানের মধ্যখানে একটি সুন্দর বাড়ী নির্মাণ করে রেখেছিলেন। স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি সহ তিনি সেখানে স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করতেন। মিষ্টি পানির কূপ ওর গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি করে দিয়েছিল।

আবু দাহদাহ رضي الله عنه যখন রসূল ﷺ-এর ঐ আকর্ষণীয় প্রস্তাব শুনলেন, তখন তিনি মনে মনে বললেন, এই দুনিয়া কত তুচ্ছ? আজ না হয়, কাল মরতেই হবে। অতঃপর চিরস্থায়ী সুখ কিম্বা দুঃখের জীবন। অতঃপর যদি পরকালের জীবনে জান্নাতে একটা খেজুর বৃক্ষ আমি পেয়ে যাই, তাহলে কতই না সুন্দর হয়। অগ্রসর হয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি যে শুভসংবাদ দিয়েছেন, তা কি শুধু ঐ ব্যক্তির জন্যই? আমি যদি ঐ গাছটি খরীদ করে ঐ ছেলেটাকে দিয়ে দিই, তাহলে

আমি জান্নাতে খেজুর গাছ পাব কি?' নবী ﷺ উত্তরে বললেন, "হ্যাঁ! তোমার জন্যও আমি খেজুর গাছের যামিন থাকছি।" এক্ষণে আবু দাহদাহ ﵁ চিন্তা করতে লাগলেন, এমন কি জিনিস আছে যার বিনিময়ে ঐ গাছটি খরীদ করে ছেলেটাকে দান করে দেব? ইত্যবসরে হঠাৎ একটা অভিনব সিদ্ধান্ত তাঁর মনে উদয় হলো। তিনি ঐ লোকটির সঙ্গে কথোপকথন শুরু করলেন। বললেন, 'তুমি তো আমার বাগান সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত আছো। যাতে ছয়শত খেজুর গাছ আছে। সেখানে বসবাস উপযোগী ঘর ও কূপ আছে।' লোকটি বলল, 'মদীনার কে এমন লোক আছে যে ঐ বাগান চিনে না বা জানে না?' আবূ দাহদাহ ﵁ বললেন, 'তাহলে তুমি এক কাজ কর। ঐ একটি গাছের বিনিময়ে তুমি আমার সম্পূর্ণ বাগান নিয়ে নাও।'

এ কথা শুনে লোকটির আস্থা বা বিশ্বাস হচ্ছিল না। সে আবূ দাহদাহ ﵁-এর মুখের দিয়ে তাকিয়ে দেখল। সেই সঙ্গে উপস্থিত জনগণের প্রতিও দৃষ্টিপাত করল এবং বলল, আপনারা সবাই শুনছেন তো আবু দাহদাহ যা কিছু বলছেন? আবু দাহদাহ ﵁ নিজের ঐ বাক্যটি পুনরায় উচ্চারণ করলেন এবং উপস্থিত জনগণকে সাক্ষী ক'রে নিলেন। সুতরাং একটি খেজুর গাছের বিনিময়ে তিনি সম্পূর্ণ বাগান, ঘর ও কূপ ঐ লোকটিকে প্রদান ক'রে দিলেন। এক্ষণে তিনি যখন ঐ গাছটির মালিক হয়ে গেলেন, তখন এতীম ছেলেটাকে বললেন, 'আজ থেকে ঐ গাছটি তোমার হয়ে গেল। আমি তোমাকে উপহার স্বরূপ দিয়ে দিলাম। এবারে তুমি তোমার দেওয়াল সোজা করে তৈরী কর।'

আর কোন বাধা থাকল না। এর পর তিনি রসূল ﷺ-এর দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি কি এখন জান্নাতে খেজুর গাছের অধিকারী হয়ে গেছি?' উত্তরে তিনি বললেন, "আবু দাহদার জন্য জান্নাতে কত বিশাল খেজুর গাছ (ও খেজুর) রয়েছে!" *(আহমাদ ৩/ ১৪৬, হাকেম ৩/২০)*

উপরোক্ত হাদীসের বর্ণনাকারী আনাস ﵁ বলছেন, নবী ﷺ কথাগুলো এক-দু'বার নয়, বরং আনন্দের সঙ্গে কয়েক বার উচ্চারণ করলেন। আবু দাহদাহ ﵁ জান্নাতের শুভসংবাদ পাওয়ার পর সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। ইচ্ছা হলো, নিজের কাপড়-চোপড়, কিছু প্রয়োজনীয় আসবাব-পত্র তো বের করে নিই। সুতরাং তিনি বাগানের প্রবেশদ্বার প্রান্তে উপস্থিত হলেন। ভিতর থেকে ছেলে-মেয়েদের শব্দ শোনা গেল। স্ত্রী গৃহস্থালি কাজে ব্যস্ত। ছেলেরা খেলাধূলায় রত। মনে হলো, বাড়ীর অন্দরে গিয়ে স্ত্রীকে খবরটা শুনিয়ে দিই। কিন্তু দরজাতেই দাঁড়িয়ে গেলেন। সেখান থেকেই ডাকলেন,

'উম্মে দাহদাহ!' উম্মে দাহদাহ আশ্চর্য বোধ করলেন, কি ব্যাপার? আবু দাহদাহ ভিতরে প্রবেশ না করে দরজার বাইরে থেকেই কেন ডাকছেন? দ্বিতীয়বার আবার ডাকছেন, 'উম্মে দাহদাহ!' উত্তরে বললেন, 'এই যে আমি উপস্থিত আছি আবু দাহদাহ!' উত্তর শুনে বললেন, 'ছেলে-মেয়েদেরকে সঙ্গে নিয়ে এই বাগান থেকে বের হয়ে এস! কারণ এই বাগানটি আমি বিক্রয় করে দিয়েছি।' উম্মে দাহদাহ বললেন, 'বাগান বিক্রয় করে দিয়েছেন? কাকে এবং কত দামে বিক্রয় করেছেন?' উত্তরে বললেন, 'জান্নাতের একটা খেজুর গাছের বিনিময়ে এটাকে বিক্রয় করেছি।' উম্মে দাহদাহ বললেন, 'আল্লাহু আকবার! আপনি বড় লাভদায়ক ব্যবসা করেছেন। এখন এই বাগানে প্রবেশ না করাই উত্তম। বড় লাভজনক ব্যবসা! জান্নাতে একটি গাছ; যার নীচে ঘোড়-সওয়ার ব্যক্তি সত্তর বছর চলতে থাকবে তবুও তার ছায়া শেষ হবে না।'

উম্মে দাহদাহ (রাঃ) ছেলেদের হাত ধরলেন। ওদের জামার পকেটগুলো খুঁজে দেখলেন। তাতে যা কিছু ছিল বের করে দিলেন। বললেন, এখন এটা মহান প্রতিপালকের হয়ে গেছে। এ সব আমাদের আর নয়। অতঃপর শূন্য হাতে বাগান থেকে বাইরে বের হয়ে এলেন! *(সুনাহরে আওরাক্ব ২৩৬-২৪০পৃঃ)*

জানি না বোনটি! তুমি হলে তোমার স্বামীকে পাগল বলতে কি না? উত্তর যদি 'না' হয়, তাহলে তুমিও একজন 'আদর্শ স্ত্রী'।

স্বামী চাষী হলে, আদর্শ স্ত্রী তার চাষে যথাসাধ্য সহযোগিতা করে। বিচারপতি হলে ন্যায়-বিচারে, লেখক হলে লেখায়, নেতা হলে সততায়, পুলিশ হলে ইনসাফে, ব্যবসায়ী হলে ব্যবসায় সহযোগিতা করে। হারাম কামায়ে সতর্ক করে, সূদ-ঘুস থেকে দূরে থাকতে উদ্বুদ্ধ করে।

স্বামী ছাত্র হলে তার পড়াশোনায় সহযোগিতা করে, ভাল নম্বর আনতে উৎসাহিত করে, নিজের যৌবনের আকর্ষণে তার পড়াশোনার ক্ষতি করে না অথবা পড়া ছাড়তে বাধ্য করে না।

চাকুরি-জীবী হলে চাকুরিতে বাধা দেয় না, সে উদ্দেশ্যে দূরে বা বিদেশে থাকলে নিজের প্রেম-উৎকণ্ঠা প্রকাশ ক'রে তাকে কাছে ডেকে নেয় না।

স্বামী সামাজিক হলে স্ত্রীর কষ্ট বেশী হওয়ার কথা, সে ক্ষেত্রে অতিরিক্ত আসা-যাওয়া ও রান্না-বান্না ক'রে তাকে সহযোগিতা করতে হয়।

এ জীবন একটি যাত্রা, একটি সফর, একটি যুদ্ধ। এতে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক

সহযোগিতা একান্ত জরুরী। একজন সহযোগী ও সহকর্মী না হলে এ জীবনের কর্মক্ষেত্রে কালাতিপাত করা বড় সুকঠিন। সুতরাং তুমি তোমার স্বামীর সহযোগী হও। বাসর রাতেই সেই দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ কর।

"বিবাহের রঙে রাঙা আজ সব; রাঙা মন, রাঙা আভরণ,
বল নারী 'এই রক্ত আলোকে আজ মম নব জাগরণ।'
পাপে নয় পতিপুণ্যে সুমতি
থাকে যেন হয়ো পতির সারথি
পতি যদি হয় অন্ধ হে সতী!
বেঁধোনা নয়নে আবরণ;
অন্ধ পতিরে আঁখি দেয় যেন তোমার সত্য আচরণ।"

তবে কোন পাপকাজে খবরদার স্বামীর সহযোগিতা করবে না। বরং অন্যায় কাজে বাধা দেবে, অন্যায়ের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করবে।

পক্ষান্তরে তুমি যদি কোন পাপকাজে স্বামীর বিরুদ্ধে অপরের সহযোগিতা কর, তাহলে নিশ্চয় তুমি ভাল মেয়ে নও। এমন কাজের জন্য আল-কুরআনে দুইজন মহিলার সমালোচনা করা হয়েছে। তারা হল নূহ ও লূত (আলাইহিমাস সালাম)এর স্ত্রী। মহান আল্লাহ বলেন,

{ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ} (١٠) سورة التحريم

অর্থাৎ, আল্লাহ অবিশ্বাসীদের জন্য নূহ ও লূতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছেন; তারা ছিল আমার দাসদের মধ্যে দুই সৎকর্মপরায়ণ দাসের অধীন। কিন্তু তারা তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, ফলে তারা (নূহ ও লূত) তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারল না এবং তাদেরকে বলা হল, জাহান্নামে প্রবেশকারীদের সাথে তোমরাও তাতে প্রবেশ কর। *(সূরা তাহরীম ১০ আয়াত)*

তাদের বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে বলা হয়েছে, তারা তাদের স্বামীদের উপর ঈমান আনেনি। তারা মুনাফিকী ও কপটতায় লিপ্ত ছিল এবং নিজেদের কাফের জাতির প্রতি তারা সমবেদনা পোষণ করত। যেমন, নূহ عليه السلام-এর স্ত্রী নূহ عليه السلام-এর ব্যাপারে লোকদেরকে বলে বেড়াত যে, এ একজন পাগল। আর লূত عليه السلام-এর স্ত্রী তার গোত্রের লোকদেরকে নিজ বাড়ীতে আগত অতিথির সংবাদ পৌঁছে দিত। কেউ কেউ বলেন,

এরা উভয়ই তাদের জাতির লোকদের মাঝে নিজ নিজ স্বামীর চুগলি করে বেড়াত।

আর এ জন্যই কিছু স্ত্রীর জন্য বলা হয়েছে, তারা স্বামীর দুশমন স্বরূপ। মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ} (١٤) سورة التغابن

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থেকো। *(সূরা তাগাবুন ১৪ আয়াত)*

অন্য দিকে অন্যায়ে স্বামীর সহযোগিতা না করার জন্য প্রশংসা করা হয়েছে অন্য এক স্ত্রীর। তিনি হলেন ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া। মহান আল্লাহ তাঁর সম্বন্ধে বলেন,

{وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} (١١) سورة التحريم

অর্থাৎ, আল্লাহ বিশ্বাসীদের জন্য উপস্থিত করছেন ফিরআউন পত্নীর দৃষ্টান্ত, যে (প্রার্থনা করে) বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! তোমার নিকট জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ কর এবং আমাকে উদ্ধার কর ফিরআউন ও তার দুষ্কর্ম হতে এবং আমাকে উদ্ধার কর যালিম সম্প্রদায় হতে। *(সূরা তাহরীম ১১ আয়াত)*

বলা হয় যে,

'ফিরাউন কমিনায় আসিয়ার হাত-পায়
ঠুকিল লোহার মেখ কত,
তবু সে আসিয়া নারী না ছাড়িল দ্বীনদারী
দ্বীনদারী চাই এই মত।'

ধৈর্যশীলা হও

পৃথিবীর এ সুখ সম্ভারে কোন জিনিসের অভাব নেই। কিন্তু জন্মের পরে কে কি পেয়েছে, সেটা তো প্রত্যেকের ভাগ ও ভাগ্য বোনটি আমার!

কেউ খায় দুধে চিনি, কারো শাকে বালি,
কারো বস্তা বস্তা টাকা, কারো হাত খালি।

কেউ কারো ভাগ্য গড়ে দিতে পারে না এবং কেউ কারো ভাগ্য ছিনিয়ে নিতেও পারে না। কোন দম্পতির অবস্থা সোনায় সোহাগা। কারো অবস্থা কাকের ঠোঁটে আঙ্গুরের মত।

মেঘের কোলে সৌদামিনী বোনটি আমার! জীবনটা এমনই, আরবীতে কাউকে 'কেমন কাটছে?' জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে অনেকে বলে, 'য়্যাউমুন আসাল, অ য়্যাউমুন বাস্বাল।' অর্থাৎ, একদিন মধু, একদিন পিঁয়াজ। বাংলায় বলা হবে, 'একদিন মধু, একদিন কদু।' এই ভাবেই প্রায় মানুষের জীবন কাটে। কখনো হাতি কখনো মশা, কখনো হয় দুর্দশা। 'কোন দিনই হায় পোহাবে না যাহা তেমন রাত্রি নাই।'

'নূতন প্রেমে নূতন বধূ, আগাগোড়া কেবল মধু, পুরাতনে অম্লমধুর একটু ঝাঁঝালো।' তোমার ক্ষেত্রে যে তার ব্যতিক্রম হবে, তা নাও হতে পারে।

ধৈর্য ধর। 'ধীর পানিতে পাথর কাটে।' স্বামীর আপদে-বিপদে, রোগে-শোকে ও অভাবে ধৈর্য ধারণ কর। যদিও তুমি ভাগ্যদোষে সেই মহিলা, যে বলে,

'মরমে লুকানো কত দুখ
ঢাকিয়া রয়েছি ম্লানমুখ,
কাঁদিবার নাই অবসর
কথা নাই শুধু ফাটে বুক।'

তবুও তোমাকে বীরের মত বলতে হবে, 'পথের কাঁটা মানব না, হৃদয়-ব্যথায় কাঁদব না।'

'আমি ভয় করব না, ভয় করব না
দু'বেলা মরার আগে মরব না ভাই মরব না।
তরীখানা বাইতে গেলে,
মাঝে মাঝে তুফান মেলে-
তাই বলে হাল ছেড়ে দিয়ে কান্নাকাটি করব না।'

স্বামীর সাথে বাস করতে করতে টকঝক কার না হয়? তা বলে সামান্য কথায় 'তালাক দাও, আমি তোমার ভাত খাব না, আমি মায়ের ঘর চলে যাব, আমার পোড়া কপাল!' ইত্যাদি বলে এত বড় আঘাত সৃষ্টি করা তোমার উচিত নয়। যেমন উচিত নয়, সামান্য কথায় নাকে কাঁদা, হা-হুতাশ করা।

অকারণে তালাক নেওয়া মুনাফিক মেয়ের গুণ। এমন মেয়ের জন্য জান্নাতের সুগন্ধও হারাম। *(সিলসিলাহ সহীহাহ ৬৩২, সহীহুল জামে' ২৭০৬নং)*

জান্নাতলোভী বোনটি আমার! আপদে-বিপদে, রোগে-অসুখে ধৈর্য ধারণ কর।

আত্বা ইবনে আবী রাবাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা ইবনে আব্বাস ﵄ আমাকে বললেন, 'আমি কি তোমাকে একটি জান্নাতী মহিলা দেখাব না!' আমি

বললাম,' হ্যাঁ!' তিনি বললেন, 'এই কৃষ্ণকায় মহিলাটি নবী ﷺ-এর নিকটে এসে বলল যে, আমার মৃগী রোগ আছে, আর সে কারণে আমার দেহ থেকে কাপড় সরে যায়। সুতরাং আপনি আমার জন্য দুআ করুন।' তিনি বললেন, "তুমি যদি চাও, তাহলে সবর কর; এর বিনিময়ে তোমার জন্য জান্নাত রয়েছে। আর যদি চাও, তাহলে আমি তোমার রোগ নিরাময়ের জন্য আল্লাহর নিকট দুআ করব।" স্ত্রীলোকটি বলল, 'আমি সবর করব।' অতঃপর সে বলল, '(রোগ উঠার সময়) আমার দেহ থেকে কাপড় সরে যায়, সুতরাং আপনি আল্লাহর কাছে দুআ করুন, যেন আমার দেহ থেকে কাপড় সরে না যায়।' ফলে নবী ﷺ তার জন্য দুআ করলেন। *(বুখারী-মুসলিম)*

একটু খেয়াল ক'রে দেখ, রোগে ধৈর্য ধরব, জান্নাত নেব, তবে বেপর্দা হব না। তুমি কি ঐ মহিলার মত হতে চাও, নাকি সেই মহিলার মত, যে সর্দি লাগলে অথবা গা গরম হলেই শিঙ্গার ক'রে ডাক্তারখানা ছুটে?

সুখ-হারানো বোনটি আমার! জীবনে কিছু পেতে হলে, কিছু দিতে হয়, কিছু লাভ করতে গেলে, কিছু হারাতে হয়। দুনিয়ার এ রীতি বড় চিরন্তন। তা বলে ঢেউ দেখে তুমি লা ডুবিয়ে দিও না। 'তুফানে ছেড়ো না হাল, নৌকা হবে বানচাল।' 'ঢেউ দেখে যে ভয় পাবে না, অকূল পারে নে যাই তারে।'

আমরা প্রত্যেকেই জীবনে চাই। আর সেই চাওয়া থেকে আমাদের সমস্যা বৃদ্ধি পায়। কে চাওয়ার মত পাওয়া পেয়েছে বল?

'পাওয়ার মতন পাওয়া যারে কহে,
সহজ বলেই সহজ তাহা নহে
দৈবে তারে মেলে।'

যদি চাওয়ার মত পাওয়া না পেয়ে থাক, তাহলে ধৈর্য ধারণ কর।

ধৈর্য দুই প্রকার ঃ বাঞ্ছিত জিনিস না পাওয়ার বা হাতছাড়া হওয়ার অনুতাপে ধৈর্য এবং অবাঞ্ছিত জিনিস গ্রহণ করতে বাধ্য হওয়ার অনুতাপে ধৈর্য। উভয় ক্ষেত্রেই ধৈর্য অপরিহার্য।

ধৈর্য তিন প্রকার ঃ আল্লাহর আদেশ পালনে ধৈর্য, তাঁর নিষেধ বর্জনে ধৈর্য এবং তাঁর তকদীরের বালা-মুসীবতের উপর ধৈর্য। এই তিন প্রকারই ধৈর্যধারণ করা তোমার জন্য ফরয।

স্বামী যদি সত্যই অবুঝ ও অত্যাচারী হয়, তাহলে ধৈর্য ধর। সে যদি তার নিজের হক কড়ায়-গণ্ডায় আদায় ক'রে নেয় এবং তোমার হক আদায় না করে, তাহলে

ধৈর্য ধর। বুঝিয়ে, আত্মীয়কে সালিস মেনেও যদি না পার, তাহলে তুমি যথানিয়মে স্বামীর হক আদায় কর এবং তোমার নিজের হক আল্লাহর কাছে চেয়ে নাও।

ঐ দেখ না, রাজা অত্যাচার করলে আমাদেরকে কি করতে হবে তার নির্দেশ দিয়ে মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা আমার পরে (শাসকগোষ্ঠীর অবৈধভাবে) প্রাধান্য দেওয়ার কাজ দেখবে এবং এমন অনেক কাজ দেখবে, যেগুলোকে তোমরা মন্দ জানবে।" সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি (সেই অবস্থায়) আমাদেরকে কি আদেশ দিচ্ছেন?' তিনি বললেন, "তাদের যে অধিকার আদায় করার দায়িত্ব তোমাদের আছে, তা তোমরা আদায় করবে এবং তোমাদের যে অধিকার, তা তোমরা আল্লাহর কাছে চেয়ে নেবে।" *(বুখারী-মুসলিম)*

নিপীড়িতা বোনটি আমার! দুর্বল শক্তিহীনের ধৈর্য ছাড়া আর কি উপায় আছে বল। ঐ দেখ পুলিশ এসে খামাখা অত্যাচার করে, বিনা দোষে গালাগালি করে, উর্দির গরমে মানীকেও হেনস্থা করে। তখন কি করার আছে বল? মনে মনে পারলে ক্ষমা ক'রে দিও। নচেৎ হিসাব পাওয়ার আশা রেখো হিসাবের দিন।

তুমি হয়তো বলবে, আল্লাহ কি নারীকে এত ছোট ক'রে সৃষ্টি করেছেন?

না, বোনটি আমার! কেউ যদি বড়কে সম্মান না দেয়, তাহলে সে ছোট হয়ে যায় না। কিন্তু তুমি যথার্থ মর্যাদা পেতে কি করবে বল? আমি মানলাম, তোমার দোষ নেই। বিনা দোষে সে যদি তোমার প্রতি অত্যাচার করে, তাহলে সে হয় পাগল, না হয় অত্যাচারী। আর যদি তোমার ছোটখাট দোষ থাকে, কিন্তু সে বড় শাস্তি দেয়, তাহলে তার জন্য তুমি কী করতে পার? তুমি যে তার মুখাপেক্ষিণী!

সে গালাগালি করলে, তুমিও গালাগালি করে প্রতিশোধ নেবে?

সে তোমার গায়ে হাত তুললে, তুমিও তার গায়ে হাত তুলবে? আর তাহলে তো আগুন বেড়ে যাবে? সে তোমাকে তালাক দেবে? আর তাহলেই তো সব খেলাই সাঙ্গ।

থানা-পুলিশ করবে? নারী-নির্যাতন কেস দেবে? মহিলা সংগঠন দ্বারা তোমার স্বামীকে শায়েস্তা করবে? তাতে কি তোমার অধিকার ফিরে আসবে? শক্তির জোর দেখিয়ে অথবা ভয় দেখিয়ে স্বামীর ভাত পেতে পার, কিন্তু ভালবাসা তো পাবে না।

সুতরাং সবার চাইতে ধৈর্য ধরাই কি শ্রেষ্ঠ পথ নয় বোনটি?

বিমাতা বিষের ঘর। সেখানে যদি তুমি অত্যাচারিতা হও, পিতার কাছে বিচার না পাও, তাহলে ধৈর্য ধর।

শ্বশুর-শাশুড়ী ও শ্বশুরবাড়ি যেমনই হোক সব কিছুর ব্যাপারে ধৈর্য ধর।

এমন শাশুড়ীও হতে পারে, যার শাসনে সময় মত খেতে পাও না, পছন্দ মত পরতে পাও না। যে তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা দেখে ঈর্ষায় ফেটে পড়ে বলে, 'কথায় বলে দিনে ভাশুর, রাতে পুরুষ। কিন্তু আজকাল সব ঢেটা। (প্রশংসার সুরে) আমার অমুক ছেলে খুব ভালো। বউকে সব সময় লাল চোখে দেখে, আর রাত ছাড়া কাছ ঘেঁসতে দেয় না!' পরন্তু নিজের বেটি-জামায়ের অনুরূপ প্রেম-বৈঠক দেখে অপরকে গর্বের সাথে বলে, 'আমার জামাই আমার মেয়েকে খুব ভালবাসে!'

এমন শাশুড়ী হতে পারে, যে তোমাকে মাপা খাবার দেয়! মাপার ছোট সরা ভেঙ্গে গেলে বড় সরায় ভাত পাওয়ার আশায় তোমার আনন্দ লক্ষ্য ক'রে যে বলে, 'ছোট সরাটি ভেঙ্গে গেছে বড় সরাটি আছে, নাচ কোদ কেন বউ হাতের আন্দাজ আছে!'

যে শাশুড়ী তোমাকে বসতে সময় দেয় না। যে নিজের মেয়েকে বসিয়ে রেখে তোমাকে দাসীর মত নাকে দড়ি দিয়ে খাটায়। যার অবস্থা বলে, 'বসবি তো ছেলে ধর, উঠবি তো কাঠ কাট।'

যেখানে স্বামী নিষ্ক্রিয়! যেখানে তুমি নীরবে ব্যথা সও।

'নিভৃত প্রাণের নিবিড় ছায়ায় নীরব নীড়ের 'পরে,
কথাহীন ব্যথা একা একা বাস করে।'

দুঃখ-কষ্টের মাঝে একদিন তোমার জয় অবধার্য। মহান আল্লাহ ধৈর্যশীল বান্দাদেরকে সুসংবাদ দিয়েছেন।

'ধাইল প্রচণ্ড ঝড় বাধাইল রণ-
কে শেষে হইল জয়ী? মৃদু সমীরণ।'

কোন কষ্ট যদি তোমার নিজের দোষের কারণে হয়, তাহলে তুমি নিজেকে সংশোধন কর।

'মিছে কান্নায় কি ফল আর,
যাতে না ভোগ পুনঃপুনঃ তারই উপায় কর সার।'

'সবুরেতে মেওয়া ফলে, উতলায় কি ফল ফলে, থাকতে হয় লো কাদায় চলে গুণ ফেলে।'

ধৈর্যশীলা বোনটি আমার! আঘাত ভুলার অভ্যাস থাকলে সুখলাভ বড় সহজ। স্বার্থপরেরা যদি তোমার উপর টেক্কা দিতে চায়, তাহলে তা তুচ্ছজ্ঞান করে বাতিল কর। শোধ নেওয়ার দরকার নেই। যখন শোধ নেওয়ার চেষ্টা করবে, তখন দেখবে, তার ক্ষতি করার চাইতে তুমি নিজেরই ক্ষতি করে বসছ।

খবরদার! কারো নিকট হতে কৃতজ্ঞতা পাওয়ার আশা করো না। তুমি যদি সুখী

হতে চাও, তাহলে কৃতজ্ঞতা বা অকৃতজ্ঞতার কথা ভুলে যাওয়া ভালো। আর দান করার আনন্দেই দান করা উচিত।

আমাদের যা আছে তার কথা আমরা কদাচিতই ভেবে থাকি, বরং অধিকাংশ সময় চিন্তা করি যা আমাদের নেই তার কথা। আর তার জন্যই আমরা মনে কষ্ট পাই।

জ্ঞানী বোনটি আমার! তোমার কি নেই তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করো না; বরং তোমার যা আছে তা নিয়ে চিন্তা কর। হয়তো দেখবে, তোমার যা আছে তা, যা নেই তার তুলনায় অনেক বেশী।

জীবনে যা পেয়েছ, তারই হিসাব কর, যা পাওনি তার নয়। তাহলেই দেখবে তোমার মনে শান্তি বিরাজ করছে এবং অন্তরের অন্তস্তল থেকে মহান আল্লাহর শুকর বের হয়ে আসছে।

দুঃখ পেলে ধৈর্য ধর, সুখ পেলে বন্টন কর। স্বামীর অনুমতি নিয়ে তোমার বোন, জা, প্রতিবেশিনী প্রভৃতির মাঝে যথাসম্ভব তোমার সুখ ভাগ ক'রে দাও, আনন্দ পাবে।

যে শুধু নিজের কথা ভাবে, সে জীবনে কিছুই পায় না; সে বড় দুঃখী। পক্ষান্তরে অন্যের উপকার যে করে, সে জীবনকে পরিপূর্ণ উপভোগ করতে পারে।

সুখ হল চুম্বনের মত, যা অংশীদার ছাড়া বাস্তবায়ন হয় না।

সুখকে সুখ তখনই বলা হবে, যখন তাতে একাধিক ব্যক্তি শরীক হবে। আর কষ্টকে কষ্ট তখনই মনে হবে, যখন তা কাউকে একাই সহ্য করতে হবে।

আর অপরের সুখ দেখে হিংসা করো না, নিজেকে হেয় মনে করো না। 'পরের দেখে তুলো হাঁই, যা আছে তাও নাই।'

সুখ-কাঙ্গালিনী বোনটি আমার! পরের সংসারকেই বেশী সুখী মনে হয়। পরের স্বামীকে বেশী ভাল মনে হলে মনে রেখো, নদীর অপর পারের ঘাসকে অনেক বেশী সবুজ মনে হয়। দূরবর্তী সম্ভাবনাকে মানুষ অনেক বেশী উজ্জ্বল মনে করে।

'নদীর এ পার কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস,
ও পারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস।
নদীর ও পার বসি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে-
কহে, যাহা-কিছু সুখ সকলই ও পারে।'

দূরে থেকে সরষে ক্ষেত ঘন লাগে। সুতরাং যে যেখানে থাকে, তাকে তার পরিবেশ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা দরকার।

'বনের পাখি বলে, আকাশ ঘন নীল কোথাও বাধা নাই তার,

খাঁচার পাখি বলে, খাঁচাটি পরিপাটি কেমন ঢাকা চারিধার।
বনের পাখি বলে, আপনা ছেড়ে দাও মেঘের মাঝে একেবারে,
খাঁচার পাখি বলে, নিরালা সুখ কোণে বাঁধিয়া রাখো আপনারে।
বনের পাখি বলে, না, সেথা কোথায় উড়িবারে পাই?
খাঁচার পাখি বলে, হায়! মেঘে কোথা বসিবার ঠাঁই?'

এক সুন্দরী স্ত্রী তার কুশ্রী স্বামীকে বলল, আমি আশা করি, আমরা উভয়েই জান্নাতবাসী হব? স্বামী বলল, তা কি ক'রে বলতে পার? বলল, কারণ তুমি আমার মত সুন্দরী স্ত্রী পেয়ে শুক্র করছ। আর আমি তোমার মত কুশ্রী স্বামী পেয়ে ধৈর্য ধারণ করছি। আর শুক্রকারী ও ধৈর্যশীল উভয়ই জান্নাতবাসী হবে!

সুখ-সিংহাসনে অধিষ্ঠাত্রী বোনটি আমার! হিংসুকের হিংসায় ধৈর্য ধারণ কর। কেউ যদি তোমার পর্দা, বোরকা বা পরহেযগারী নিয়ে টিটকারি করে, তাহলে ধৈর্য ধর। আর এই সব ক্ষেত্রে একটি কথা স্মরণে রেখো, মনে সান্ত্বনা পাবে - 'হাথী চলতা রহেগা, কুত্তা ভুঁকতা রহেগা।'

স্বামী বিদেশে থাকলে

স্বামী বিদেশে থাকলে তার দ্বীন ও দুনিয়া বিষয়ক সকল কিছুর দায়িত্বশীলা হয় স্ত্রী। স্বামী ঘরে থাকতে যে দায়িত্ব সে পালন করে, সে ঘরে না থাকলেও অনুরূপ দায়িত্ব পালনে তৎপর থাকে।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব-বিষয়ে (কিয়ামতে) কৈফিয়ত করা হবে। ইমাম (রাষ্ট্রনায়ক তার রাষ্ট্রের) একজন দায়িত্বশীল, সে তার দায়িত্ব-সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। পুরুষ তার পরিবারে দায়িত্বশীল, সে তার দায়িত্ব-বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। মহিলা তার স্বামী-গৃহের দায়িত্বশীলা, সে তার দায়িত্ব-বিষয়ে জিজ্ঞাসিতা হবে। চাকর তার মুনিবের অর্থের দায়িত্বশীল, সে তার দায়িত্ব-বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। তোমাদের প্রত্যেকেই এক একজন দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব-বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে।" *(বুখারী ৮৯৩, ৫১৮৮ প্রভৃতি, মুসলিম ১৮২৯নং)*

দায়িত্বশীলা আদর্শ স্ত্রীর দুই চেহারা হতে পারে না। তার মধ্যে মুনাফিকী, কপটতা ও প্রবঞ্চনা থাকতে পারে না। সামনে এক, পিছনে অন্য এক হতে পারে না।

অদৃশ্যভাবে ঈমান বড় ঈমান। অদৃশ্যভাবে ভয় আসল ভয়। পিছনের শ্রদ্ধা প্রকৃত শ্রদ্ধা। পিছনের প্রশংসাই প্রকৃত প্রশংসা। স্বামী দূরে থাকলেও তাকে যে মেনে চলে, সেই হল খাঁটি স্ত্রী। মহান আল্লাহ এমন স্ত্রীর প্রশংসা ক'রে বলেন,

{فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ} (٣٤) سورة النساء

অর্থাৎ, পুণ্যময়ী নারীরা অনুগতা এবং পুরুষের অনুপস্থিতিতে লোক-চক্ষুর অন্তরালে (স্বামীর ধন ও নিজেদের ইজ্জত) রক্ষাকারিণী; আল্লাহর হিফাযতে (তওফীকে) তারা তা হিফাযত করে। *(সূরা নিসা ৩৪ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেন, "সৌভাগ্যের স্ত্রী সেই; যাকে দেখে স্বামী মুগ্ধ হয়। সংসার ছেড়ে বাইরে গেলে স্ত্রী ও তার সম্পদের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকে। আর দুর্ভাগার স্ত্রী হল সেই; যাকে দেখে স্বামীর মন তিক্ত হয়, যে স্বামীর উপর জিভ লম্বা করে (লানতান করে) এবং সংসার ছেড়ে বাইরে গেলে ঐ স্ত্রী ও তার সম্পদের ব্যাপারে সে নিশ্চিন্ত হতে পারে না।" *(হাকেম, সিলসিলাহ সহীহাহ ১০৪৭নং)*

তিনি আরো বলেন, "তিন ব্যক্তির ব্যাপারে জিজ্ঞাসাই করো না (তারা ধ্বংসগ্রস্ত); এমন ব্যক্তি, যে ঐক্যবদ্ধ জামাআত ত্যাগ করে এবং রাষ্ট্রনেতার অবাধ্য হয়ে মারা যায়। এমন ক্রীতদাস বা দাসী, যে নিজের প্রভু থেকে পালিয়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে। এবং এমন স্ত্রী, যার স্বামী বিদেশে থাকে, সে তার সাংসারিক যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করে গিয়ে থাকে, অথচ সে তার পশ্চাতে বেপর্দা হয়। এদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাই করো না।" *(আদাবুল মুফরাদ বুখারী, ইবনে হিব্বান, হাকেম প্রমুখ)*

যে মানুষ লোকালয়ে আল্লাহকে ভয় করে, সে নির্জনেও তাঁকে ভয় করবে। যে স্ত্রী স্বামীর উপস্থিতিতে আল্লাহকে ভয় করে, সে তার অনুপস্থিতিতেও ভয় করবে। সে এমন হতে পারে না যে, 'বামুন নাই ঘরে, বামনী তুলে লাঙ্গল ধরে।' সে 'দিনের বেলায় মোল্লাগিরি, রাতের বেলায় কলাই চুরি' করতেই পারে না। লোকালয়ে শয়তানের শত্রু এবং নির্জনে তার বন্ধু হতে পারে না। কারণ সে জানে যে, আল্লাহ তার সাথের সাথী। সাথে আছে 'কিরামান কা-তিবীন' ফিরিশ্তা। তার স্বামী বা আর কেউ তার পাপ না দেখলেও সর্বদ্রষ্টা মহান সৃষ্টিকর্তা তার সব কিছু দেখছেন এবং রেকর্ড ক'রে রাখছেন।

একদা খলীফা উমার অথবা ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) মক্কার পথে ছিলেন। এক জায়গায় রাত কাটাতে নামলে এক রাখাল তাঁর কাছে আসে। তিনি তার কাছে একটি ছাগল কিনতে চান। রাখালটি বলে, 'এ ছাগল তো আর আমার নয়। মালিকের

অনুমতি ছাড়া কেমন ক'রে বেচি?' (তাকে পরীক্ষার জন্য) তিনি বললেন, 'তুমি তোমার মালিককে বলো, নেকড়েতে খেয়ে ফেলেছে।'

রাখালটি বলল, 'আর আল্লাহ কোথায়?'

উমার ﷺ রাখালের কথা শুনে কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, '(তা বটে।) আল্লাহ কোথায়?' অতঃপর তার আমানতদারি দেখে তিনি তাকে ক্রয় করে স্বাধীন ক'রে দিলেন। *(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা' ৩/২ ১৬)*

একদা উমার ﷺ রাত্রিবেলায় ছদ্মবেশে শহরে ঘুরছিলেন। এক ঘর থেকে মা-বেটির আওয়াজ তাঁর কানে এল; মা মেয়েকে বলছে, 'দুধে পানি দিয়ে দে, বেশী হবে।' মেয়ে বলছে, 'আমীরুল মু'মিনীন এক ঘোষক দ্বারা ঘোষণা করিয়েছেন যে, দুধে পানি মিশানো যাবে না।' মা বলছে, 'এখানে না তোকে উমার দেখতে পাবে, আর না তাঁর ঘোষক।' মেয়ে বলছে, 'না মা! লোকালয়ে যার বাধ্য, নির্জনে তার অবাধ্যতা করতে পারি না! তাঁরা দেখেননি, তাঁদের রব তো দেখছেন!'

এ কথোপকথন শুনে খলীফা উমার ﷺ ঐ মেয়েকে নিজের পুত্রবধূ ক'রে নিলেন। আর সেই মহিলার বংশসূত্রে জন্ম নিয়েছিলেন পঞ্চম খলীফা উমার বিন আব্দুল আযীয। *(অফিয়াতুল আ'য়ান ৬/৩০২, স্বিফাতুস স্বাফ্ওয়াহ ২/৩৭)*

অনুরূপ তিনি টহল দিচ্ছিলেন। গভীর রাত্রে পার্শ্ববর্তী বাড়ি থেকে এক মহিলার কণ্ঠ থেকে গুন্‌গুন্ শব্দে এই গান ভেসে এল,

تطاول هذا الليل واسود جانبه   وأرقني أن لا ضجيع ألاعبه

فوالله لولا الله لا شيء غيره   لنفض من هذا السرير جوانبه

ولكنني أخشى رقيبا موكلا   بأنفسنا لا يفتر الدهر كاتبه

مخافة ربي والحياء يصدني   وإكرام بعلي أن تنال مراكبه

অর্থাৎ, এ রাত লম্বা হয়ে যায় এবং তার সবটাই কালো অন্ধকার! আর আমার এমন দুরবস্থা যে, আমার শয়ন-সাথী নেই, যার সাথে আমি খেলা করব।

আল্লাহর কসম! অন্য কিছু নয়, যদি আল্লাহ (ভীতি) না থাকত, তাহলে এই পালঙ্কের চারিদিক আন্দোলিত হত।

কিন্তু আমি ভয় করি সেই পর্যবেক্ষক (ফিরিশ্তাকে যিনি আমাদের কর্মাকর্ম লিপিবদ্ধ করার জন্য) ভারপ্রাপ্ত এবং যে লেখক আদৌ আলস্য, শৈথিল্য ও ক্লান্তিবোধ করেন না।

আমার প্রতিপালকের ভয়, লজ্জাশীলতা ও আমার স্বামীর মর্যাদা আমাকে বাধা

দিচ্ছে, যাতে তার সওয়ারী (স্ত্রী) অন্য কেউ ব্যবহার না করে।

উমার ﷺ খবর নিয়ে জানলেন, তার স্বামী আছে জিহাদে। তার আল্লাহ-ভীতির কথা শুনে তিনি তার স্বামীকে কাছে পাওয়ার ব্যবস্থা করলেন।

কাছে কেউ না থাকুক, উপরে আল্লাহ আছেন। কেউ না দেখুক, আল্লাহ দেখছেন। তিনি সদা-সর্বদা জাগ্রত। তিনি চিরঞ্জীব, তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। তাঁর দৃষ্টি থেকে এড়িয়ে যেতে পারে কে? কালো অন্ধকার রাতে কালো পাথরের ভিতরে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কালো পিঁপড়েও তার দৃষ্টি এড়াতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاء وَلاَ أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ} (٦١) سورة يونس

অর্থাৎ, তুমি যে অবস্থাতেই থাক না কেন, যে অবস্থাতেই তুমি কুরআন হতে যা কিছু পাঠ কর না কেন এবং তোমরা যে কাজই কর না কেন, যখন তোমরা সে কাজ করতে শুরু কর, তখন আমি তোমাদের পরিদর্শক হই; আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর ধূলিকণা পরিমাণও কোন বস্তু তোমার প্রতিপালকের (জ্ঞানের) অগোচর নয় এবং তা হতে ক্ষুদ্রতর অথবা তা হতে বৃহত্তর কোন কিছু নেই, যা সুস্পষ্ট গ্রন্থে (লাওহে মাহ্‌ফুযে লিপিবদ্ধ) নেই। *(সূরা ইউনুস ৬১ আয়াত)*

আরবী কবি বলেছেন,

إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل   خلوت ولكن قل علي رقيب

ولا تحسبن الله يغفل ساعة   ولا أن ما تخفيه عنه يغيب

অর্থাৎ, যদি কোন সময় তুমি একাকিত্ব অবলম্বন কর, তাহলে বলো না যে, আমি নির্জনে একা আছি। বরং বল, 'আমার উপর পর্যবেক্ষক আছেন।' তুমি এ ধারণা করো না যে, যা ঘটে গেছে সে সম্বন্ধে আল্লাহ বেখবর আছেন। আর এও ধারণা করো না যে, গোপন জিনিস তাঁর অগোচর থাকে।

মহান আল্লাহ এক শ্রেণীর খিয়ানতকারী সম্পর্কে বলেন,

{وَلاَ تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا، يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لاَ يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا}

অর্থাৎ, আর তুমি তাদের পক্ষে কথা বল না যারা নিজেদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাসঘাতক পাপিষ্ঠকে ভালবাসেন না। এরা মানুষকে লজ্জা করে (মানুষের দৃষ্টি থেকে গোপনীয়তা অবলম্বন করে), কিন্তু আল্লাহকে লজ্জা করে না (তাঁর দৃষ্টি থেকে গোপনীয়তা অবলম্বন করতে পারে না) অথচ তিনি তাদের সঙ্গে থাকেন যখন রাত্রে তারা তাঁর (আল্লাহর) অপছন্দনীয় কথা নিয়ে পরামর্শ করে। আর তারা যা করে তা সর্বতোভাবে আল্লাহর জ্ঞানায়ত্তে। *(সূরা নিসা ১০৭-১০৮ আয়াত)*

ফাঁকিবাজ বোনটি আমার! জেনে রেখো তোমার আশেপাশে কেউ না থাকলেও তোমার মাথার উপরে গুপ্ত ক্যামেরা লাগানো আছে। আর সেই ক্যামেরাতে রেকর্ড হচ্ছে তোমার প্রত্যেকটি কর্ম-অপকর্ম।

স্বামীর উপস্থিতিতে কত ভাল পর্দাবিবি তুমি! স্বামী তোমাকে কত ভাল জানে! তার সামনে তুমি পর-পুরুষের মুখ দেখ না, বাইরে যাও না, কিন্তু সে বাড়ি-ছাড়া হলে কোন বিয়ে-বাড়ি বাদ যায় না তোমার! কত পর-পুরুষের সাথে সখ্য গড়ে ওঠে তোমার! কত বেগানা পুরুষের মুখে প্রশংসা তোমার!

স্বামী তোমার নামে একাউন্ট খুলে গেছে। বিদেশ থেকে টাকা পাঠায় তোমার চাহিদা মত। আর তুমি তার টাকা নিয়ে তার প্রেমে অন্যকে শরীক কর! যে স্বামী তোমার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত, যাকে তুমিও হৃদয় নিংড়ানো প্রেমের অভিনয় প্রদর্শন কর, তাকে ধোকা দিয়ে বোকা বানাতে পার, এ কোন্ নারী তুমি?

'--- আজ আমি মরণের বুক থেকে কাঁদি-
অকরুণা! প্রাণ নিয়ে একি মিথ্যা অকরুণ খেলা!
এত ভালবেসে শেষে এত অবহেলা
কেমনে হানিতে পার নারী!
এ আঘাত পুরুষের,
হানিতে এ নির্মম আঘাত, জানিতাম, মোরা শুধু পুরুষেরা পারি।'
'এ তুমি আজ সে - তুমি তো নহ; আজ হেরি তুমিও ছলনাময়ী,
তুমিও হইতে চাও মিথ্যা দিয়া জয়ী?
কিছু মোরে দিতে চাও, অন্য তরে রাখ কিছু বাকী,
দুর্ভাগিনী! দেখে হেসে মরি! কারে তুমি দিতে চাও ফাঁকি?
---প্রাণ নিয়ে এ কি নিদারুণ খেলা খেলে এরা হায়,
রক্ত-ঝরা রাঙা বুক দ'লে অলক্তক পরে এরা পায়!

এরা দেবী, এরা লোভী, এরা চাহে সর্বজন প্রীতি!
ইহাদের তরে নহে প্রেমিকের পূর্ণ পূজা, পূজারীর পূর্ণ সমর্থন,
পূজা হেরি' ইহাদের ভীরু-বুকে তাই জাগে এত সত্য-ভীতি!
নারী নাহি হতে চায় শুধু একা কারো,
এরা দেবী, এরা লোভী, যত পূজা পায় এরা চায় তত আরো।
ইহাদের অতি লোভী মন,
একজনে তৃপ্ত নয়, এক পেয়ে সুখী নয়, যাচে বহু জন!'

স্বামী-পাগলিনী আদর্শ বোনটি আমার! তুমি বল, 'আমি সেই নারী নই।' আমি বলি, 'আল্লাহ তোমাকে সেই দ্বিচারিণী না করুন।'

বিরহিণী বোনটি আমার! স্বামী ঘরে নেই, তোমার মন খারাপ থাকা এবং বিশেষ সময়ে যৌন-পীড়িতা হয়ে মন চঞ্চল থাকা স্বাভাবিক। সুতরাং এই সময়ে আমার কয়েকটি নসীহত পালন কর ঃ-

১। বড় সন্তান না থাকলে একাকিনী ঘরে থেকো না। আত্মীয় কোন মহিলাকে নিয়ে থাক।

২। বাড়িতে বেগানা কেউ থাকলে সাজসজ্জা করবে না। তাতে তার দৃষ্টি আকর্ষণ হতে পারে। আর জেনে রেখো যে, সাজসজ্জা ও সুগন্ধি কেবল তোমার স্বামীর জন্য।

৩। কোন বেগানার প্রতি কামদৃষ্টিতে তাকাবে না। কারণ,

'আঁখি ওতো আঁখি নহে যেন বাঁকা ছুরি গো,
কে জানে কখন কার মন করে চুরি গো!'

৪। গান শুনে বা টিভি দেখে মন ফ্রী করার চেষ্টা করো না। কারণ, তাতে মন আরো জ্যাম লেগে যাবে। আরবীতে বলে, 'আল-গিনা রুক্বয়্যাতুয যিনা।' অর্থাৎ, গান হল ব্যভিচারের মন্ত্র।

৫। কোন বেগানা পুরুষের সাথে ফোনে কথা বলে মন খোলাসা করার চেষ্টা করো না। কারণ, তাতে ব্রণ গালতে গিয়ে ফোঁড়া হয়ে যেতে পারে। এ সময় কোনই বেগানা পুরুষ -- এমনকি তোমার স্বামীর ভাই অথবা বোনের স্বামী বুনাই অথবা নন্দাইকে প্রশ্রয় দিও না। দিও যদি নিত্যি, ঘটবে একটা কিত্তি।

প্রয়োজনে যে লোকদের সাথে তোমাকে কথা বলতেই হবে, তাদের সাথে কথা বল; কিন্তু সে ব্যাপারে তোমার সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর এই নির্দেশ মাথায় রেখো,

{إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا}

অর্থাৎ, যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে পরপুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না, যাতে অন্তরে যার ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হয়। আর তোমরা সদালাপ কর। (স্বাভাবিক স্বর ও ভঙ্গিমায় কথা বল।) *(সূরা আহযাব ৩২ আয়াত)*

আর প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলো না, প্রয়োজনের অতিরিক্ত কারো সাথে সৌজন্য ব্যবহার প্রদর্শন করো না। নচেৎ জানই তো বোনটি, অতির কিছু ভাল নয়। প্রয়োজন অনুপাতে আগুন, পানি, বাতাস, লবণ, চিনি ইত্যাদি সবই দরকার। কিন্তু বেশী হলেই সর্বনাশ যে অবশ্যম্ভাবী, তা নিশ্চয়ই তোমাকে ভেঙ্গে বলতে হবে না।

কারো সঙ্গে কিছু দেওয়া-নেওয়া করতেই হলে তোমার প্রতিপালক মহান আল্লাহর এই নির্দেশ পালন করো,

{وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ}

অর্থাৎ, তোমরা তার পত্নীদের নিকট হতে কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল হতে চাও। এ বিধান তোমাদের এবং তাদের হৃদয়ের জন্য অধিকতর পবিত্র। *(ঐ ৫৩ আয়াত)*

৬। এমন বই পড়বে না, এমন ছবি দেখবে না এবং এমন কল্পনা করবে না, যাতে যৌনকামনা উত্তেজিত হয়। স্বাভাবিক উত্তেজনা প্রশমনের জন্য রোযা রাখতে পার।

৭। মন বেশী খারাপ হলে কুরআন পড়, কুরআনের ক্যাসেট শোন, ইসলামী বক্তৃতা শোন। মন খোলাসা হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

{الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ}

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস করেছে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের হৃদয় প্রশান্ত হয়। জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণেই হৃদয় প্রশান্ত হয়। *(সূরা রা'দ ২৮ আয়াত)*

৮। একাকিনী থাকলে কোন বেগানাকে বাড়ি প্রবেশের অনুমতি দিও না। 'রাঁড়ের ঘরে ষাঁড়ের বাসা' করো না। আত্মীয় ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে? তাতে তোমার কি করার আছে? যদি কেউ অবুঝ হয়, তাহলে অবুঝ আত্মীয় না থাকাই ভাল।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমরা মহিলাদের নিকট প্রবেশ করা হতে সাবধান থেকো।" এ কথা শুনে আনসার গোত্রের এক ব্যক্তি বলল, 'কিন্তু স্বামীর ভাই সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি?' তিনি বললেন, "স্বামীর ভাই তো মৃত্যুস্বরূপ।" *(বুখারী ৫২৩২, মুসলিম ২১৭২, তিরমিযী ১১৭১ নং)*

নবী ﷺ বলেন, "তোমরা এমন মহিলাদের নিকট গমন করো না, যাদের স্বামী

বর্তমানে উপস্থিত নেই। কারণ শয়তান তোমাদের প্রত্যেকের রক্ত-শিরায় প্রবাহিত হয়।" *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ১৭৭৯, সহীহ তিরমিযী ৯৩৫নং)*

তিনি আরো বলেন, "যখনই কোন পুরুষ কোন মহিলার সাথে নির্জনতা অবলম্বন করে, তখনই শয়তান তাদের তৃতীয় সাথী (কোটনা) হয়।" *(তিরমিযী, সহীহ তিরমিযী ৯৩৪নং)*

দ্বীনদার বোনটি আমার! আলেম ভালবাস, খুব ভাল কথা। কিন্তু সেই ভালবাসার দাবী এই নয় যে, তাকে ঘরে ডেকে এনে বেপর্দা হয়ে তার খাতির করবে। স্বামীর সাথে তার খাতির থাকলেও তোমার সাথে সেই খাতির সত্যিই 'খাত্বীর' বা 'খতরনাক'।

প্রাইভেট মাষ্টার তোমার ছেলেকে ভালবাসে? কেন? ছেলে ভাল বলে? নাকি তুমি ভাল বলে? ছেলে মাষ্টারের হাজার প্রশংসা করলেও, সেই প্রশংসা ও ভালবাসার সাথে তোমার কোন সম্পর্ক নেই।

সখী বেড়াতে এসেছে, তার স্বামীও সাথে এসেছে। সখীর স্বামী কিন্তু তোমার সখা নয়, সে কথা ব্রেনে রেখো।

যাকে যেমন পজিশন দেওয়া দরকার, যাকে যেখানে রাখা দরকার, তাকে সেখানে রেখো। চোখের কাজলকে গালে রেখো না। সেটা কালি হয়ে যাবে এবং চেহারাটাও পেতনীর মত লাগবে। আর হাতের কালিকেও চোখে রেখো না, তাতে চোখ খারাপ হতে পারে।

অধিক শ্রদ্ধা বা সম্প্রীতি প্রকাশ করতে গিয়ে পর-পুরুষকে তোমার বেডরুমে বসাবে, তা তো সমীচীন নয় বোনটি! তোমার স্বামী যদি এ কথা শোনে, তাহলে সে কি এতে রাজি হবে?

না শুনলেও, এটা কি তোমার আমানতে খিয়ানত নয় বোনটি? শুনে কিছু না বললেও, এটা কি মহানবী ﷺ-এর বিরুদ্ধাচরণ নয় বলছ? তিনি বলেন, "তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের অধিকার এই যে, তোমরা যাদেরকে অপছন্দ করে, তাদেরকে যেন তোমাদের বিছানায় পা দিতে না দেয় এবং যাদেরকে অপছন্দ কর, তাদেরকে যেন তোমাদের গৃহ-প্রবেশে অনুমতি না দেয়।" *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)*

যদি বল, 'আমার স্বামী অমুক অমুককে পছন্দ করে, তাদেরকে বসালে ক্ষতি কি?'

আমি বলি, তোমার অদূরদর্শী আত্মভোলা ভালা স্বামী যদি তলার খবর জানতে পারে, তাহলে অবশ্যই পছন্দ করবে না। সুতরাং তুমি তোমার স্বামীর ঔদাস্যের সুযোগকে নিজের স্বার্থে ও পাপে ব্যবহার করো না। নচেৎ জেনে রেখো যে, পাপ আর কাপ বেশী দিন গোপন থাকে না।

'পায়ের তলার মাটির ধূলা, সেও যদি কেউ পদাঘাত করে,

নিমেষে তাহার প্রতিশোধ লয় চড়িয়া তাহার মাথার 'পরে।'

স্বামীকে মাটির মানুষ মনে ক'রে তার অপমান করো না। নচেৎ,

'মেড়ার ডলিলে কান সেও করে অভিমান,
সেও আসে মারে ঢুস নাহি করে ভয়।'

হতভাগিনী বোনটি আমার! হতভাগা তোমার স্বামী। 'নারী ছাড়ি ধন আশে, যেই থাকে পরবাসে, তারে বড় কেবা আছে দুখী?' প্রত্যেক মানুষ 'স্বদেশে ঠাকুর, বিদেশে কুকুর।' কেউ কি চায় প্রিয়জন ছেড়ে দূরে থাকতে?

'এই সংকটময় কর্মজীবন মনে হয় মরু-সাহারা,
দূরে মায়াময় পুরে দিতেছে দৈত্য পাহারা।
তবে ফিরে যাওয়া ভালো তাহাদের পাশে
পথ চেয়ে আছে যাহারা।।'

কিন্তু না থাকলে উপায়ও তো নেই। জান তো, দরজা দিয়ে অভাব ঢুকলে জানালা দিয়ে ভালবাসা পালিয়ে যায়। আজ তুমি লিখছ, 'দেশে ফিরে এসো। নুন ছিটিয়ে ভাত খেয়ে গাছ তলায় পড়ে থাকব। এক সাথে থাকব, সুখে থাকব।' কিন্তু কাল যখন তোমার স্বামী বাড়ি ফিরে আসবে এবং 'লিপস্টিক' না পাবে, তখন তাকে কত কথা বলে লজ্জা দেবে, কত পা ঠুকবে, নাকে কাঁদবে!

আবার আজ যখন তোমারই বিলাস-সুখের জন্য বিদেশে আসে, তখন তুমি তার খিয়ানত কর, তার প্রেমে অপরকে শরীক কর। তাহলে বল, 'হাসবুনাল্লাহু অনি'মাল অকীল' বলা ছাড়া তার আর কি উপায় আছে?

সরলা বোনটি আমার! স্বামী বিদেশে থাকলে, সে তোমার প্রতি বেশী আশঙ্কা, বেশী সন্দেহ করবে, এটাই স্বাভাবিক। সুতরাং সে যেখানে যেভাবে থাকতে বলে, তার সন্দেহ দূর করার জন্য সেইভাবে থাকো। আর মিথ্যা বলে ধোঁকা দিয়ো না। কারণ, তোমার মিথ্যাবাদিতা একবার প্রমাণিত হলে, প্রেমের শিশমহল ভেঙ্গে যেতে পারে।

বিরহ-বিধুর বোনটি আমার! আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বল, 'আমি আদর্শ স্ত্রী। আমি লোকালয়ে ও নির্জনে আল্লাহকে ভয় করি। আমি আমার স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার আমানতে খিয়ানত করি না।'

তোমার স্বামী তোমার জন্য, তোমাদের ছেলে-মেয়ের জন্য, তার মা-বাপের জন্য রুযী-রুটির সন্ধানে বিদেশে গেছে। তার এ কাজ জিহাদের সমতুল্য। সুতরাং তুমি যদি ঠিকভাবে থাক এবং সংসারের যথাযথ দায়িত্ব পালন কর, তাহলে তুমিও বিরাট সওয়াবের মালিক হবে।

ঘর-সংসার

প্রত্যেক কাজে সওয়াবের আশা রাখ

কোন কাজ করলে তাতে তিন রকম সওয়াব ও প্রতিদান পেতে পার, ইহকালের প্রতিদান অথবা পরকালের প্রতিদান অথবা ইহ-পরকালের ডবল প্রতিদান। কাজ করার সময় তোমার যে নিয়ত থাকবে, সেই প্রতিদানই তুমি প্রাপ্ত হবে।

একান্নবর্তী সংসারের যে কাজ করতে হয়, তা যদি কর্তব্য হিসাবে পালন কর অথবা নাম নেওয়ার উদ্দেশ্যে কর অথবা বদনাম থেকে বাঁচার জন্য কর, তাহলে দুনিয়াতে তুমি তাই পাবে। পক্ষান্তরে যদি নিয়ত পরকালের সওয়াব হয়, তাহলে এ দুনিয়ায় না পেলেও, তোমার কাজের কেউ মূল্যায়ন না করলেও, কেউ নাম না করলেও, যথেষ্ট পারিশ্রমিক না দিলেও, সাধ্যের বাইরের কর্তব্য চাপিয়ে দিলেও, অপরের কাজ করতে বাধ্য করলেও, নির্ধারিত সময়ের অধিক কাজে ব্যবহার করলেও, পরকালেও তা বৃথা যায় না। আর সে নিয়ত না রাখলে, শুধু শুধু খেটে মরতে হয়, নামও হয় না, মূল্যও মিলে না এবং পরকালের প্রতিদান থেকেও বঞ্চিত হতে হয়।

উদাহরণ স্বরূপ ঃ-

বড় সংসার। অনেক রান্না করতে হয়। ডবল রান্না করতে হয়। বাড়িতে কারো প্রেসার বা সুগার আছে তাদের রান্না আলাদাভাবে করতে হয়। স্কুল-অফিসের জন্য বা মাঠের জন্য পৃথক রান্না করতে হয়। তাতে তোমার কষ্ট হওয়ার কথা।

দিন-রাত মেহমান আসতেই থাকে, তাদের জন্য স্পেশাল রান্না করতে তোমাকে নাকে দড়ি দিয়ে খাটতে হয়।

বিছানাগত বৃদ্ধ বা অসুস্থ শ্বশুর বা শাশুড়ীকে সময়ে খাওয়ানো, ওষুধ খাওয়ানো, গোসল করানো, পেশাব-পায়খানা করানোতেও কম কষ্ট হওয়ার কথা নয়। হয়তো বা বিরক্ত হবে, দুর্গন্ধে মন বিষিয়ে উঠবে, তাদের বিড়বিড়িনিতে জীবনের প্রতি ধিক্কার আসবে, তবুও ঐ সওয়াবের আশা রাখ, তাহলেই সব তুচ্ছ মনে হবে এবং সরল মনে সব সহ্য ক'রে সমস্ত কর্তব্য যথার্থভাবে পালন করতে পারবে।

থালা-বাটি, হাঁড়ি-পতিলা অনেক ধুতে হয়। সামর্থ্য থাকলে দাসী ব্যবহার কর, নচেৎ ঐ সওয়াবের নিয়ত রেখেই নিজের হাতে সব ক'রে ফেলো।

সংসারের সমস্ত কাজ সামলে, ছেলে-মেয়েদের দেখাশোনা ক'রে বাকী থাকে স্বামীর স্পেশাল খিদমত। তাতেও গড়িমসি করো না। সওয়াবের আশা রেখো, প্রতিদান চেয়ো

আল্লাহর কাছে। কষ্টে থাকা মেহনতী বোনটি আমার! আল্লাহ তোমাকে অদূর ভবিষ্যতে দুনিয়াতে অথবা আখেরাতে বেহেশ্তে চিরসুখ দান করবেন।

সংসারেরর কাজের ব্যাপারে মনে রেখো, তোমার কাজ তোমাকেই করতে হবে, তোমার কাজ অন্য কেউ ক'রে দেবে -- এ আশা করো না। নচেৎ দুঃখ পাবে। একই সংসারে শাশুড়ীর আলস্য মানাবে, ননদের বসে থাকা চলবে; কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে তা মানাবে না, চলবে না। কারো যদি বিবেক না থাকে, তাহলে তোমার বিবেককে কামড় দিয়ে নিজের মনকে পীড়া দিও না। বরং তোমার কাজ তুমি ক'রে ফেলো।

অবশ্য জায়ের প্রতি হিংসা স্বাভাবিক। সে রকম জা হলে সমিলে কাজ ভাগ ক'রে নিও। বরং সওয়াবের আশা রেখে তুমিই বেশী করার চেষ্টা করো এবং শাশুড়ী যেহেতু মাতৃতুল্য ঘরের মুরব্বী, সেহেতু তাকে কোন কাজে হাত দিতে দিও না। তাহলে তুমিই হবে আদর্শ গৃহিনী।

আর নিজেকে ছোট মনে করো না বোনটি আমার! যদিও কেউ অনুভব না করে, তবুও মানুষ একে অন্যের চাকর। সকল কাজ তোমাকে করতে হয় ব'লে নিজেকে দাসী মনে করো না। তোমার স্বামীও তোমার চাকর ও দাস। দেখ না কত কাজে সে তোমার চাকরী ও দাসত্ব করে।

জেনে রেখো, ইচ্ছার ভার বোঝা বোধ হয় না। সওয়াবের নিয়ত থাকলে সকল কাজ হাল্কা বোধ হবে। তাছাড়া উপায় কি বল?

'জাল কহে, পঙ্ক আমি উঠাব না আর,
জেলে কহে, মাছ তবে পাওয়া হবে ভার।'

স্ত্রী তিন প্রকারঃ-

স্ত্রী ৩ প্রকার; প্রথম প্রকার স্ত্রী, যাকে না হলে জীবন চলে না। দ্বিতীয় প্রকার ওষুধের মত, যাকে সময় মত প্রয়োজন পড়ে। আর তৃতীয় প্রকার হল আপদ-বালাই, আল্লাহর কাছে এমন স্ত্রী হতে পানাহ চাই।

স্ত্রী ৩ প্রকার; কোন স্বামীর স্ত্রী প্রভু, কারো বা দাসী, আবার কারো বা বন্ধু। বন্ধু স্ত্রী হলে উভয়ের জীবনে সুখ থাকে।

উমার বিন খাত্তাব ﷺ বলেন, 'নারী তিন প্রকার; প্রথম প্রকার নারী; যারা হয় সরলমতী, সতী এবং আত্মসমর্পণকারিণী, অর্থের ব্যাপারে স্বামীকে সাহায্য করে, স্বামীর অর্থের অপচয় ঘটতে দেয় না। দ্বিতীয় প্রকার নারী সন্তানের আধার। আর

তৃতীয় প্রকার নারী হল সংকীর্ণ বেড়ি; আল্লাহ যে বান্দার জন্য ইচ্ছা তার গর্দানে তা লটকে দেন।' *(আল-ইকদুল ফারীদ ৬/ ১১২)*

এক প্রকার স্ত্রী আছে; যারা স্বামীর আদেশ-পালনে গড়িমসি, কুঁড়েমি ও গয়ংগচ্ছ করে। বরং তার সে হুকুম তা'মীল না করতে বাহানা খোঁজে। কখনো বা নাক সিঁটকে উপেক্ষাও করে বসে। দ্বিতীয় প্রকার স্ত্রী; যারা আদেশ শোনামাত্র নিমেষে পালন করে। কোন প্রকারের ওজর পেশ বা গড়িমসি করে না, তারা হুকুমে হাজির হয়। কিন্তু আর এক প্রকার স্বামী-প্রাণা স্ত্রী আছে; যারা হুকুমের আশা করে না। হুকুমের পূর্বে স্বামীর প্রয়োজন অনুমান করে পূর্ণ করে রাখে। এমন স্ত্রী 'আদর্শ' বৈকি?

স্বামীর আত্মীয়র সাথে সদ্ব্যবহার কর

মানুষ যাকে ভালবাসে, তার ভালবাসাকেও সে ভালবাসে। বন্ধুর বন্ধু বন্ধু হয়। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। স্বামী যাকে ভালবাসে, তোমারও উচিত, তাকে ভালবাসা; যদিও সে তোমার সতীন হয়।

তার মা-বাপকে নিজের মা-বাপ মনে কর, যথাসাধ্য তাদের খিদমত কর। আর তাতে সওয়াবের আশা রাখ।

অধিক স্বাধীনতা ও সুখ নেওয়ার জন্য স্বামীর মা-বাপ অথবা ছোট ছোট ভাই-বোনকে বর্জন করো না, তাদের থেকে পৃথক হয়ে যেয়ো না। শহরের বাড়িতে মা-বাপ অথবা তাদের একজনকে রাখতে তোমার বড় অসুবিধা হচ্ছে। তুমি কায়দা ক'রে বললে অথবা বলতে বাধ্য করলে, 'আব্বা! শহরের পরিবেশ স্বাস্থ্যের জন্য ভাল নয়। আপনি বরং গ্রামের বাড়িতেই গিয়ে থাকুন। গ্রামের পরিবেশ স্বাস্থ্যের অনুকূল। শহরের কল-কারখানা ও গাড়ির ধুঁয়া ইত্যাদিতে শরীর খারাপ হয়।' এ কথায় তোমার অত্যন্ত স্নেহ প্রকাশ পেলেও আসলে কিন্তু স্বার্থভেজা কথা। তুমিও হয়তো জানো যে, তার দেশের বাড়িতে কষ্ট হবে। তার দেখাশোনা করার মত সে রকম কেউ নেই। কিন্তু তবুও তুমি টালতে চাচ্ছ। মাথা থেকে বোঝা নামাতে চাচ্ছ। এটা কি আদর্শ বধুর আচরণ হতে পারে? শ্বশুর মশায় হয়তো প্রকাশ্যে অথবা মনে মনে বলবেন, 'তোমরাও তো রয়েছ মা শহরেই।'

তাছাড়া ভেবে দেখ বিলাসিনী! সে যদি তোমার আব্বা হত এবং তাকে দেখার মত কেউ না থাকত, তাহলে তুমি কি ঐ কথা বলতে অথবা তোমার স্বামী দ্বারা বলাতে

পারতে? ইনসাফ কোথায় তোমার? আদর্শ রমণীর ভিতরে তো ইনসাফ থাকবে।

বুড়াবুড়ির সংসারে থাকলে সর্বদা খচখচানি শুনতে হয়। ঠিকমত নামায না পড়লে বকুনি, ফজরের সময়ে ঘুম থেকে জেগে নামায না পড়লে বকুনি শুনতে হয়। তা তোমাকে ভাল লাগে না। কিন্তু নামাযী মহিলার জন্য এমন বকুনি কি নিয়ামত নয়? সে নিয়ামতকে কিয়ামত মনে ক'রে অন্য কোথাও ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখ অথবা ঘর খালি করার চেষ্টা কর?

তোমার বেহেশ্ত হল তোমার স্বামী, আর তোমার স্বামীর বেহেশ্ত হল তার মা-বাপ। তোমার ছলাকলা ও কূট কৌশল দ্বারা তাকে তার বেহেশ্ত থেকে টেনে বের ক'রে আনলে, তোমার বেহেশ্ত ঠিক থাকবে কি?

একা সুখের বোনটি আমার! পরপারের মুসাফির তোমার শ্বশুর-শাশুড়ীর খিদমত কর এবং তাদের জানভরা দুআ নাও। হয়তো সেই দুআ কাজে দেবে তোমার শেষ জীবনে অথবা পরকালে। আর তাদের বুকের মানিক কেড়ে নিয়ে তাদের বদ্দুআ নিয়ো না। নচেৎ, তোমার সুখের সাগরে সর্বনাশী তুফান আসতে পারে।

স্বামীর আত্মীয়র সাথে না পটলে, দোষ যদি তোমার হয়, তাহলে তার জন্য তোমাকে হিসাব লাগবে। অহংকার ইত্যাদি প্রদর্শন ক'রে স্বামীর আত্মীয়-স্বজনকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করো না। স্বামী যদি তোমার দোষ বলে, তাহলে তা সংশোধন ক'রে নাও। আর বেশী লাগান-ভাজান ক'রে, মিথ্যা অভিযোগ ক'রে, কুধারণার বশবর্তী হয়ে সন্দেহ পোষণ ক'রে কোন কথা স্বামীর কানে দিও না।

কান-ভাঙ্গানি দিয়ে পৃথক হতে বলা স্বার্থপর স্ত্রীর কাজ। অধিক সুখের লালসায় তুমি হয়তো বলবে, 'একলা ঘরের গিন্নী হব, চাবিকাঠি ঝুলিয়ে নাইতে যাব।' 'একলা থাকি একলা খাই, ধরতে ছুঁতে কেউ নাই।' কিন্তু অপরের প্রতি কর্তব্য-বিমুখ হওয়া কি বৈধ হবে বলছ?

বউ হয়ে তুমি যদি কর্তৃত্ব চাও, তাহলে তো সমস্যা বাড়বেই। 'বউ গিন্নী হলে তার বড় ফরফরানি, মেঘ ভাঙ্গা রোদ হলে তার বড় চরচরানি।' সে সংসারে সুখের সূর্য উদয় হয় না, যে সংসারে ছোট ও বড় কর্তৃত্ব নিয়ে টানাটানি করে।

সে সংসারে শাশুড়ী আক্ষেপের সাথে বলে, 'হাতের শাঁখা বিচে আমি কিনে এনেছি বাঁদী, সে হয়েছে গিন্নী এখন আমি হলাম বাঁদী।' সে সংসারে 'গিন্নীর হাতে রাঙা পলা, বউ-এর হাতে সোনার বালা' হয়। সে সংসারের 'মেগের কুটুম হারমানা, ভাতারের কুটুম আসতে মানা' হয়। সে সংসারে পুরুষ বড় অসহায় হয়।

স্ত্রীর পক্ষ অবলম্বন ক'রে 'মার গলায় দিয়ে দড়ি, বউকে পরায় ঢাকাই শাড়ি!' বউ-শাসিত সে সংসারে 'মা পায় না কাঁথা সিলায়ের সুতো, বেটার পায়ে চৌদ্দ সিকের জুতো' হয়। 'মা খায় ধান ভেনে, বেটা খায় এলাচ কিনে।' তখন সেই ছেলে 'মার পুত নয়, শাশুড়ীর জামাই' হয়। সেই পুরুষের 'বাপের বেটি মুড়কি পায় না মোণ্ডা শালীর পাতে, সহোদরের মুখ দেখে না সখ্য শালার সাথে!'

জেনে রেখো বোনটি আমার! এর জন্য দায়ী কিন্তু অনেকটা তুমিই। কি জবাব দেবে তুমি সমাজকে এবং তোমার সৃষ্টিকর্তাকে?

হয়তো বা তোমার এই দবদবানির পশ্চাতে তোমার কোন আত্মীয় আছে, পাড়ার কোন শাঁকচুন্নী আছে। কিন্তু জেনে রেখো যে, গাছে তুলতে সবাই আছে, নামাতে কেউ নেই। গাছে তুলে মই কেড়ে নেওয়ার লোক আছে। আর এ কথাও জেনে রেখো যে, 'আমে-দুধে এক হয়, আদাড়ের আঁটি আদাড়ে যায়।' হয়তো মা-বেটায় মিলবে আবার, খারাপ হবে তুমি আর তোমার পরামর্শদাত্রী।

নববধূর বেশে নবীনা বোনটি আমার! হয়তো বা তোমার বয়স কম, সাংসারিক অভিজ্ঞতা কম। আর তার দরুন তুমি সকলকে মেনে ও মানিয়ে চলতে পারছ না। কিন্তু ছোট হিসাবে তুমি নিজেকে দোষ দেবে। বড়দের সাথে সর্বদা আদব বজায় রেখে কথা বলবে। কেবল স্বামীকে চিনবে, আর কাউকে নয়, তা তোমার আদর্শ হতে পারে না। সকলেই তোমার আপন, সকলের মাঝেই তোমাকে নিরূপমা হতে হবে। পক্ষান্তরে জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বাদ করলে নিজের বসার জায়গা কাদা করা ও খাওয়ার পাত ছেঁদা করা হবে।

উল্ট দিকে আর সবারই ভালবাসা বজায় রাখতে গিয়ে স্বামীর ভালবাসা হারিয়ে ফেলো না। অবশ্যই চেষ্টা করবে, যাতে সাপও মরে এবং ছিপও না ভাঙ্গে। নচেৎ একদিন বলতে বাধ্য হবে, 'যাদের চাহিয়ে তোমারে ভুলেছি, তারা তো চাহে না আমারে।'

তুমি চাইবে, সকলেই তোমার প্রতি সন্তুষ্ট থাক, তাও বড় কঠিন কাজ। মানুষের মনস্তুষ্টির নাগাল মোটেই সহজসাধ্য নয়। সবাইকে খুশী রাখা পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় দুরূহ কাজ। তবুও চেষ্টা করতে হবে তোমাকে।

যে সয়, তার পিঠেই সবাই চাপায়। অবুঝ সংসারে বিবেক কাজ করে না। অনেক সংসারে বউকে দাসীই মনে করা হয়। কাজে মন যোগাতে না পারলে পাড়ায় পাড়ায় কথা হয়। 'বউ ভাঙ্গলে শরা, যায় পাড়া পাড়া। গিন্নী ভাঙ্গলে নাদা, ও কিছু নয়

দাদা।' সে ক্ষেত্রে তুমি কেলেঙ্কারিকে ভয় করবে।

সংসারে স্বামীর কর্তৃত্ব সহ্য হয়, তার শাসানিও শোনা যায়, হৃদয়ে ততটা আঘাত দেয় না। কিন্তু তার আত্মীয়-স্বজনদের শাসানি শোনা বড় দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। কোন কোন সংসার এরূপই। কোন কাজে স্বামী নিশ্চুপ। কিন্তু তাতে তার মা, বোন অথবা ভাই বড় হুকুম চালায়। সেখানে 'রাজা যত না বলে পারিষদ দলে বলে তার শতগুণ।' অথচ 'রোদের তাপ সয়, বালির তাপ সয় না।'

'তেজস্বীর তেজ সয় তত দুঃখ হয় না,
তার তেজে যার তেজ তার তেজ সয় না।
প্রখর রবির কর শিরে সহ্য হয় হে,
তার তেজে বালি তাঁতে পদে নাহি সয় হে।'

যেখানে 'সতিনী বাঘিনী শাশুড়ী রাগিনী ননদী নাগিনী বিষের ভরা' হয়, সেখানে একজন কম বয়সী তরুণীর সংসার করা বড় কঠিন হয়ে পড়ে। সেখানেই স্ত্রী বড় কষ্ট পায়, যেখানে শাশুড়ী-ননদের জ্বালা স্বামীর জ্বালার চাইতে বেশী যন্ত্রণাময় হয়। আর সম্ভবতঃ এই জন্যই বলে, 'হলুদ জব্দ শিলে, ঝি (চোর) জব্দ কিলে, আর দুষ্টু মেয়ে জব্দ হয় শ্বশুর বাড়ি গেলে।'

ধৈর্য ধারণ কর বোনটি আমার! স্বামী সুখের আশায় সকল কষ্ট ও আঘাতকে উপেক্ষা কর। রঙিন ভবিষ্যতের আশায় বর্তমানের অন্ধকার ভেদ ক'রে অগ্রসর হও সুখ সন্ধানের পথে।

স্নেহময়ী বোনটি আমার! স্বামীর ছোট ভাইদেরকে ছোট ভাই জ্ঞান ক'রে স্নেহ করো এবং বড় ভাইদেরকে নিজের বড় ভাই মনে ক'রে শ্রদ্ধা করো। এ ক্ষেত্রে ছোটদেরকে রহস্যের পাত্র এবং বড়দেরকে ভাশুর মনে ক'রে আলাপ-ব্যবহার বর্জিত মনে করো না।

তার ছোট ভাইরা তোমার দেওর বা দেবর (দ্বিতীয় বর) নয়; তারা তোমার ভাই। তা বলে ভাই মনে ক'রে পর্দা উঠে যাবে না। বরং মৃত্যুর মত ভয় কর ঐ ভাইদেরকে, যারা উপহাসের পাত্র সেজে এসে ভাবীদের সর্বনাশ ঘটায়।

মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা মহিলাদের নিকট প্রবেশ করা হতে সাবধান থেকো।" এ কথা শুনে আনসার গোত্রের এক ব্যক্তি বলল, 'কিন্তু দেওর সম্বন্ধে আপনার মত কি?' তিনি বললেন, "দেওর তো মৃত্যুস্বরূপ।" *(বুখারী ৫২৩২, মুসলিম ২১৭২, তিরমিযী ১১৭১ নং)*

কোন সময়ে তাদের কারো সাথে নির্জনতা অবলম্বন করবে না, যাদের সাথে তোমার কোনও কালে বিবাহ বৈধ। নির্জনতা হয়ে গেলে অথবা হওয়ার আশঙ্কা হলে তা কাটাবার চেষ্টা কর। বাড়িতে কেউ না থাকলে অনুরূপ কোন পুরুষকে বাড়ি প্রবেশে অনুমতি দেবে না। বদনামের ভয় ক'রে তুলনামূলক বড় বদনাম গায়ে মেখে নিও না।

মহানবী ﷺ বলেন, "যখনই কোন পুরুষ কোন মহিলার সাথে নির্জনতা অবলম্বন করে, তখনই শয়তান তাদের তৃতীয় সাথী (কোটনা) হয়।" *(তিরমিযী, সহীহ তিরমিযী ৯৩৪নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা এমন মহিলাদের নিকট গমন করো না যাদের স্বামী বর্তমানে উপস্থিত নেই। কারণ শয়তান তোমাদের প্রত্যেকের রক্ত-শিরায় প্রবাহিত হয়।" *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ১৭৭৯, সহীহ তিরমিযী ৯৩৫নং)*

সাবধান বোনটি আমার! তুমি সুন্দরী হলে, তোমার ব্যবহার সুন্দর হলে, তুমি গুণবতী হলে সবাই তোমাকে ভালবাসবে। এই ভালবাসা পেয়ে তুমি নিজেকে ধন্য মনে ক'রে অবৈধ ভালবাসায় মন দিয়ে ফেলো না। কেউ অবৈধ ভালবাসায় তোমাকে মন দিয়ে ফেললেও, তুমি জ্ঞানী মেয়ে, এড়িয়ে চল। খবরদার তাকে প্রশ্রয় দিও না; নচেৎ কুল-মান সব হারাবে।

সতীর বেশে কুলটা ও ভ্রষ্টা হয়ে যেয়ো না। তোমার স্বামী উদাসীন বলে তাকে প্রতারিত করো না। খবরদার আসলের সাথে সূদের আশা করো না। নচেৎ পুঁজিও হারাবে। তখন শ্যাম রাখি, না কুল রাখি দ্বন্দ্বে পড়ে এ কুল - ও কুল উভয় কুলই হারিয়ে বসবে। পরকীয় প্রেম বড় ভ্রষ্টতা, তাতে দুনিয়া-আখেরাত উভয়ই বরবাদ হয়। সারা জীবন কলঙ্ক মাথায় নিয়ে কালাতিপাত করতে হয়। পস্তাতে হয় এমন সময়, যখন পস্তানি কোন কাজে দেয় না।

সুতরাং শত সাবধান 'দেওর' নামক পরিবেশের ঐ দ্বিতীয় বর হতে। যেহেতু মুসলিম কনের বর একটাই। দুনিয়া ও আখেরাতে তার দু'টি বর হতে পারে না। আর যদি ঐ বরকে পর ভাবতে না পার, তাহলে দেখবে, আজ যাকে তুমি ঘর ভেবে প্রশ্রয় দিচ্ছ, সেই ঘরের বাতি থেকে আগুন লেগে তোমার ঘর পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

সাবধান থেকো পাতানো বাপ-ভাই, মেয়ে-ঘেঁসা গাঁয়ের ইমাম, প্রাইভেট মাষ্টার, ড্রাইভার, চাকর ও মজুর-মনিষ হতে। হয়তো বা তারা তোমার রূপে-গুণে মুগ্ধ হবে, কিন্তু তুমি কেন হবে। হয়তো তারা তোমার স্বামী অপেক্ষা ভাল হবে, কিন্তু তোমার এ

দৃষ্টি ও প্রশ্রয় দান তো ভাল হবে না। খবরদার তাদের সাথে লেনদেনে বেপর্দা হবে না এবং আকর্ষণীয় কথা বলবে না। যেহেতু তোমার প্রতিপালকের আদেশ হল,

{وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ}

অর্থাৎ, তোমরা তাদের নিকট হতে কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল হতে চাও। এ বিধান তোমাদের এবং তাদের হৃদয়ের জন্য অধিকতর পবিত্র। *(সূরা আহযাব ৫৩ আয়াত)*

চেহারা দেখানো জায়েযের ফতোয়া নিয়ে যদি তাদের সামনা-সামনি লেনদেন কর, তাহলে মন লেনদেন তথা দেহ লেনদেন হতে বেশী দেরী থাকবে না।

তুমি বড় শক্ত, বড় পরহেযগার বলছ? কিন্তু মানুষের মন বড় দুর্বল। আল-কুরআনে বর্ণিত ইউসুফ-যুলাইখার কাহিনী তুমি নিশ্চয় শুনে থাকবে, মহান আল্লাহ বলেন,

"মিসরের যে ব্যক্তি তাকে ক্রয় করেছিল, সে তার স্ত্রীকে বলল, সম্মানজনকভাবে এর থাকবার ব্যবস্থা কর, সম্ভবতঃ এ আমাদের উপকারে আসবে অথবা আমরা একে পুত্ররূপে গ্রহণ করব। আর এভাবে আমি ইউসুফকে সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম, তাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেওয়ার জন্য। আল্লাহ তাঁর কার্য সম্পাদনে অপ্রতিহত; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা অবগত নয়।

সে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হল, তখন আমি তাকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করলাম। আর এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।

সে যে স্ত্রীলোকের গৃহে ছিল, সে তার কাছে (উপযাচিকা হয়ে) যৌন-মিলন কামনা করল এবং দরজাগুলি বন্ধ করে দিয়ে বলল, এস! (আমরা কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করি।) সে বলল, আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তিনি (আযীয) আমার প্রভু! তিনি আমাকে সম্মানজনকভাবে স্থান দিয়েছেন। নিশ্চয় সীমালংঘনকারীরা সফলকাম হয় না।

নিশ্চয় সেই মহিলা তার প্রতি আসক্তা হয়েছিল এবং সেও তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ত; যদি না সে তার প্রতিপালকের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করত। তাকে মন্দ কর্ম ও অশ্লীলতা হতে বিরত রাখবার জন্য এইভাবে নিদর্শন দেখিয়েছিলাম। অবশ্যই সে ছিল আমার নির্বাচিত বান্দাদের একজন।

তারা উভয়ে দৌড়ে দরজার দিকে গেল এবং মহিলাটি পিছন হতে (তাকে টেনে রুখতে গিয়ে) তার জামা ছিঁড়ে ফেলল। তারা মহিলাটির স্বামীকে দরজার কাছে

পেল। মহিলাটি বলল, যে তোমার পরিবারের সাথে কুকর্ম কামনা করে তার জন্য কারাগারে প্রেরণ অথবা অন্য কোন বেদনাদায়ক শাস্তি ব্যতীত কি দন্ড হতে পারে?

সে (ইউসুফ) বলল, সেই আমার কাছে যৌন-মিলন কামনা করেছিল। মহিলাটির পরিবারের একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিল, যদি তার জামার সম্মুখ দিক ছিন্ন করা হয়ে থাকে, তাহলে মহিলাটি সত্য কথা বলেছে এবং সে মিথ্যাবাদী।

আর যদি তার জামা পিছন দিক হতে ছিন্ন করা হয়ে থাকে, তাহলে মহিলাটি মিথ্যা কথা বলেছে এবং সে সত্যবাদী।

সুতরাং গৃহস্বামী যখন দেখল যে, তার জামা পিছন দিক থেকে ছিন্ন করা হয়েছে, তখন সে বলল, এটা তোমাদের (নারীদের) ছলনা; নিশ্চয় তোমাদের ছলনা বিরাট!

হে ইউসুফ! তুমি এ বিষয়কে উপেক্ষা কর এবং হে নারী! তুমি তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় তুমিই অপরাধিনী।

নগরে কতিপয় মহিলা বলল, আযীযের স্ত্রী তার যুবক দাসের কাছে যৌন-মিলন কামনা করে; প্রেম তাকে উন্মত্ত করে ফেলেছে। আমরা তো তাকে দেখছি স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে।

মহিলাটি যখন তাদের চক্রান্তের কথা শুনল, তখন সে তাদেরকে ডেকে পাঠাল এবং একটি বৈঠকের আয়োজন করল। তাদের প্রত্যেককে একটি করে ছুরি দিল এবং তাকে বলল, তাদের সামনে বের হও। অতঃপর তারা যখন তাকে দেখল তখন তারা তার (রূপ-মাধুর্যে) অভিভূত হল এবং নিজেদের হাত কেটে ফেলল। তারা বলল, আল্লাহ পবিত্র! এ তো মানুষ নয়। এ তো এক মহিমান্বিত ফিরিশ্তা!

সে বলল, এই সে যার সম্বন্ধে তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করেছ। আমি তো তার কাছে যৌন-মিলন কামনা করেছি; কিন্তু সে নিজেকে পবিত্র রেখেছে। আমি তাকে যা আদেশ করি, সে যদি তা না করে, তাহলে অবশ্যই সে কারারুদ্ধ হবে এবং লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

ইউসুফ বলল, হে আমার প্রতিপালক! এই মহিলারা আমাকে যার প্রতি আহবান করছে তা অপেক্ষা কারাগার আমার কাছে অধিক প্রিয়। তুমি যদি তাদের ছলনা হতে আমাকে রক্ষা না কর, তাহলে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব।

অতঃপর তার প্রতিপালক তার আহবানে সাড়া দিলেন এবং তাকে তাদের ছলনা হতে রক্ষা করলেন। তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" *(সূরা ইউসুফ ২১-৩৪ আয়াত)*

"রাজা মহিলাদেরকে বললেন, কি ব্যাপার তোমাদের? যখন তোমরা ইউসুফের কাছে যৌন-মিলন কামনা করেছিলে, (তখন কি সে সম্মত হয়েছিল?) তারা বলল, আল্লাহ পবিত্র! আমরা তার মধ্যে কোন দোষ দেখিনি। আযীযের স্ত্রী বলল, এক্ষণে সত্য প্রকাশ পেয়ে গেল। আমিই তার কাছে যৌন-মিলন কামনা করেছিলাম, আর সে অবশ্যই সত্যবাদী।

এটা এ জন্য যে, যাতে সে জানতে পারে যে, তার অনুপস্থিতিতে আমি তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি এবং আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র সফল করেন না।

আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না, মানুষের মন অবশ্যই মন্দকর্ম প্রবণ, কিন্তু সে নয় যার প্রতি আমার প্রতিপালক দয়া করেন। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" *(ঐ ৫১-৫৩ আয়াত)*

খারাপ মেয়ে পতির নুন খায়, আর উপপতির গুণ গায়। এই জন্য ভুক্তভোগী অভিজ্ঞরা বলেছেন, 'নদী নারী শৃঙ্গধারী, এ তিনে না বিশ্বাস করি।' 'জল জঙ্গল নারী, এ তিনে বিশ্বাস নেই বড় মন্দকারী।'

এমন মেয়ে স্বামীর জন্য বড় ফিতনা স্বরূপ।

এমনও ফিতনাবাজ মহিলা আছে, যে স্বামীকে তার মা-বাপ বা ভাইদের সাথে লড়িয়ে দেয়। এমন মহিলা অসময়ে ভাই-ভাই ঠাঁই ঠাঁই হওয়ার কারণ হয়। আর তার ব্যাপারেই প্রবাদ আছে, 'ভাই বড় ধন, রক্তের বাঁধন, যদি হয় পর নারীই কারণ।'

ফিতনার মহিলা স্বামীকে তার অবশ্য-কর্তব্যে বাধাদান করে। স্বামী সে বাধা মেনে নিতে বাধ্য হয়। অনেক মহিলা ছলে-কলে-কৌশলে স্বামীকে নিজের বশ ক'রে নেয়। ফলে স্বামী তাই করে, যা স্ত্রী বলে। তখন যার পদতলে তার বেহেশ্ত, তার কথা অমান্য ক'রে, যার বেহেশ্ত তার পদসেবায় তার কথা গ্রহণ করে! স্ত্রীকে মা-বোনের উপর প্রাধান্য দেয়।

অনেক স্ত্রী স্বামীকে দ্বীন মানতে বাধা দেয়। স্বামী তাতেও তার আনুগত্য করে! এরাই হল স্বামীর জন্য ফিতনা। হাদীসে এসেছে, মহানবী ﷺ বলেছেন, "পুরুষের জন্য মহিলা অপেক্ষা বড় ক্ষতিকর ফিতনা আর অন্য কিছু ছেড়ে যাচ্ছি না।" *(বুখারী, মুসলিম)*

সবচেয়ে বড় ফিতনা হল, মহিলা ছাড়া পুরুষের জীবনই অচল। নারী ইত্যাদির আসক্তি মানুষের নিকট লোভনীয় করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

(زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنْ النِّسَاء)

অর্থাৎ, নারী ----র প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট লোভনীয় করা হয়েছে। *(সূরা আলে ইমরান ১৪ আয়াত)*

নারী মোহিনী, মনোহারিণী ও কামিনী বলেই তার দ্বারা ফিতনা সবার চেয়ে বড় ফিতনা। আর সে জন্যই মহানবী ﷺ সতর্ক ক'রে বলেছেন, "তোমরা নারী ও দুনিয়াকে ভয় করো। কারণ বনী-ইস্রাঈলের মধ্যে সর্বপ্রথম ফিতনা সংঘটিত হয় নারীকে কেন্দ্র ক'রে।" *(মুসলিম)*

মহান আল্লাহও পুরুষকে সতর্ক ক'রে বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (١٤) سورة التغابن

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থেকো। আর তোমরা যদি তাদেরকে মার্জনা কর, তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা কর এবং তাদেরকে ক্ষমা কর, তাহলে (জেনে রেখো যে,) নিশ্চয় আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *(সূরা তাগাবুন ১৪ আয়াত)*

অনুরূপ বিবিধ কারণে মহিলাকে কুলক্ষণাও বলা হয়েছে। মহানবী ﷺ বলেন, "যদি কোন কিছুতে কুলক্ষণ থাকে, তাহলে তা আছে নারী, বাড়ি ও সওয়ারী (গাড়ি)তে।" *(বুখারী)*

পক্ষান্তরে আদর্শ স্ত্রী স্বামীর সৌভাগ্য। 'স্ত্রী-ভাগ্যে ধন, আর পুরুষভাগ্যে জন।' স্ত্রী হিসাবী হলে ধন হয়। সুলক্ষণা মেয়ে সুবুদ্ধি দিয়ে সংসারের উন্নতি ঘটায়, পড়াশোনা ও বিদ্যা-বুদ্ধিতে স্বামীর সহায়িকা হয়। ব্যবসা ও চাকরির ব্যাপারে কোন ক্ষতি করে না।

আর বেহিসাবী হলে স্বামীকে ফকীর হতে হয়। কুবুদ্ধি দিয়ে স্বামীর অর্থের অপচয় ঘটায়, কুপরামর্শ দিয়ে পড়াশোনা নষ্ট করে, ব্যবসা বা চাকরির ক্ষতি করে।

সত্যিই তো 'ছ্যাদা ঘটি চোরা গাই, চোর পড়শী ধূর্ত ভাই। মূর্খ ছেলে স্ত্রী নষ্ট, এ কয়টি বড় কষ্ট।' 'রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট, স্ত্রীর দোষে স্বামীর কষ্ট।'

'রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট প্রজা কষ্ট পায়,
নারীর দোষে সংসার নষ্ট শান্তি চলে যায়।'

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "পুরুষের জন্য সুখ ও সৌভাগ্যের বিষয় হল চারটি; সাধ্বী

নারী, প্রশস্ত বাড়ি, সৎ প্রতিবেশী এবং সচল সওয়ারী (গাড়ি)। আর দুখ ও দুর্ভাগ্যের বিষয়ও চারটি; অসৎ প্রতিবেশী, অসতী স্ত্রী, অচল সওয়ারী (গাড়ি) এবং সংকীর্ণ বাড়ি। *(সিলসিলাহ সহীহাহ ২৮২নং)*

ভারসাম্য বজায় রাখ

আয় বুঝে ব্যয় কর। তুমি খড়-কুটা দিয়ে রাঁধতে পারবে না, গ্যাসের বা কারেন্টের চুলা চাও, হাতে কাপড় ধুতে পারবে না, ওয়াশিং-মেশিন চাও, কিন্তু এ সামর্থ্য তোমার স্বামীর আছে তো?

তুমি শহুরে মেয়ে, গেঁয়ো পরিবেশে এসে তোমার শহরের চাল-চলন খাপ খাবে না। সুতরাং এ পরিবেশে তুমি নিজেকে খাপ খাইয়ে নাও। এখন আর আলু পচা, পিঁয়াজ পচা শুঁকে নাক সিঁটকে লাভ নেই। বিয়ের আগে ভাবা দরকার ছিল, বিয়ের পরে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

সংসারের হিসাব থাকে মহিলার কাছে। সংসারে কি লাগবে, কি নেই, কি দরকার, কি শেষ হয়ে গেছে, এ সবের হিসাব সময় হাতে রেখে জানিয়ে দিতে হবে। যাতে কেউ তোমাকে বলতে না পারে, 'বুঝলাম তোমার গিন্নীপনা, তেল থাকে তো নুন থাকে না।'

হাল্কা কাজে যেমন উৎসাহ দেখাবে, ভারী কাজেও অনুরূপ। যাতে তোমার আলস্য ও চালাকি দেখে কেউ না বলে, 'অকেজো বউ লাউ কুটতে দড়।'

যে বউ গৃহকর্ম করতে বেশী পটু নয়, সে বউকে লাউ কোটার মত সহজ কাজ করতে বেশী ব্যস্ত দেখা যায়। চালাক বউ কঠিন কাজে পিছপা থেকে সহজ কাজে আগে আগে থাকে। আশা করি, তুমি সে বউ নও।

'মিড়মিড়ে প্রদীপ আর লিড়বিড়ে বউ' নিয়েও কাজ ও সংসার করা বড় কঠিন। সুতরাং কাজে চট্‌পটে হবে। তবে ছট্‌ফটে হবে না। কারণ, ছট্‌ফটে বা ধড়ফড়ে হলে 'তাড়ার কাজে বাড়া' হবে। হাত ফসকে গ্লাস-প্লেট ভাঙ্গবে। টাইট করতে গিয়ে পেঁচ কেটে যাবে। কাঁচ মুছতে গিয়ে ভেঙ্গে যাবে।

কাজের জন্য মন চাই। মন না থাকলে কাজে গা লাগে না। কাজ বলতে ওজর দেওয়া হয়। এই জন্য বলে, 'কামচোরা বউ ভাসুর মানে বেশী।'

মনকে সতেজ রাখো, সজীবতা থাক তোমার দেহ-মনে। তোমাকে দেখে যেন কেউ না বলে, 'জাড়ে বউ জাড়-কাতুরে বর্ষায় বউয়ের হাজা, কখনো দেখলাম না

আমি রইল বউটি তাজা।'

ছেলে বা অন্য কোন বাহানায় দ্বীন-দুনিয়ার কাজে অবহেলা প্রদর্শন করো না। 'পোর নামে পোয়াতি বাঁচে' বলে সেই ছলনায় অন্যকে তথা নিজেকে ধোঁকা দেওয়া উচিত নয়। নানা মিথ্যা ওজর দিয়ে খামাখা শুয়ে থাকা দেখতে কেউই পছন্দ করে না। কাজ না থাকলে কুরআন পড়, বই পড়। মহান আল্লাহ বলেন, "তুমি যখনই অবসর পাও, তখনই (আল্লাহর ইবাদতে) সচেষ্ট হও। আর তোমার প্রতিপালকের প্রতিই মনোনিবেশ করো।" *(সূরা আলাম নাশরাহ ৭-৮)*

শুয়ে থাকা অকর্মণ্য মানুষের পরিচয়। আর কুঁড়ের ঘরে দুখের অভাব থাকে না। ঘুমের সময় ছাড়া অধিকাংশ সময় শুয়ে থাকাতে স্বাস্থ্য খারাপ হয়। তাতে দেহের মেধ বাড়ে এবং ডায়াবেটিস রোগ হতে পারে।

শুয়ে সময় নষ্ট করে এমন এলো অলস মানুষকে কেউ পছন্দও করে না। স্বয়ং আলসেও পছন্দ করে না যে, তার বউ ঐভাবে শুয়ে থাকুক। তুমিও তোমার বউ-এর আলস্য-মাখা শয়ন অবশ্যই পছন্দ করবে না।

আলসে মেয়ের মত কাজ পিছিয়ে রেখো না। গতকালের গোসলের শাড়ী যদি আজকেও আধোয়া ভিজে থাকে, তাহলে আর সবাই তো চালসে কানা নয়।

হ্যাঁ, আর কাজে দুর্বল হলে, মুখে যেন সবল হয়ো না। কাজের জন্য দু'টো কথা শুনতে হলেও চুপ ক'রে সহ্য ক'রে নিও। কারণ, 'কুঠে মুরগীর ঠোঁটে বল' ও 'কুড়ে পাটুনীর মুখে আঁটুনি' হয়। তোমার যেন তা না হয়।

সদা সতর্ক থাক

ভরা বাড়ি হলে, সদা সতর্ক থাক, যাতে গা-মাথা থেকে কাপড় সরে না যায়। বারো হাত শাড়ীতেও মহিলা বেপর্দা হয়ে যায়। কাজের ফাঁকে বাজু ও পেট-পিঠ ফাঁক হয়ে যায় বেগানার সামনে। আর তাতে গোনাহ হয়।

সতর্ক থাক, তোমার প্রতি কেউ কুদৃষ্টি দিচ্ছে না তো? বিশেষ ক'রে গুড়ি হয়ে কোন কাজ করা (যেমন ঝাড়ু দেওয়া, কল-টেপা, খাবার রাখা, কিছু তোলা) ছেলেকে দুধ দেওয়া ইত্যাদির সময়। যখন তোমায় গা-মাথা থেকে কাপড় সরে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

সতর্ক থাক, তোমার সবকিছু অসৎ বেগানার কাছে লোভনীয়। অতএব তোমার

অন্তর্বাস (সায়া, ব্লাউজ, ব্রা ইত্যাদি) এমন জায়গায় রাখবে না অথবা শুকাতে দেবে না, যাতে তার নজরে পড়ে। তোমার লম্বা চুল যেন বেগানার বসার জায়গায় পড়ে না থাকে।

সতর্ক থাক, যাতে কোন জিনিস আঢাকা পড়ে না থাকে। বিশেষ করে রাত্রে সমস্ত ঢাকার জিনিস ভালরূপে ঢেকে রাখবে।

সতর্ক থাক, যাতে বাড়ির দরজা খোলা থেকে না যায় অথবা জানালা এমনভাবে খোলা থেকে না যায়, যাতে তোমার বেপর্দা হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। হাওয়া খেতে গিয়ে কোন অশুভ দৃষ্টি তোমার পিছনে ধাওয়া না করে।

সতর্ক থাক, চুলো বা বাতির আগুন যেন নিয়ন্ত্রণে থাকে। শাড়ীর আঁচল যেন তোমাকে বিপদে না ফেলে।

সতর্ক থাক, কারেন্ট ও তার যন্ত্রাদি যেন কোন বিপদ সৃষ্টি না করে।

সতর্ক থাক, ফোনের তারে তারে কোন তুফান ঘরের ভিতর প্রবেশ ক'রে যেন সর্বনাশ না ঘটায়।

সতর্ক থাক, ঘরের দাস বা দাসী যেন কোন অঘটন ঘটাতে না পারে।

সতর্ক থাক, ছেলে-মেয়ের ব্যাপারে, তারা যেন খারাপ হয়ে না যায়। বেগানা ভাই-বোনের মাঝে যেন নির্জনতা না ঘটে। তাদের পড়াশোনা যেন ঠিকভাবে হয়।

সতর্ক থাক, টাকা-চোর, গয়না-চোর, ঈমান-চোর, চরিত্র-চোর, সময়-চোর কোন চোর যেন তোমার গাঁট না কাটে।

সচেতন থাক, যাতে সংসারে কেউ তোমাকে 'ক্ষেপী মেয়ে' না বলতে পারে।

সতর্ক থাক, যাতে তোমাকে কেউ 'নোংরা' বলতে না পারে। শাড়ীর আঁচলে প্লেট মুছবে না। ধোয়ার পর কাপ বা গ্লাস উপর দিকে ধরবে না। যে জায়গায় মুখ রেখে পান করা হয়, সে জায়গায় তোমার হাত পড়া দেখলে অনেকের অরুচি হতে পারে।

অনুরূপ রান্নার সময় পরিচ্ছন্নতার খেয়াল রেখো। চুল বেঁধে নিও, যাতে কোন খাবারে তা না পড়ে থাকে। নচেৎ কোন খাবার থেকে তোমার লম্বা চুল বের হলে, অপরের সামনে তোমার লজ্জা পাওয়ারই কথা।

সদা সতর্ক থাক এবং উদাস থেকো না। তুমি ঘুমালেও, অনেকে কিন্তু জেগে আছে।

চট্ ক'রে কোন মন্তব্য করো না
কোন ফায়সালা করো না

ঘটনা পুরোপুরি না জেনে অথবা একতরফা শুনে চট্ ক'রে কোন মন্তব্য করো না, কোন ফায়সালা করো না।

শুনলে অমুক তোমাকে গালি দিয়েছে, সমালোচনা বা গীবত করেছে, অমুক অমুকের প্রতি অত্যাচার করেছে, অমুক যালেম বা ইসলাম-বিরোধী অথবা সমাজ-বিরোধী, যাই শোনো না কেন, চট্ ক'রে কোন মন্তব্য ক'রে বসো না; যতক্ষণ না অপর পক্ষের নিকট থেকে অথবা সঠিক উৎস থেকে শোনা খবরের সত্যতা যাচাই করেছ।

অদৃশ্যভাবে তোমার কোন ক্ষতি হলে না জেনে চট্ ক'রে বলো না যে, এ কাজ অমুক করেছে বা অমুক ছাড়া এ কাজ কেউ করতে পারে না। কারণ, সত্য যদি তার বিপরীত হয়, তাহলে তাতে তোমার শত্রু বাড়বে, মর্যাদাহানি হবে।

মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} (٦) سورة الحجرات

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন বার্তা আনয়ন করে, তাহলে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে; যাতে অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়কে আঘাত না কর এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও। *(সূরা হুজুরাত ৬ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, "হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা বহুবিধ ধারণা হতে দূরে থাক; কারণ কোন কোন ধারণা পাপ।" *(ঐ ১২ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বিচারককে প্রতিপক্ষের বক্তব্য শোনার আগে কোন ফায়সালা দিতে নিষেধ করেছেন। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)*

এক দম্পতি জঙ্গলের ধারে বাস করত। ছোট শিশু রেখে স্ত্রী মারা গেল। স্বামী কাজে গেলে শক্তিশালী পোষা কুকুর শিশুটিকে পাহারা দিত। একদিন কাজ থেকে ফিরে এসে দেখল, কুকুরটির মুখে রক্ত এবং সে বাইরে বসে অপেক্ষা করছে। ভাবল, সে তার ছেলেকে হত্যা করেছে। ফলে ক্ষোভে ফেটে পড়ে লাঠি দিয়ে তাকে হত্যা ক'রে ফেলল। অতঃপর ঘরের ভিতরে গিয়ে দেখল। ছেলে বহাল তবীয়তে খেলা করছে এবং পাশে একটি নেকড়ে বাঘের লাশ পড়ে আছে। প্রকৃতত্ত্ব না জানার আগে বিচার করে কত বড় সর্বনাশ করল সে!

এক সাহাবী দেখলেন, তাঁর নব বিবাহিতা স্ত্রী তার ঘর ছেড়ে বাইরে বসে আছে। রাগে

বর্শা তুলে আঘাত করতে গেলে স্ত্রী বলল, তাড়াতাড়ি করবেন না, ঘরের ভিতরে ঢুকে দেখুন। দেখল, তার বিছানায় বিরাট আকারের সাপ শুয়ে আছে! *(মুসলিম, মিশকাত ৪১১৮)*

অনেক সময় বিচার-বিবেচনা না ক'রে মানুষ নিজের জীবনকে বিপন্ন করে তোলে। অবশেষে হায়-পস্তানি ও লাঞ্ছনা ছাড়া আর কি থাকতে পারে?

শত্রু দমন কর

আল্লাহর ওয়াস্তে শত্রুতা কায়েম করার মাঝে ঈমানের পরিপূর্ণতা, মিষ্টতা ও প্রকৃত স্বাদ রয়েছে। মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে কাউকে ভালবাসে, আল্লাহর ওয়াস্তে কাউকে ঘৃণা করে, আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু দান করে এবং আল্লাহর ওয়াস্তেই কিছু দান করা হতে বিরত থাকে, সে ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গ ঈমানের অধিকারী।" *(সহীহ আবূ দাঊদ ৩৯১০নং)*

তুমি আল্লাহর ওয়াস্তে অপরকে ঘৃণা কর, ভালো থাকবে। তুমি আল্লাহর ওয়াস্তে অপরকে শত্রু ভাব, নিরাপদে থাকবে।

তুমি কারো শত্রুতে পরিণত হতে পার। কোন্ মানুষের শত্রু নেই? যে মানুষের নিকট থেকে কোন উপকারিতা অথবা অপকারিতা প্রকাশ পায় না, তার কোন শত্রু নেই। যেহেতু যার উপকারিতা আছে তাকে মন্দ লোকেরা এবং যার অপকারিতা আছে তাকে ভালো লোকেরা পছন্দ করে না।

চারটি জিনিস শত্রুতা সৃষ্টি করে; অহংকার, হিংসা, মিথ্যাবাদিতা ও চুগলখোরি। এ সব কর্ম থেকে দূরে থাক, তাহলেই শত্রু সৃষ্টি হবে না।

তোমার শত্রু হল তিনজন; তোমার শত্রু, তোমার বন্ধুর শত্রু এবং তোমার শত্রুর বন্ধু। এদের সকলের ব্যাপারে সাবধান থেকো।

শত্রু যখন তোমার প্রতি শত্রুতার হাত বাড়ায়, তখন পারলে তা কেটে ফেল। তা না পারলে তা চুম্বন কর। দুশমন যদি দুশমনি দিয়ে তোমার সম্মুখীন হয়, তাহলে তুমি হিকমত দিয়ে তার মোকাবিলা কর। তাছাড়া তোমার জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠবে।

মানুষ অনেক বড় বড় কষ্ট সহ্য করে নেয়, কিন্তু দুশমন-হাসি অনেক ক্ষেত্রে সহ্য ক'রে উঠতে পারে না। যে ব্যক্তি হীন লোকের শত্রুতা-দৃষ্টিতে পড়ে, সে ব্যক্তির মান মাঠে-ঘাটে হয়। তাই তোমাকে এড়িয়ে চলতে হবে, কঠিন হলেও সুকৌশল অবলম্বন ক'রে সাপের মাথা থেঁতলে দিতে হবে।

সতর্ক থেকো সখী থেকে, যে কোন মুহূর্তে সে তোমার শত্রুতে পরিণত হতে পারে।

যে হাওয়ায় আনে হাসি
ঘন ঘন আসি আসি
সেই তো আবার ঝড় হয়ে যায়।
যে ফুলে আনে হাসি,
সে ফুলেই দেয় গো ফাঁসি।
ঘর থেকে সে পর হয়ে যায়।

এই জন্যই মহানবী ﷺ বলেছেন, "তোমার বন্ধুকে মধ্যমভাবে ভালবাস (অর্থাৎ, তার ভালবাসাতে তুমি অতিরঞ্জন করো না)। কারণ, একদিন সে তোমার শত্রুতে পরিণত হতে পারে। আর তোমার শত্রুকে তুমি মধ্যমভাবে শত্রু ভেবো। (অর্থাৎ, তাকে শত্রু ভাবাতে বাড়াবাড়ি করো না।) কারণ, একদিন সে তোমার বন্ধুতে পরিণত হতে পারে।" (সুতরাং তখন তোমাকে লজ্জায় পড়তে হবে।) *(তিরমিযী ১৯৯৭, সহীহুল জামে' ১৭৮ নং)*

খুব সাবধান! সখী থাকাকালে যা কিছু বলেছ, শত্রু হওয়ার পরে সব প্রকাশ হয়ে যাবে, সকল রহস্য সে প্রকাশ করে দেবে, যাদের বিরুদ্ধে কিছু বলেছিলে, সে তাদেরকে সব পৌঁছে দেবে। আর তুমি তখন নিজের হাতের ছুঁড়া ঢিল আর ফিরিয়ে নিতে পারবে না। সুতরাং সেই প্রবাদের উপরেও আমল করো, যা মুরুব্বীদের নিকট থেকে শুনে থাক, 'কাউকে ভাত দিয়ো, কিন্তু ভেদ দিয়ো না।'

জেনে রেখো, বন্ধু শত্রু হয়ে গেলে, তাতে ক্ষতি দ্বিগুণ।

স্বার্থত্যাগ কর

তুমি কি কোন স্বার্থবশে সংসার করছ?

নেবার বেলায় আছি, দেবার বেলায় নেই। ভোজের আগে থাকি, রণের পিছনে। 'নিতে পারি খেতে পারি দিতে পারি না, বলতে পারি কইতে পারি সইতে পারি না।' 'মধু পান করতে পারি, মাছির কামড় সইতে নারি।' এমন নয় তো?

শুধু স্বামী-সুখ চাও, স্বামীর কোন কষ্ট বহন করতে চাও না। স্বামীকে চাও, স্বামীর আত্মীয়কে চাও না; এমনকি তার মা-বাপকেও না। এ তো বড় স্বার্থপরতা বোনটি আমার! আদর্শ রমনীর ভাগে যা পড়ে, তাই সে বহন করে। লাভে লোহা বহায়, বিনা লাভে তুলাও বহায়। ভাগের ব্যবসায় লাভ-নোকসান সবই বইতে হবে। শুধু লাভ

নেবে, আর নোকসান নেবে না - এমন ব্যবসা তো হারাম বোনটি!

লায়লী প্রত্যহ বাটিতে মজনুকে ক্ষীর দিয়ে পাঠাত। পথিমধ্যে এক লোক ধোকা দিয়ে সেই ক্ষীর দাসীর হাত থেকে খেয়ে নিত। একদিন খালি বাটি দেখে বলল, আজ ক্ষীর কৈ? বলল, আজ লায়লী রক্ত চায়। বলল, রক্ত দেওয়ার মজনু অমুক গলিতে থাকে!

আশা করি, তুমি সেই ক্ষীরলোভী মজনু নও। দুধের মাছি নও।

তোমার মাঝে যে জিনিসের জন্য কেউ তোমাকে ভালবাসে, সেই জিনিস তোমার নিকট থেকে বিলীন হলে, সে তোমাকে ঘৃণা করবে। এটাই স্বার্থপরতা।

যার কাছে কিছু পাওয়ার আশা থাকে, মানুষ তাকে চটাতে চায় না। এও স্বার্থপরতা অথবা কৌশল।

আদম সন্তান তোমার কাছ থেকে ছাগল-গরু না নিয়ে উট দেবে না। খাসি যদি জানত যে, তাকে যবাইয়ের জন্য খাইয়ে মোটা করা হচ্ছে, তাহলে সে খেত না। এটাই দুনিয়ার রীতি।

অনেকে সৃষ্টিকর্তার সাথেও স্বার্থপরতা প্রদর্শন করে। ঐ দেখ, নিজের বড় রোগ শুনে আমার এক বোন নামায পড়ছিল। রোগ ভাল হয়ে গেলে নামায ত্যাগ ক'রে দিল। আমার এক ভাই নামায পড়ছিল, দারিদ্র্য অভাবে আল্লাহ-মুখী ছিল। কিন্তু চাকুরি পাওয়ার পর নামায ছেড়ে দিল।

'কি এক আশে পড়ছিল নামায, আশা পুরিল তার,
আর রোযা নেই তাহার পরে নামায হইল ভার!'

স্বার্থপর লোকেরা স্বার্থ উদ্ধারের জন্য কাছে আসে, স্বার্থ উদ্ধার হয়ে গেলে কেটে পড়ে।

এক বিছার ইচ্ছা হল নদীর ওপারে যাবে। কিছু উপায় না পেয়ে একটি ব্যাঙের কাছে আবেদন জানাল। ব্যাঙ তার দংশনের ভয় প্রকাশ করলে সে অভয় দিয়ে চুক্তি করল। ওপার আসার একটু আগেই বিছা তাকে দংশন ক'রে বসল।

এক শিয়ালের ইচ্ছা নালার ওপারে যাবে। একটি ছাগলকে দেখতে পেয়ে চুক্তি করল, ওপারে খুব ঘাস। চল ওপারে যাই। তুমি নালায় নেমে আমাকে আগে পার করে দাও, তারপর আমি তোমাকে টেনে তুলে নেব। শিয়াল তার পিঠে পা দিয়ে পার হয়ে গেল। আর তাকে তোলার বদলে লাথি মেরে আরো নিচে গেড়ে দিয়ে গেল।

নদীর এ পাড়ে 'দাদা' ওপারে 'শালা' বলার মত লোকের অভাব নেই সংসারে। 'লাভ থাকলে নানা, না থাকলে কানা' বলার মত লোকও অনেক। কিন্তু এমন স্বার্থপর লোকেরা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

একদা একটি কুকুর একটি হরিণকে ধরার জন্য ছুটছিল। হরিণটি কুকুরকে বলল, তুমি আমাকে ধরতে পারবে না এবং আমার সঙ্গে দৌড়েও পারবে না। কুকুর বলল, তা কেন? হরিণ বলল, কারণ আমি নিজের স্বার্থে দৌড়ি, আর তুমি দৌড় তোমার মনিবের স্বার্থে তাই।

স্বার্থপর লোকেরা দেয় না, কিন্তু পেতে চায়। স্বার্থপর লোকেরা যদি দেয়, তাহলে যা দেয়, তার চেয়ে আশা করে বেশী। সুতরাং তুমি স্বার্থপর হয়ো না এবং স্বার্থপর থেকে সতর্ক থেকো।

হিংসা বর্জন কর

কোন মানুষই হিংসামুক্ত নয়। উদার মানুষ তা গোপন রাখে, আর অনুদার প্রকাশ করে থাকে। তুমি কি নিজেকে হিংসামুক্ত মনে কর?

লোকে যদি পিছন থেকে তোমাকে লাথি মারে, তাহলে জানবে যে, তুমি তাদের সামনে আছ। তোমার প্রতি হিংসা করা হচ্ছে।

মানুষ যত বড় হতে থাকে, তার সাথে সাথে তার দায়িত্বশীলতা ও মসীবত তত বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর সফলতা একটি অপরাধ, যা মানুষ ভালো মনে ক'রে অর্জন ক'রে থাকে, যা সমশ্রেণীর সহকর্মীরা ক্ষমা করে না।

মানুষ অনেক সময় তোমার দোষ দেখে রোষ করবে না, কিন্তু তোমার গুণ দেখে রোষে ফেটে পড়বে!

শয়তান জিনরা চুরি করে ঊর্ধ্ব জগতের কোন খবর শুনতে গেলে তাদেরকে তারকা ছুঁড়ে মারা হয়। কিন্তু তুমি যখন বড় হয়ে তারকা হবে, তখন বড় বড় শয়তান তোমাকে আঘাত করবে।

পক্ষান্তরে হিংসুকের মনে কোন শান্তি নেই, কোন স্বস্তি নেই। হিংসুকের শাস্তির জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তোমার খুশীর সময় মনে মনে বড্ড কষ্ট পায়। উসমান বিন আফ্ফান ﵁ বলেন, তোমার জন্য যথেষ্ট যে, তোমার প্রতি হিংসুক তোমার সুখ ও মঙ্গল দেখে খামাখা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়।

হিংসুক অপরের হৃষ্টপুষ্ট দেহ দেখে নিজের দেহকে ক্ষীণ করে।

হিংসা একটি এমন ব্যাধি, যার মাঝে ন্যায়পরায়ণতা আছে; এ ব্যাধি হিংসিতের যত ক্ষতি না করে, তার তুলনায় বেশী ক্ষতি করে হিংসুকের।

ফকীহ আবুল লাইস সামারকান্দী বলেন, হিংসুকের হিংসা হিংসিতের কাছে পৌঁছনোর পূর্বে হিংসুকের কাছে ৫টি শাস্তি এসে পৌঁছে; (১) সে সতত দুশ্চিন্তা (ও অন্তরজ্বালায়) দগ্ধ হয়, (২) এমন মসীবত আসে যাতে তার কোন সওয়াব হয় না, (৩) লোকমাঝে তার এমন বদনাম হয় যার পর সে প্রশংসিত হয় না, (৪) আল্লাহর নিকট ক্রোধভাজন হয় এবং (৫) তাওফীকের দরজা তার জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়।

হিংসুকদের অবস্থা বাক্সে আবদ্ধ অনেক কাঁকড়ার মত। যাদের একজন ওপর দিয়ে উঠে পালাতে চাইলে নিচে থেকে অন্যজন তার পা ধরে টেনে নিচে নামিয়ে দেয়। ফলে কেউই উঠে পালাতে পারে না। হিংসুকরা নিজেরাও বেশিদূর যেতে পারে না, আর অপরকেও যেতে দেয় না।

আত্মীয়-স্বজনের হিংসার জ্বালা অধিক বেশী। 'আন সতীনে নাড়ে চাড়ে, বোন সতীনে পুড়িয়ে মারে।' বোনে-বোনে, জায়ে-জায়ে, সতীনে-সতীনে, ভাবী-ননদে হিংসার আগুন দ্বিগুন হয়ে জ্বলে ওঠে।

আর সে ক্ষেত্রে ভরা সংসারে 'আপনার ছেলেটি খায় এতটি, বেড়ায় যেন ঠাকুরটি। পরের ছেলেটা খায় এতটা, বেড়ায় যেন বাঁদরটা।'

তুমি অপরের মুখ দেখেই বুঝতে পারবে, 'হিংসে হাসি চিমসে বাঁকা, কাল কুট্‌কুট্‌ গরল মাখা।'

হিংসুকের হিংসায় ধৈর্য ধর বোনটি। হিংসুক নিজেই ধ্বংস হবে। আর হ্যাঁ, তুমিও কারো প্রতি হিংসা করবে না। তোমার হৃদয় হবে প্রশস্ত। তুমি যে আদর্শ রমনী।

আশাবাদিনী হও

সংসারের নানা ঝক্কি-ঝামেলার মাঝে নিজেকে নিরাশ করে তুলো না। মনের ভিতর আশা রাখ। মেঘের আড়াল থেকে আবার সূর্য বের হয়ে আসবে।

আপদে-বিপদে-বিবাদে-অভাবে সর্বদা আল্লাহর কাছে উত্তম আশা রাখ। সংসার জীবনে সুখ পাবে। নিরাশ হলে দুঃখের উপর দুঃখ তোমার হৃদয়কে নিষ্পিষ্ট করবে।

আশাবাদী মানুষ চারিদিক অন্ধকারের মাঝে আলো দেখতে পায়। পক্ষান্তরে যে আশাবাদী নয় সে চারিদিক আলোর মাঝে অন্ধকার দেখতে পায়।

হৃদয়ে প্রশান্তি ও সুখলাভের একমাত্র মাধ্যম হল আশাবাদিতা। আর আল্লাহর করুণা থেকে নিরাশ হওয়া কুফরী।

অবশ্য আশাবাদিতার মানে এই নয় যে, তুমি বাস্তবকে অগ্রাহ্য ও অস্বীকার করবে;

বরং আশাবাদিতা হল হতাশার অন্ধকার অগ্রাহ্য করে আশার আলো জ্বালিয়ে তুমি সংসারের পথে অগ্রসর হবে। আজ না হয় কাল, জয় হবে তোমারই।

সময়কে কাজে লাগাও

আরবীতে একটি কথা আছে,

الوقت كالسيف، إن لم تقطعه يقطعك.

অর্থাৎ, সময় হল তরবারির মত। তুমি তাকে কাটতে না পারলে, সে তোমাকে কেটে ফেলবে।

সময় অত্যন্ত মূল্যবান। কিন্তু এ মূল্য থেকে টাকা-পয়সার মূল্যের পার্থক্য আছে। টাকা-পয়সা সঞ্চয় করা যায়, ধার দেওয়া যায় এবং প্রয়োজনে ধার নেওয়া যায় ও ক্রয় করা যায়। কিন্তু সময় ধার দেওয়াও যায় না, ধার নেওয়াও যায় না এবং ক্রয় করাও যায় না।

তোমার সংসারে যদি সময় থাকে এবং সে সময় কাটতে না চায়, তাহলে জীবন একঘেয়ে হয়ে ওঠে। আর তার জন্যই প্রয়োজন পড়ে কোথাও বেড়াতে যাওয়ার। মনকে ফ্রি ও ফ্রেশ করার মত কোন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার। কিন্তু তুমি মুসলিম মহিলা। কোন এমন স্থানে বেড়াতে যাওয়া বা এমন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা তোমার জন্য বৈধ নয়, যাতে তোমার পরোয়ারদেগার সন্তুষ্ট নন।

এমন কিছু শোনা, যাতে আল্লাহর যিক্র নেই অথবা তা অসার ও অশ্লীল, তার মাধ্যমে সময় কাটানো আদর্শ রমনীর আচরণ নয়।

এমন মজলিসে বসে সময় অতিবাহিত করা, যাতে আল্লাহর যিক্র নেই, আদর্শ মহিলার পরিচয় নয়।

এমন অবৈধ খেলা (যেমন কিরাম, তাস, লুডু ইত্যাদি) খেলে সময় পাশ করা, যাতে অযথা সময় নষ্ট হয়, মুসলিম মহিলার আদর্শ নয়।

সুতরাং তুমি এমন জিনিস দেখ, শোন ও কর, যাতে তোমার দ্বীন-দুনিয়ার উপকার লাভ হয়। এমনকি কাজের ব্যস্ততার সময়েও কিচেনে টেপ রেখে ভাল কথা শুনতে পার। মহিলার সমাগম হলে ঐ বক্তৃতার ক্যাসেট লাগিয়ে সেই মজলিসকে আল্লাহর যিক্রের মজলিস বানাতে পার।

{فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ} (٥٥) سورة الذاريات

যেহেতু উপদেশ মু'মিনদেরকে উপকৃত করে। *(সূরা যারিয়াত ৫৫ আয়াত)*

সেই সাথে 'ইল্ম শিক্ষা ফরয'-এর দায়িত্বও পালন হবে এবং দাওয়াতের কাজেও সহযোগিতা লাভ হবে।

আদর্শ বোনটি আমার! তুমি হবে আতর-ওয়ালার মত। যার কাছে আতর কিনা যায় অথবা উপহার পাওয়া যায়। তা না হলেও এমনিতেই তোমার নিকট থেকে অন্য মহিলারা বিনামূল্যে আতরের সুগন্ধ পায়।

উপরন্তু মানুষকে বাঁচতে হলে একটা নেশা নিয়ে বাঁচতে হয়। তাতে সময় কাটে ভাল এবং জীবন-যাত্রায় বিরক্তি অনুভূত হয় না। ভাল বই পড়া ও কিছু লেখার নেশা রাখতে পার। এতে তোমার একাকিত্ব দূর হবে; যদি তুমি একাকিনী হও। কোন দুঃখ থাকলে, তাও ভুলতে পারবে। এর মাধ্যমে মনের ভার হাল্কা হবে। দুঃখের কথা অপরকে বললে যেমন হাল্কা হয়ে যায়, তেমনি লিখে ফেললেও অনেকটা তাই হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

সংসারের সকল জিনিস পারিপাট্যের সাথে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখ। তাতে অনেক সময় বাঁচবে এবং কোন জিনিস খোঁজাখুঁজির পিছনে অযথা সময় ব্যয় হবে না।

নিয়মানুবর্তিতা আরো দশটা কাজ বেশী করার পথ দেখিয়ে দেয়। সময়ে খাওয়া, সময়ে শোওয়া, সময়ে জাগার অভ্যাস কর। সংসারে অশান্তি আসবে না।

সুধারণা-কুধারণা

মানুষের সাথে সুধারণা রাখ, কুধারণা রেখো না। মহান প্রতিপালক বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا}

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা বহুবিধ ধারণা হতে দূরে থাক; কারণ কোন কোন ধারণা পাপ। আর তোমরা অপরের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করো না। *(হুজুরাত ১২)*

মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা (কু)ধারণা হতে দূরে থাক। কারণ, ধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা।" *(বুখারী, মুসলিম)*

খবরদার! এক পক্ষের কথা শুনে অপর পক্ষকে খারাপ মনে করো না। উভয় পক্ষের কথা শুনে তবেই কারো প্রতি সঠিক ধারণা নিয়ে এসো।

আর জেনে রেখো যে, অনেক সময় সুধারণা বিপদের কারণ হয়। রাতের আবছা অন্ধকারে রাস্তায় সাপকে রশি মনে ক'রে পা দিলে বিপদ হয়। নিজের মেয়েকে কোন বেগানা ছেলের সাথে ছেড়ে দিয়ে সুধারণা করলে বিপদ হতে পারে।

কারো সম্বন্ধে কোন খবর যাচাই ক'রে বিশ্বাস কর; বিশেষ ক'রে সে খবর যদি কোন মন্দ লোক আনয়ন করে। তোমার প্রতিপালক বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} (٦) سورة الحجرات

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন বার্তা আনয়ন করে, তাহলে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে; যাতে অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়কে আঘাত না কর এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও। *(সূরা হুজুরাত ৬ আয়াত)*

যা শুনবে তাই বলো না, গুজবে থেকো না। 'কে বলেছে হুই, তো মস্ত মোটা রুই' মনে করো না। 'বিয়ায হারাম হ্যায়' শুনে 'পিয়ায হারাম হ্যায়' কথা প্রচার করো না। তোমার প্রতিপালক বলেন,

{وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً}

অর্থাৎ, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই সেই বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়ো না। নিশ্চয় কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় ওদের প্রত্যেকের নিকট কৈফিয়ত তলব করা হবে। *(সূরা বনী-ইস্রাঈল ৩৬ আয়াত)*

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "আল্লাহ তোমাদের জন্য হারাম করেছেন, (ঘৃণিত করেছেন এবং আমি নিষিদ্ধ করছি) তিনটি কর্ম ঃ জনরবে থাকা, অধিক প্রশ্ন করা এবং সম্পদ অপচয় করা।" *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত ৪৯ ১৫নং)*

তিনি বলেন, "মানুষের মিথ্যা ও পাপের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শোনে তাই বর্ণনা করে।" *(সহীহুল জামে৪৩৫৬, ৪৩৫৮-নং)*

অনুরূপভাবে ভিত্তি ও সূত্রহীন সন্দিগ্ধ কথা প্রচার করো না। 'ওরা নাকি বলেছে, ওরা মনে করে, ধারণা করে' ইত্যাদি বলে বর্ণনা করা অশান্তি ডেকে আনার একটি পথ। বলা বাহুল্য, একমাত্র সুনিশ্চিত সত্য কথা ব্যতীত ধারণার বশবর্তী হয়ে কোন কথা বা ঘটনা বর্ণনা ও প্রচার করা বৈধ নয়। এ ব্যাপারে প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "ওরা মনে করে' (এই বলে কোন কথা প্রচার করা) মানুষের কত নিকৃষ্ট অসীলা!" *(সহীহুল জামে' ২৮৪৩নং)*

কোন বংশ, দল, গ্রাম বা দেশের একটি বা কিছু লোক কোন দোষ করলে নির্বিচারে তাদের সবাইকে দোষ দিও না। কোন গ্রামের ২/১টি লোক চোর হলে সেই গ্রামকে 'চোরগ্রাম' বলা বৈধ নয়। আর জেনে রেখো যে, প্রত্যেক গ্রামেই ছোট-বড় চোর থেকে থাকতে পারে। যেমন ভালো ঘরে খারাপ লোক থাকতে পারে, তেমনি খারাপ ঘরে ভালো লোক থাকাও অস্বাভাবিক নয়। বাপ খারাপ হলে বেটার বা বেটা খারাপ হলে বাপের খারাপ হওয়া জরুরী নয়। নবীদের ভিতরেই এ কথার প্রমাণ পাবে।

সুতরাং একজনের দোষ দেখে গোটা পরিবার, বংশ বা গ্রামের দোষ দিও না। নচেৎ লাঞ্ছিতা ও লজ্জিতা হবে। মহানবী ﷺ বলেন, "আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় মিথ্যা অপবাদদাতা সেই ব্যক্তি, যে ব্যক্তি (ব্যঙ্গ-কাব্যে) কোন ব্যক্তির দোষ বর্ণনা করতে গিয়ে তার গোটা গোত্রের দোষ বর্ণনা করে এবং সেই ব্যক্তি, যে নিজের পিতাকে অস্বীকার ক'রে মাকে ব্যভিচারিণী বানায়!" *(ইবনে মাজাহ)*

সতর্ক থেকো বোনটি! কিছু মহিলা আছে সাংবাদিক। কেউ কেউ বিবিসি লণ্ডন! তারা কত খবর এনে তোমার কাছে বলবে, কত প্রতিবেদন পেশ করবে। কিন্তু সব কথা বিশ্বাস ক'রে নিজেকে সমস্যায় ফেলো না। যেমন কতক মহিলা আছে আস্ত শয়তান। তারা নানা সমস্যায় তোমার আকীদা নষ্ট করবে, পীর-ঘর, ঠাকুর-ঘর ও মাযারে নিয়ে যেতে চেষ্টা করবে। সুতরাং সাবধান!

❁❁❁❁❁

প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার কর

প্রতিবেশী সৎ হওয়া তোমার সৌভাগ্য ও সুখের বিষয়। প্রতিবেশী খারাপ হলে তুমি এক হতভাগিনী।

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "পুরুষের জন্য সুখ ও সৌভাগ্যের বিষয় হল চারটি; সাধ্বী নারী, প্রশস্ত বাড়ি, সৎ প্রতিবেশী এবং সচল সওয়ারী (গাড়ি)। আর দুখ ও দুর্ভাগ্যের বিষয়ও চারটি; অসৎ প্রতিবেশী, অসতী স্ত্রী, অচল সওয়ারী (গাড়ি) এবং সংকীর্ণ বাড়ি। *(সিলসিলাহ সহীহাহ ২৮২নং)*

এই জন্য প্রতিবেশীর সাথে সদ্ভাব বজায় রাখার গুরুত্ব এসেছে ইসলামে।

মহানবী ﷺ বলেন, "আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা, সুন্দর চরিত্র অবলম্বন করা, এবং প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার রাখায় দেশ আবাদ থাকে এবং আয়ু বৃদ্ধি পায়।"

(আহমাদ, সহীহুল জামে ৩৭৬৭নং)

তিনি বলেন, "আল্লাহর কসম! সে (পূর্ণ) মু'মিন হতে পারে না। আল্লাহর কসম! সে মু'মিন হতে পারে না। আল্লাহর কসম! সে মু'মিন হতে পারে না!" তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'সে কে হে আল্লাহর রসূল?!' তিনি উত্তরে বললেন, "যে ব্যক্তির অনিষ্টকারিতা থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদে থাকে না।" *(বুখারী ৬০১৬, মুসলিম ৪৬ নং, আহমদ ২/২৮৮)*

"সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! কোন বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত (পূর্ণ) মু'মিন হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার প্রতিবেশী অথবা (কোন) ভায়ের জন্য তাই পছন্দ করেছে যা সে নিজের জন্য করে।" *(মুসলিম ৪৫নং)*

"সে বেহেশ্তে প্রবেশ করবে না, যে ব্যক্তির অনিষ্টকারিতা থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদে থাকে না।" *(মুসলিম)*

"যে ব্যক্তি প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় সে অভিশপ্ত।" *(সহীহ তারগীব ২৫৫৮-নং)*

এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! অমুক মহিলা বেশী বেশী (নফল) নামায পড়ে, রোযা রাখে ও দান-খয়রাত করে বলে উল্লেখ করা হয়; কিন্তু সে নিজ জিভ দ্বারা (অসভ্য কথা বলে বা গালি দিয়ে) প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। (তার ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?)' তিনি বললেন, "সে দোযখে যাবে।" লোকটি আবার বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! অমুক মহিলা অল্প (নফল) নামায পড়ে, রোযা রাখে ও দান-খয়রাত করে বলে উল্লেখ করা হয়; কিন্তু সে নিজ জিভ দ্বারা (অসভ্য কথা বলে বা গালি দিয়ে) প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না। (তার ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?)' তিনি বললেন, "সে বেহেশ্তে যাবে।" *(আহমাদ ২/৪৪০, ইবনে হিব্বান, হাকেম ৪/ ১৬৬, সহীহ তারগীব ২৫৬০নং)*

মহানবী ﷺ মহিলাদেরকে বলেন, "হে মুসলিম মহিলাগণ! তোমরা তোমাদের প্রতিবেশী মহিলাদের জন্য কিছু পাঠানোকে তুচ্ছ ভেবো না; যদিও বা তা ছাগলের খুরই হোক না কেন।" *(আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, সহীহুল জামে ৭৯৮-৯নং)*

একদা মহানবী ﷺ আবূ যার্রকে বললেন, "হে আবূ যার্র! যখন তুমি (গোশ্ত্ বা অন্য কিছুর) ঝোল বানাবে, তখন তাতে পানি বেশী করে দিও। অতঃপর তুমি তোমার প্রতিবেশীদেরকে উপঢৌকন দিও।" *(মুসলিম২৬২৫নং)*

আর প্রতিবেশী ক্ষুধায় কালাতিপাত করলে তার জন্য দায়ী হবে প্রতিবেশী। জেনেশুনে ক্ষুধা নিবারণ না করলে মু'মিনের ঈমানের পরিচয় বিনাশপ্রাপ্ত হয়। "সে মু'মিন নয়, যে ভরপেট খায় অথচ তার পাশে তার প্রতিবেশী উপোস থাকে।" *(ত্বাবারানী, হাকেম, বাইহাকী, সহীহুল জামে ৫৩৮-২নং)* "সে আমার প্রতি মু'মিন নয়, যে

ভরপেট খেয়ে রাত্রি যাপন করে অথচ তার পাশে তার প্রতিবেশী ক্ষুধায় থাকে এবং সে তা জানে।" *(বাযযার, ত্বাবারানী, সহীহুল জামে ৫৫০৫নং)*

'রাস্তার কথা জানার আগে সফরের সাথীর কথা জেনে নাও, বাড়ির কথা জানার আগে প্রতিবেশীর কথা জেনে নাও।' কিন্তু আগে থেকেই যদি প্রতিবেশী খারাপ হয়, তাহলেই তোমাকে কৌশল অবলম্বন করতে হবে।

'প্রভু: যিনি পাপ দেখেন তিনি গোপন করেন। আর প্রতিবেশী না দেখলেও হাল্লা ক'রে প্রচার ক'রে বেড়ায়।' *(শেখ সা'দী)*

'যার গরু সে বলে বাঁঝা, পাড়া-পড়শী বলে সাত-বিয়েন!' 'মায়ের পোড়ে না মাসীর পোড়ে, পাড়া-পড়শীর ধবলা ওড়ে।'

অতএব প্রতিবেশীকে মানিয়ে ও এড়িয়ে চল, নচেৎ তোমার সুখের সংসার দুখের সাগরে পরিণত হবে।

বিশেষ ক'রে গেঁয়ো পরিবেশে ছেলে-মেয়ে নিয়ে, হাস-মুরগী-ছাগল নিয়ে, পানি নিকাশ নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ থেকে শতক্রোশ দূরে থাকো। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ না মেনে চলা তার জন্য বড় দুঃখের বিষয়।

প্রতিবেশীর সাথে সদ্ভাব রাখ আল্লাহর ওয়াস্তে, পার্থিব কোন অবৈধ স্বার্থে তো নয়ই। টিভি ইত্যাদি রঙ-তামাশার আকর্ষণে তো অবশ্যই নয়। যিয়ারত কর, বেনামাযী হলে নসীহত কর। তবে টৌ-টৌ কোম্পানী হয়ো না।

আদর্শ মা

একটি শিশু এসে একটি নারীর জীবনকে ধন্য করে তোলে। একজন মহিলা আর এক জীবনে পদার্পণ করে মাতৃস্নেহ নিয়ে। সন্তানের প্রতি মাতার সে স্নেহের কথা লিখে বুঝানো অসম্ভব।

'সমুদ্রের তল আছে পার আছে তার,
অপার অগাধ মাতৃস্নেহপারাবার।'

'মার চেয়ে যার অধিক মায়া তাকে বলে ডাইনী।' মায়ের থেকে বেশী ভাল আর কেউ

কি বাসতে পারে?

নারীর প্রকৃত মাহাত্ম্য আছে তার মাতৃত্বে।

সেক্সপিয়র বলেন, 'এ পৃথিবীর বুকে মায়ের কোল অপেক্ষা অধিকতর মোলায়েম বিছানা আর কিছু নেই এবং তাঁর সুস্মিত মুখশ্রী অপেক্ষা আর অন্য কোন ফুল অধিকতর সুন্দর নয়।'

অভিধানে সবচাইতে বড় মিষ্টি-মধুর কথা হল 'মা।'

'মা কথাটি মিষ্টি অতি কিন্তু জেনো ভাই,
মায়ের মত ত্রিভূবনে অন্য কিছু নাই।'

মা দেয় না চেয়ে, পেট ভরে না খেয়ে।

মার মায়াই মায়া, আর বট-ছায়াই ছায়া।

মা নাই যার, ঘাটে লা নাই তার।

যার মা নাই, তার গাঁ নাই। যার বাপ নাই, তার দাপ নাই।

যে গৃহে মা নেই, সে গৃহের কোন আকর্ষণ নেই।

কিসের মাসী কিসের পিসী কিসের বৃন্দাবন, মরা গাছে ফুল ফুটেছে মা বড় ধন।

শিশুর জন্য মায়ের তুল্য আর কে আছে?

প্রকৃত 'মা' সেই, যে সঠিকভাবে সন্তান প্রতিপালন করে। 'মা' হওয়ার জন্য কেবল জন্মদাত্রী হওয়াই যথেষ্ট নয়। মায়ের কর্তব্য যে পালন করে না, মা হওয়ার যোগ্যতা তার নেই।

সন্তানকে সঠিকভাবে তরবিয়ত দিলে ইহ-পরকালে উপকৃত হয় মা-বাপ। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আদম সন্তান মারা গেলে তার সমস্ত আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, অবশ্য তিনটি আমল বিচ্ছিন্ন হয় না; সাদকাহ জা-রিয়াহ (ইষ্টাপূর্ত কর্ম), লাভদায়ক ইল্‌ম, অথবা নেক সন্তান যে তার জন্য দুআ ক'রে থাকে।" *(মুসলিম ১৬৩১নং প্রমুখ)*

প্রকৃতির প্রথম ও প্রধান আইন হচ্ছে, মাতা-পিতাকে মান্য করা। কিন্তু বেশী কড়াকড়ি করলে শিশুরা বিদ্রাহী হয়ে ওঠে। 'বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো' হয়ে যায়। এই জন্য শিশু; যে আদর করে তাকে চিনে, কিন্তু যে ভালবাসে তাকে চিনে না।

শিশু ভিজে সিমেন্টের মত, তার উপর ভারী জিনিস পড়লেই দাগ পড়ে যায়। কাঁচা অবস্থায় মাটিকে ভেঙ্গে গড়া যায়। পুড়ে পোক্তা হওয়ার পর আর সম্ভব নয়। শিশুকে ছোট থেকে তরবিয়ত দাও, বড় হলে আর পারবে না।

অবশ্য হিকমতের সাথে কাজ নিও। ছোট অবস্থায় তাদের জীবনের আমেজ নষ্ট

ক'রে দিও না। শুয়োপোকার গুটি থেকে প্রজাপতি যথা সময়ে বের হয়ে আসে। যদি সময়ের পূর্বে তাকে কেউ বের করতে চায়, তাহলে প্রজাপতি মারা যায়। অনুরূপ শিশুদেরকে জীবন-সংগ্রাম করতে না দিয়ে তাদের শক্তি বৃদ্ধিকে ব্যাহত করলে তাদের ক্ষতি করা হয়।

তাদেরকে নিজের হাতে খেতে-পরতে দাও, নিজের হাতে পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করার কথা শিক্ষা দাও এবং তাদের কাজ তুমি নিজে ক'রে তাদেরকে খোঁড়া ও নিজেকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলো না।

শিশু বড় হয়ে গেলে, তার সাথে আর শিশুর মত ব্যবহার করো না। তার বয়স বাড়ার সাথে সাথে তোমার তরবিয়তের ধরন পরিবর্তন হওয়া উচিত। জ্ঞানীরা বলেন, 'শিশু বড় হলে তাকে ভাই মনে করো।'

ছেলেদের নষ্ট হওয়ার পশ্চাতে ত্রুটির কথা বিচার করলে দেখা যাবে যে, অধিকাংশ ছেলেরাই তাদের মাতা-পিতার অবহেলা ও ত্রুটির ফলে নষ্ট হয়ে থাকে।

হে আদর্শ জননী! ছেলেদের মাঝে, মেয়েদের মাঝে এবং অনুরূপ জামাই ও বউদের মাঝে ইনসাফ কর।

নু'মান ইবনে বাশীর ﵁ থেকে বর্ণিত, তাঁর পিতা তাঁকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে হাজির হয়ে বললেন, 'আমি আমার এই ছেলেকে একটি গোলাম দান করেছি। (কিন্তু এর মা আপনাকে সাক্ষী রাখতে বলে।)' নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার সব ছেলেকেই কি তুমি এরূপ দান করেছ?" তিনি বললেন, 'না।' নবী ﷺ বললেন, "তাহলে তুমি তা ফেরৎ নাও।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের সন্তানদের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা কর।" সুতরাং আমার পিতা ফিরে এলেন এবং ঐ সাদকাহ (দান) ফিরিয়ে নিলেন।

আর এক বর্ণনায় আছে, রসূল ﷺ বললেন, "হে বাশীর! তোমার কি এ ছাড়া অন্য সন্তান আছে?" তিনি বললেন, 'জী হ্যাঁ।' (রসূল ﷺ) বললেন, "তাদের সকলকে কি এর মত দান দিয়েছ?" তিনি বললেন, 'জী না।' (রসূল ﷺ) বললেন, "তাহলে এ ব্যাপারে আমাকে সাক্ষী মেনো না। কারণ আমি অন্যায় কাজে সাক্ষ্য দেব না।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "এ ব্যাপারে তুমি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে সাক্ষী মানো।" অতঃপর তিনি বললেন, "তুমি কি এ কথায় খুশী হবে যে, তারা তোমার সেবায় সমান হোক?" বাশীর বললেন, 'জী অবশ্যই।' তিনি বললেন, "তাহলে এরূপ

করো না।” *(বুখারী ও মুসলিম)*

সন্তান ছেলে হোক অথবা মেয়ে, উভয়ের স্নেহদাবী সমান। বেটা ভাল, তা জরুরী নয়। বেটাতে লেঠা লাগাতে পারে।

‘চাহি চাহি প্রাণ গেল করি বেটা বেটা,
সে বেটা মায়ের বুকে মেরে যায় জাঠা।’

আর মেয়ে? তুমি ‘আদর্শ’ হলে, তোমার মেয়ে ‘আদর্শ’ হবে, এটাই স্বাভাবিক। ‘মা গুণে ঝি, গাই গুণে ঘি। বাপ গুণে বেটা, গাছ গুণে গোটা।’ ‘যেই মত আটা হবে সেই মত রুটি, যেই মত মা হবে সেই হবে বেটি।’ ‘ডিমের উৎকৃষ্টতা ডিম-প্রদানকারিণী মুরগীর উপর নির্ভর করে।’

ছেলের চাইতে মেয়ের তরবিয়তগত দায়িত্ব মায়ের উপর বেশী। সৃষ্টিগত ও মনোগত পরিবর্তন ও হাব-ভাব মায়ের নজরেই স্পষ্ট হয়। যেহেতু মা-ই অধিকাংশ সময় মেয়ের পাশে থাকে। আর যেহেতু মেয়ের প্রতি ‘মায়ের স্নেহ অন্তর্যামী, তার কাছে তো রয় না কিছুই ঢাকা।’

এই জন্য মেয়ের চরিত্র নষ্ট হওয়ার ব্যাপারে মা অনেকাংশে দায়ী। কেননা, জেনেশুনে সে মেয়েকে প্রশ্রয় দেয় অথবা কলঙ্কের ভয়ে তার পাপ ও কাপ অনেক কিছু গোপন করে। ওদিকে তলায় তলায় মেয়ের ভ্রষ্টতা বেড়ে চলে। অবশেষে এমন এক সময় আসে, যখন শাক দিয়ে আর মাছ ঢাকা যায় না এবং আগুনের আঙ্গার আর আঁচল দিয়ে ঢেকে রাখা যায় না। তখন তোমার উদাসীন স্বামী তোমার হিসাব না নিলেও, হিসাবের দিন হিসাব থেকে রেহাই পাবে না।

ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে বড় সতর্ক হও। তোমার ছেলের সাথে কোন মেয়ের সম্পর্ক গড়ে ওঠার সুযোগ দেবে না। অনুরূপ তোমার মেয়ের সাথে কোন ছেলের সম্পর্ক গড়ে ওঠার সুযোগ দেবে না। ভেবো না যে, পণের বাজার, ঘটে তো ঘটে যাক, পটে তো পটে যাক, বিনা খরচে বিয়েটা লাগে তো লেগে যাক। যেহেতু এমন আচরণ হীন মা-দেরই হতে পারে। যারা কোন লোভে মেয়েকে ব্যভিচারের পথে ছেড়ে দেয় এবং তার ভূমিকায় আত্মীয় যুবকের খিদমতে পেশ করে মেয়েকে। তার সাথে আজারে-বাজারে পাঠায়। হৃদয়ের আদান-প্রদানের সুযোগ দিতে বাড়িতে অবকাশ দেয়। রোমান্টিক নির্জনতা ঘটাতে তাদের নিকট থেকে নিজে দূরে সরে যায়! এমন মা নিজে মেয়ের কুটনী হয়! ধিক্ শত ধিক্ এমন নীচ মা-কে।

আদর্শ মা আমার! তোমার কোমল বুকে যদি সবল ঈমান থাকে, তাহলে পাপ

দেখে চুপ থেকো না। চুপ থাকা বৈধ নয় তোমার জন্য। ছোট শিশুর হাতে আগুন লাগতে দেখে চুপ থাকবে? ছোট শিশু বা অন্ধকে পানিতে পড়তে দেখে চুপ থাকবে? অবলা পশুকে পরের ফসল নষ্ট করতে দেখে চুপ থাকবে? কেমন মানুষ তুমি মা? কেমন মা তুমি; যদি তুমি নিজের দামাল শিশুকে বিপদ থেকে উদ্ধার না কর, থুথু তোমার মাতৃত্বে!

তোমার রসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যখন কোন গর্হিত (বা শরীয়ত বিরোধী) কাজ দেখবে, তখন সে যেন তা নিজ হাত দ্বারা পরিবর্তন করে। তাতে সক্ষম না হলে যেন তার জিহ্বা দ্বারা, আর তাতেও সক্ষম না হলে তার হৃদয় দ্বারা (তা ঘৃণা জানবে)। তবে এ হল সব চাইতে দুর্বলতম ঈমানের পরিচায়ক।" *(মুসলিম ৪৯নং, আহমাদ, আসহাবে সুনান)*

মেয়েকে শাসন করতে গেলে মেয়ে তোমার উপর হয়? হতে পারে, হয়তো বা তুমি পাঁকের গোঁজ। তোমার ধারভার কিছু নেই। তুমি শাসানিতে যা বল, মেয়ে তা ভালই বুঝে, তাই কোন গুরুত্ব দেয় না। আর তার জন্যই কথায় বলে, 'বিহানের (সকালের) বাদল বাদল নয়, মায়ে-ঝিয়ে কোঁদল কোঁদল নয়।'

যে মা ডান হাতে করে শিশুর দোলনা হিলাতে পারে, সেই মা বাম হাতে করে পৃথিবী হিলাতে পারবে। মায়ের এক শক্তি আছে, সেই শক্তিকে তুমি কাজে লাগাও।

মায়ের হাতেই গড়বে মানুষ মা যদি সে সত্য হয়
মা-ই তো এ জাহানে প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয়।

মা সকল নারীই হতে পারে। কিন্তু 'আদর্শ মা' খুব কম নারীই হয়ে থাকে। স্নেহময়ী পরমা গুণবতী বোনটি আমার! তুমি 'আদর্শ মা' হবে, এই কামনা করি।

আদর্শ শাশুড়ী

মা আমার! তুমি তোমার বউয়ের জন্য আদর্শ হও। নচেৎ 'শাশুড়ী যদি দাঁড়িয়ে মুতে, বউ মুতবে পাক দিয়ে দিয়ে।'

একান্নবর্তী সংসারে কলহ অস্বাভাবিক নয়। তবে অনেক কলহ নিছক ভুল বুঝাবুঝির ফলে সৃষ্টি হয়ে থাকে। এরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করা থেকে দূরে থাক।

বাড়িতে অপরজনকে ছেড়ে দু'জনে ফিসফিসিয়ে কথা বলো না। তাতে সন্দেহের বীজ বপন হতে পারে। কথা তার না হলে তাকে শুনিয়ে দাও এবং তার মনের সন্দেহ দূর ক'রে দাও। আর জেনে রেখো যে, দেওয়ালেরও কান আছে। অর্থাৎ,

কোন গোপন কথা তুমি নির্জনে বললেও, কোথা থেকে কে শুনে ফেলছে, তা তুমি লক্ষ্য করতে পারবে না।

হিট মেরে কথা বলো না, ঝিকে মেরে বউকে শিক্ষা দিও না। ছেলেকে কটু কথা বলে শ্বশুর, স্বামী বা তার ভাইকে, মেয়েকে কটু কথা বলে শাশুড়ী, জা বা ননদকে হিট মেরো না। এতে মন ভেঙ্গে যায় এবং সরাসরি আঘাত করার চাইতে তাতে আঘাত লাগে বেশী।

আদর্শ মা আমার! বউ নিয়ে মনোমালিন্য হলে ধৈর্য ধর। মেনে ও মানিয়ে নিতে চেষ্টা কর। আমি তো জানি না মা, দোষ কার? তুমিও হয়তো নিজের দোষ নিজে বুঝতে পারবে না। বউমাও নিজের দোষ স্বীকার করবে না। কি জানি তোমার মাঝে বউয়ের প্রতি ঈর্ষা কাজ করছে কি না? আর জানি না, তোমার বউয়ের মাঝে অহংকার আছে কি না?

তোমার নিকট থেকে বউ তোমার বেটা ভাঙ্গিয়ে নিচ্ছে? নিছক সন্দেহের বশে বউমাকে দোষ দিও না। এমনও হতে পারে যে, 'ভাঁড় ভাল নয়, মোদ (মধু) গড়াগড়ি।'

বউ-এ মায়ে ঝগড়া হলে বেটার মাথা খাওয়া যায়। আর তখন বেটাকে হিকমত অবলম্বন করতে হয়। বউকে ছোট হতে হয়। শাশুড়ীকে মেনে নিতে হয়, ক্ষমা প্রদর্শন করতে হয়।

আশা করি তুমি সেই মা নও, যে বেটি-জামায়ের প্রেম দেখে খোশ হয়, কিন্তু বেটা-বউয়ের ভালবাসা দেখে রোষ করে, গা জ্বালায় জ্বলে ওঠে!

আশা করি তুমি সে শাশুড়ী নও, যে বউয়ের জন্য ছেলেকে দিনে ভাশুর বানিয়ে রাখে। অতঃপর রাতে দেরী ক'রে শুতে দিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে গল্প করতে করতে রাত পার ক'রে ফজর পর পুনঃ ঘুমিয়ে সকালে উঠতে বউয়ের দেরী হয়ে গেলে চামড়ার বন্দুক থেকে কথার টোঁটা ছুঁড়ে তার কানে মেরে জানে আঘাত দাও।

তুমিও পারনি, এখনও পারবে না। যদি রাত জেগে স্বামী সন্তুষ্ট ক'রে থাক, তাহলে শারীরিক আলস্য, ক্লান্তি ও জড়তার ফলে সকাল সকাল স্ফূর্তি মনে উঠতে পারবে না। সুতরাং ধৈর্যের সাথে একটু সহ্য ক'রে নাও; বিশেষ করে বিয়ের পর নতুন কয়টা বছর।

বউয়ের নিকট থেকে গায়ে তেল পায়ে তেল পাওয়ার আশা করো না। আশা করলে এবং না পেলেই দুঃখ হবে। আর তা না পেয়ে খবরদার ঘরের কথা, বেটা-বউয়ের কথা পরের কাছে বলো না। তাতে তোমার দুশমন হাসবে এবং তোমার মান যাবে, ওজন হাল্কা হবে তোমার বেটার।

নারী বড় ফিতনা, তুমি হয়তো তোমার বউয়ের কাছেও সে প্রমাণ পেতে পার। জায়ে-জায়ে মনোমালিন্য হলে, তুমি শাশুড়ীমা হিসাবে হিকমত অবলম্বন কর। 'ভাই বড় ধন, রক্তের বাঁধন, যদি হয় পর, নারীই কারণ।' একান্ত বনিবনাও না হলে, সময় থাকতে পৃথক ক'রে দাও। ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই একদিন না একদিন হতেই হবে। সুতরাং আগে থেকে হলে ক্ষতি কি? ছোট ছেলে বা মেয়ে থাকলে তাদের ভরণপোষণ করতে পিতা অক্ষম হলে পৃথক হয়ে গেলেও ঐ ছেলের উপর তা ওয়াজেব।

তুমি স্মরণ ক'রে দেখ মা! তুমি এককালে যখন তোমার শাশুড়ীর বউ ছিলে, তখন তার ব্যবহার কেমন লাগত। তখন যে ব্যবহার তুমি তোমার শাশুড়ীর নিকট থেকে পেতে পছন্দ করতে, সেই ব্যবহার তুমি তোমার বউকে প্রদর্শন কর।

মা গো! আপ ভালা তো জগৎ ভালা। বউয়ের সাথে ভাল ব্যবহার ক'রে দেখ, তুমিও তার নিকট থেকে ভাল ব্যবহার পাবে। তুমি তাকে আপন বেটি মনে কর, সেও তোমাকে আপন মা মনে করবে। আর অহংকারে দূরত্বই বাড়বে, বাড়বে অশান্তির দাবানল।

মহিলা-মজলিস

বাড়িতে বাড়িতে মহিলাদের খাস মজলিস হয়। পাড়ার মেয়েরা এক মজলিসে জমা হয়। সে মজলিসে খাস মহিলাদের কথা চলে। কত রকম কথা হয় সেখানে। চায়ের দোকানে যেমন ভাল-মন্দ কত কথা হয়, বউয়ের বিছানা থেকে রাজার সিংহাসন পর্যন্ত সমস্ত ধরনের কথাবার্তা চলে। অনুরূপ মহিলা মজলিসেও স্বামীর বিছানা থেকে নিয়ে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কত কথা চলে। তাদের মুখে কত ছেলে-মেয়ে ব্যভিচার করে, চুরি করে। তাদের মজলিসেরও খাস মুখপাত্র আছে, রিপোর্টার ও সাংবাদিক আছে। বেকার যুবকদের মত তাদের মজলিসেও ভাল রকমের তর্ক চলে, আস্ফালন চলে, গর্ব হয়, কত লোকের গীবত হয়। যেমন মজলিস তেমন সরগরম হয়। 'যুবায়-যুবায় কথা হয়, কথা কথায় হাসি, বুড়ায়-বুড়ায় কথা হয়, কথায় কথায় কাশি' থাকে।

বুড়িদের খাস মহিলা মহলের খাস বিষয়বস্তু হয় বউ-বেটা। কেউ সুনাম গায়, কেউ কুনাম।

আর যুবতীদের খাস মহিলা মহলে খাস আলোচ্য বিষয় হয় স্বামী ও তার দাম্পত্য জীবন। যার যেমন হয়, সে তেমন গায়।

'সুজনে সুযশ গায় কুযশ ঢাকিয়া,
কুজনে কুরব করে সুরব নাশিয়া।'

বরাঙ্গী স্বামীর প্রশংসা করে। কেউ সত্যই সুখিনী, সে নিজের সুখের কথা গায়। আর অনেকে সুখ না পেয়েও প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক গুণকীর্তনে শামিল হয়। কেউ স্বামীর প্রশংসা ক'রে স্বামীর মান বাড়ায়, কেউ স্বামীর প্রশংসা ক'রে নিজের মান বাড়ায়। আর কেউ স্বামীর ভুয়ো প্রশংসা ক'রে স্বামীর মান ক্ষয় করে। কোন কোন মহিলা নিজের প্রশংসা করতে গিয়ে নিজের স্বামীর বদনাম ক'রে বসে। যেমন গর্বের সাথে বলে,

'আমাকে ও এত ভালবাসে! ফজরের সময়ে উঠে ডিউটিতে যায়, তখন আমাকে ভাল ক'রে ঢাকা দিয়ে যায়। আস্তে আস্তে পা ফেলে আস্তে আস্তে দরজা খোলে, যাতে কোন শব্দে আমার ঘুম ভেঙ্গে না যায়!'

কিন্তু এ মহিলা খেয়াল করে না যে, এতে তার স্বামীর বদনাম হয় যে, সে তার বউকে ফজরের নামাযের জন্য জাগায় না।

'আমাকে এত ভালবাসে যে, থালাবাটিও আমাকে ধুতে দেয় না। এমনকি আমার শাড়ি-সায়াও ধুয়ে দেয়। সকালে নিজে চা বানিয়ে আমাকে উঠায়!'

'মাটির মানুষ। তাকে না বলে কোথাও গেলে কিচ্ছু বলে না। আমার দোলাভাইয়ের সাথে কত হাসি-মজাক করি, তাও কিছু বলে না।'

এতে রয়েছে স্ত্রৈণতার গন্ধ। তাকি ঐ মহিলা বোঝে?

'চাকরীর বেতন ছাড়া আউট ইনকাম হয়। কাজে অনেক বখশিশ পায়!'

এতে ঘুস খাওয়ার কথা প্রকাশ ক'রে স্বামীকে চোর বানানো হয় না কি? 'নিজেরে করিতে সম্মান দান নিজেরে করি অপমান' সত্য হয় না কি?

অনেক স্বামী আছে, যারা 'মেগের কাছে পেগের বড়াই' করে। আর সে বড়াই সত্য মনে ক'রে স্ত্রী অন্য মহিলার কাছে বয়ান করে এবং হাস্যাস্পদ হয়। অনুমানে পরের ঘোলকে টক বলে নিজের ভাঙ্গা মনকে সান্ত্বনা দেয়।

দুঃখিনী বোনটি আমার! অনেক মহিলা আছে, যারা নিজেদের স্বামীর ঝুটা প্রশংসা করে। বিশেষ ক'রে তোমার উপর নিজের বড়াই বয়ান করার জন্য এরূপ ক'রে থাকে। 'তোমার স্বামী এ রকম? আমার তো এত সুন্দর কি বলব? তোমাকে এই দেয় না? আমাকে এত এত দেয়।' এই সকল কথায় কান দিয়ে নিজের মনকে খারাপ করো না। হিংসুক মহিলাদের কথা কানে ভরে নিজের সুখী সংসারের নির্মল

পানিকে নোংরা করে দিও না।

অধিকাংশ মহিলা নিজ স্বামীর বদনাম করে, যার খায়-পরে, তারই বদনাম করে।

'অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ,
কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন।
কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ,
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ।'

মহিলাদের অনুরূপ অন্যান্য আচরণ দেখে কবি লিখেছেন,

দেখ দেখ চেয়ে,
'হায় হায় ঐ যায় বাঙ্গালীর মেয়ে ---
মুখের সাপটে দড় -- বিপদে অজ্ঞান,
কোঁদলে ঝড়ের আগে কথার তুফান,
বেহদ্দ সুখের সাধ -- পা ছড়ায়ে বসা,
আঁচলের খুঁটটি তুলে অঙ্গ মলা-ঘষা।
নমস্কার তার পায় -- পাড়ায় বেড়ানী,
পেটটি ভরা কুঁজড়ো কথা, পরনিন্দাগ্লানি।
কথায় আকাশে তোলে হাতে দেয় চাঁদ,
যার খায়, যার পরে, তারি নিন্দাবাদ।'

শুধু বাঙ্গালীর মেয়েই নয়; বরং আরবের জাহেলী যুগের মহিলা মজলিসে কোন্ শ্রেণীর কথা হত, মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তার একটা বর্ণনা দিয়েছেন।

তিনি বলেন, এগারো জন মহিলা এক জায়গায় বসল এবং শপথ ও সিদ্ধান্ত নিল যে, তারা নিজেদের স্বামীদের ব্যাপারে কোন খবর গোপন করবে না।

সুতরাং প্রথম মহিলা বলল, 'আমার স্বামী হচ্ছে শীর্ণকায়-দুর্বল উটের গোশ্তের ন্যায়, যা এমন পাহাড়ের চূড়ায় রাখা হয়েছে, যেখানে আরোহণ করা সহজ কাজ নয় এবং গোশ্তের মধ্যে এত চর্বিও নেই, যার কারণে কেউ সেখানে ওঠার জন্য কষ্ট স্বীকার করবে।'

দ্বিতীয় মহিলা বলল, 'আমি আমার স্বামীর খবর বলব না। কারণ, আমি আশংকা করছি যে, তার কাহিনী শেষ করতে পারব না। কেননা, আমি যদি তার বর্ণনা দিই, তাহলে আমি তার সকল দুর্বলতা এবং খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলোই উল্লেখ করব।'

তৃতীয় মহিলা বলল, 'আমার স্বামী একজন দীর্ঘদেহী ব্যক্তি, আমি যদি তার

বর্ণনা দিই (এবং সে তা শুনতে পায়), তাহলে সে আমাকে তালাক দেবে। আর আমি যদি চুপ করে থাকি, তাহলে সে আমাকে তালাকও দিবে না এবং আমার সাথে স্ত্রীর মত ব্যবহারও করবে না।'

চতুর্থ মহিলা বলল, 'আমার স্বামী হচ্ছে তিহামার রাতের মত মধ্যম, যা না গরম, না ঠান্ডা (নাতিশীতোষ্ণ)। আমি তার সম্পর্কে ভীত নই, অসন্তুষ্টও নই।'

পঞ্চম মহিলা বলল, 'যখন আমার স্বামী (ঘরে) প্রবেশ করে, তখন চিতাবাঘের ন্যায় এবং বাইরে বেরোয় তখন সিংহের ন্যায়। সে এমন যে, ঘরের কোন ব্যাপারে কোন প্রশ্নই তোলে না।'

ষষ্ঠ মহিলা বলল, 'আমার স্বামী যদি আহার করে, তবে সবই সাবাড় ক'রে দেয় (হাঁড়িতে কিছুই রাখে না)। আর পান করলে কিছুই বাকী রাখে না (সব চেটে-পুটে শেষ করে ফেলে)। যখন ঘুমায়, তখন (আমাকে দূরে রেখে) একাই লেপ-কাঁথা মুড়ি দিয়ে গুটি-শুটি মেরে শুয়ে থাকে; এমনকি হাত বের করেও দেখে না যে, আমি কি হালে আছি (অর্থাৎ সুখ-দুঃখের খবরও নেয় না)।'

সপ্তম মহিলা বলল 'আমার স্বামী হচ্ছে পথভ্রষ্ট অথবা দুর্বলচিত্ত এবং বোকার হদ্দ। যত রকমের ত্রুটি হতে পারে সবই তার মধ্যে আছে। সে তোমার মাথায় বা শরীরে আঘাত করতে পারে অথবা উভয়ই করতে পারে।'

অষ্টম মহিলা বলল, 'আমার স্বামীর স্পর্শ হচ্ছে খরগোশের ন্যায় এবং তার (দেহের) গন্ধ হচ্ছে যারনাব (এক প্রকার সুগন্ধিযুক্ত ঘাস)-এর ন্যায়।'

নবম মহিলা বলল, 'আমার স্বামী হচ্ছে উঁচু অট্টালিকার ন্যায় (উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন) এবং তরবারি ঝুলিয়ে রাখার জন্য চামড়ার লম্বা ফালি পরিধান করে থাকে (সে দানশীল এবং সাহসী)। তার ছাই-ভস্মের পরিমাণ প্রচুর (অর্থাৎ, সে বড় অতিথিপরায়ণ) এবং তার বাড়ী হচ্ছে জনগণের কাছেই, যাতে তারা সহজেই তার সাথে পরামর্শ করতে পারে।'

দশম মহিলা বলল, 'আমার স্বামীর নাম মালেক, আর মালেকের কি প্রশংসা করব? মালেক হচ্ছে এর চাইতেও অনেক বড়, যা তার সম্পর্কে আমি বলব (আমার মনে তার সম্পর্কে যত প্রশংসাই আসুক না কেন, সে তার অনেক ঊর্ধ্বে)। তার অধিকাংশ উটকেই ঘরে রাখা হয়, (অর্থাৎ, মেহমানের খাতিরে যবেহ করার জন্য সদা প্রস্তুত থাকে) এবং মাত্র কতিপয় উট চরাবার জন্য মাঠে রাখা হয়। উটগুলো যখন বাঁশি (বা তাম্বুরার) আওয়াজ শোনে, তখন তারা বুঝতে পারে যে,

তাদেরকে অতিথির জন্য যবেহ করার ব্যবস্থা হচ্ছে।'

একাদশতম মহিলা বলল, "আমার স্বামী হচ্ছে আবূ যারা'। তার কথা কি আর বলব? সে আমাকে এতো বেশী অলংকার দিয়েছে যে, আমার কান বোঝায় ভারী হয়ে গেছে এবং আমার বাহুতে চর্বি জমে গেছে (আমি মুটিয়ে গেছি) এবং সে আমাকে এত সুখে রেখেছে। আর আমি এত আনন্দিতা হয়েছি যে, এ জন্য আমি নিজেকে গর্বিতা মনে করি। সে আমাকে এমন এক পরিবার থেকে এনেছে, যারা শুধু মাত্র কয়েকটি বকরীর মালিক ছিল, (খুব গরীব ছিল)। অতঃপর আমাকে এমন সম্ভ্রান্ত পরিবারে নিয়ে আসে, যেখানে ঘোড়ার চিঁহিঁ রব এবং উটের হাওদার খটখটানি এবং শস্য মাড়ায়ের খসখসানি শোনা যায়। আমি যা কিছুই বলি, সে আমাকে ভর্ৎসনা বা বিদ্রূপ করে না। যখন আমি নিদ্রা যাই, তখন সকালে ঘুম থেকে দেরী করে উঠি। যখন আমি (পানি বা দুধ পান করি) খুব তৃপ্তি সহকারে পান করি। আর আবু যারা'র মা? তার কথা কি বলব? তার থলে সর্বদা পরিপূর্ণ এবং ঘর খুবই প্রশস্ত। আবূ যারা'র ছেলের ব্যাপারে কি আর বলব? সেও খুব ভাল। তার শয্যা এত সংকীর্ণ যে, মনে হয় যেন অকোষবদ্ধ তরবারি (ছিমছাম দেহবিশিষ্ট)। আর তার খাদ্য হচ্ছে মাত্র (চার মাস বয়স্ক) ছাগলের একখানা পা (অর্থাৎ, কম ভোজনকারী)। আর আবু যারা'র মেয়ে সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় যে, সে নিজ বাপ-মায়ের সম্পূর্ণ অনুগতা। সে খুবই সুঠাম দেহের অধিকারিণী। তার সতীন বা প্রতিবেশিনীদের ঈর্ষার পাত্রী। আবু যারা'র ক্রীতদাসী, তার গুণের কথাই বা কি বলব! সে আমাদের ঘরের গোপন কথা বাইরে বলে না বরং নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে; সে আমাদের সম্পদের ঘাটতি করে না, আমাদের ঘরকে ময়লা আবর্জনা দিয়ে ভরেও রাখে না।"

একাদশতম মহিলা আরো বলল, (এমন সুখেই ছিলাম।) হঠাৎ একদিন এক ঘটনা ঘটল। যখন পশুদের দুধ দোহন করা হচ্ছিল এমন সময় আবু যারা' বাইরে বের হল এবং সে একজন রমণীকে দেখতে পেল, যার চিতাবাঘের ন্যায় দুটি পুত্র রয়েছে। তারা তার কোমরের নিচ দিয়ে দু'টি ডালিম নিয়ে খেলা করছিল (অর্থাৎ, দুধপান করছিল এবং খেলছিল)। এ মহিলাকে দেখে (তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে) সে আমাকে তালাক দিয়ে দিল এবং তাকে বিয়ে করল। অতঃপর আমি আর এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে বিয়ে করলাম, যে দ্রুতবেগে ধাবমান অশ্বে আরোহণ করে এবং হাতে বর্শা রাখে। সে আমাকে অনেক সম্পদ দিয়েছে। এবং প্রত্যেক প্রকার

গৃহপালিত জন্তুর এক এক জোড়া দিয়েছে এবং বলেছে, হে উম্মে যারা'! তুমি (এগুলো থেকে) খাও এবং নিজ আত্মীয়-স্বজনদেরকেও নিজ খুশীমত উপহার-উপঢৌকন দাও। মহিলাটি আরও বলল, কিন্তু সে আমাকে যা কিছুই দিয়েছে, আবূ যারা'র সামান্য একটি পাত্রও তা পূর্ণ করতে পারবে না। (আবু যারা'র সম্পদের তুলনায় তা অতি নগণ্য)।

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রসূল ﷺ আমাকে বললেন, আবূ যারা' তার স্ত্রী উম্মে যারা'র কাছে যেরূপ, আমিও তোমার কাছে তদ্রূপ। (শুধুমাত্র পার্থক্য এটুকু যে, সে শেষ পর্যন্ত তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে আর আমি তোমাকে তালাক দিইনি বরং আজীবন একইরূপ ব্যবহার করে আসছি।) *(বুখারী)*

অনেক মহিলা পর-পুরুষের গুণমুগ্ধ হয়ে তার প্রশংসা করে। তারা বলে, 'ভাশুর-শ্বশুর দেওরা ভালো মিনসে কপাল-পোড়া রে---।' এরা পতির খায়, কিন্তু উপপতির গুণ গায়। এরা যার নুন খায়, তার গুণ গায় না। কারণ, খাওয়ালে কি হবে, সে গুণধর নয় তাই! এরা জানে না যে, অপরের দোষ গোপন করতে হয়, বিশেষ ক'রে যার খায় তার দোষ গাইতে হয় না। মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের ত্রুটি গোপন করে, আল্লাহ ইহ-পরকালে তার ত্রুটি গোপন করে নেন।" *(মুসলিম ২৬৯৯নং, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম)*

তারা জানে না যে, যার খায়, তারই নাশুকরি করার জন্য অধিকাংশ মহিলা দোযখবাসিনী হবে। যারা স্বামীর নিমকহারামি করবে।

হ্যাঁ। আর খবরদার! যেন স্বামীর বদনাম তোমার ছেলেমেয়েদের কাছে করো না। নচেৎ তাদের কাছে তাদের পিতার ওজন হাল্কা ক'রে দিলে ক্ষতি হবে তোমারও।

পরচর্চা ঃ গীবত

মহিলা-মজলিসে যেমন ঘরচর্চা হয়, তেমনি পরচর্চাও বাদ যায় না। পরচর্চা বা গীবত হল এ মজলিসের ফলফ্রুট অথবা চা-বিস্কুট। অথচ পরচর্চা বা পরের গীবত করা অথবা তাতে অংশগ্রহণ করা আদর্শ মহিলার পরিচয় নয়।

মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ}

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা বহুবিধ ধারণা হতে দূরে থাক; কারণ কোন কোন ধারণা পাপ। আর তোমরা অপরের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা (গীবত) করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভ্রাতার গোশ্‌ত ভক্ষণ করতে চাইবে? বস্তুতঃ তোমরা তো এটাকে ঘৃণাই মনে কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তাওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু। *(সূরা হুজুরাত ১২ আয়াত)*

মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদা নবী ﷺ-কে বললাম, 'সফিয়ার ত্রুটির জন্য তো এতটুকুই যথেষ্ট যে সে এইটুকু।' অর্থাৎ বেঁটে। তা শুনে নবী ﷺ বললেন, "তুমি এমন একটি কথা বললে যে, তা যদি সমুদ্রের পানিতে ঘুলে দেওয়া হত, তাহলে (সে অর্থে) পানিকেও ঘোলা (নোংরা) করে দিত!" *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী)*

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যখন আমি মি'রাজে গেলাম তখন এক সম্প্রদায়কে দেখলাম তারা তামার নখ দ্বারা নিজেদের মুখমণ্ডল এবং বক্ষ বিক্ষত করছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'হে জিব্রাঈল! ওরা কারা?' তিনি বললেন, 'ওরা তারা, যারা মানুষের মাংস ভক্ষণ করে এবং তাদের সম্ভ্রম লুটে বেড়ায়।' *(আহমাদ, আবূ দাঊদ)*

আবূ হাতেম বলেন, সবচেয়ে লাভবান ব্যবসা আল্লাহর যিক্‌র এবং সবচেয়ে ক্ষতিকর ব্যবসা মানুষের যিক্‌র।

ফুযাইল বিন ইয়ায বলেন, মানুষের যিক্‌র ব্যাধি, আর আল্লাহর যিক্‌র আরোগ্য।

সাধারণতঃ গীবত করে হিংসুটে লোকেরা। হিংসুক ব্যক্তি পেরে না উঠলে গীবত শুরু করে দেয়। পক্ষান্তরে একজন 'আদর্শ রমনী' হিংসুটে হয় না।

আর এ কথা জেনে রেখো যে, যে তোমার কাছে পরচর্চা করে, সে তোমার চর্চা পরের কাছে করবে। অতএব এমন চর্চায় অংশগ্রহণ থেকে দূরে থাক।

শান্তিপ্রিয়া বোনটি আমার! লোকের গীবত করো না, শুনোও না। আর পারলে যার গীবত করা হচ্ছে তার তরফ থেকে মুখ নিও, তার জন্য কোন ওজর খুঁজো, তাতে তুমি নেক বদলা পাবে। তোমার নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্ভ্রমের সপক্ষে অপরের প্রতিবাদ ও খণ্ডন করে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার উপর থেকে জাহান্নামকে ফিরিয়ে দেবেন।" *(আহমাদ, তিরমিযী)*

"যে ব্যক্তি তার (মুসলিম) ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে (তার গীবত করা ও ইজ্জত লুটার সময় প্রতিবাদ করে) তার সম্ভ্রম রক্ষা করে, সেই ব্যক্তি আল্লাহর নিকট এই অধিকার পায় যে, তিনি তাকে দোযখ থেকে মুক্ত করে দেন।" *(আহমাদ, ত্বাবারানী,*

সহীহুল জামে’ ৬২৪০ নং)

আর প্রতিবাদ বা রদ করার ক্ষমতা না থাকলে গীবতকে অন্তর দ্বারা ঘৃণা করবে এবং কর্ণপাত না ক’রে মজলিস ত্যাগ ক’রে প্রস্থান করবে। নচেৎ জেনে রেখো, পরের দোষকীর্তন করতে থাকলে, আল্লাহ কারেন্ট শাস্তি স্বরূপ তোমার দোষ প্রকাশ করে তোমাকে লাঞ্ছিত করবেন।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “হে সেই মানুষের দল; যারা মুখে ঈমান এনেছে এবং যাদের হৃদয়ে ঈমান স্থান পায়নি (তারা শোন)! তোমরা মুসলিমদের গীবত করো না এবং তাদের দোষ খুঁজে বেড়ায়ো না। কারণ, যে ব্যক্তি তাদের দোষ খুঁজবে, আল্লাহ তার দোষ ধরবেন। আর আল্লাহ যার দোষ ধরবেন তাকে তার ঘরের ভিতরেও লাঞ্ছিত করবেন।” *(আহমাদ ৪/৪২০, আবূ দাউদ ৪৮৮০, আবূ য়্যা’লা, সহীহুল জামে’ ৭৯৮৪নং)*

পরচর্চা করা মৃত মানুষের মাংস খাওয়ার সমান। আল্লাহ তাআলা বলেন,

((يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلاَ تَجَسَّسُوْا وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيْهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوْهُ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ))

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুমান হতে দূরে থাক। কারণ, কোন কোন ক্ষেত্রে অনুমান হল গোনাহর কাজ। আর তোমরা অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান (গোয়েন্দাগিরি) করো না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা (গীবত) করো না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করতে চাইবে? বস্তুতঃ তোমরা তো তা ঘৃণাই করবে। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু। *(সূরা হুজুরাত ১২ আয়াত)*

তোমাদের এই মজলিসে কত মহিলা কত মহিলার নামে মিথ্যা কলঙ্ক দেয়। যে অপরাধ কেউ করেনি, তার ঘাড়ে সেই অপবাদ চাপানো হয়। অথচ তা সমাজে অশান্তি সৃষ্টিকারী একটি মহাপাপ। মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}

অর্থাৎ, যারা সাধ্বী নিরীহ ও বিশ্বাসিনী নারীর প্রতি অপরাধ আরোপ করে তারা ইহলোক ও পরলোকে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য আছে মহাশাস্তি। *(সূরা নূর ২৩ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

((وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَاناً وَّإِثْماً مُّبِيْناً))

অর্থাৎ, যারা বিনা অপরাধে মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে কষ্ট দেয় তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে। *(সূরা আহযাব ৫৮ আয়াত)*

গীবত ও অপবাদের মাধ্যমে কত মুসলিম নরনারীর ইজ্জত লুটা যায়, তার ইয়ত্তা নেই। অথচ তা কত বড় মহাপাপ!

মহানবী ﷺ বলেন, "সূদ (খাওয়ার পাপ হল) ৭২ প্রকার। যার মধ্যে সবচেয়ে ছোট পাপ হল মায়ের সাথে ব্যভিচার করার মত! আর সবচেয়ে বড় (পাপের) সূদ হল নিজ (মুসলিম) ভায়ের সম্ভ্রম নষ্ট করা।" *(ত্বাবারানীর আউসাত্ব, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৮৭১নং)*

অঙ্গচালনার সাথে বিভিন্ন ভঙ্গিতে কত মানুষের কাপ দেখানো হয়। অথচ তাও কাবীরা গোনাহ। মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, একদা তাঁর নিকট এক ব্যক্তির কথা অভিনয় করে) নকল করলাম। এর ফলে তিনি বললেন, "আমাকে যদি এত এত (প্রচুর অর্থ) দেওয়া হয় তবুও আমি কারো নকল করাকে পছন্দ করব না।" *(আহমাদ ৩/২২৪, আবূ দাউদ ৪৮৭৮, সহীহ আবূ দাউদ ৪০৮২নং)*

শান্তিকামী বোনটি আমার! তুমি পারলে মানুষের ইজ্জত রক্ষা করো। প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করো। তাতে তোমার লাভ আছে। রসূল ﷺ বলেন, "যে কোনও ব্যক্তি কোন মুসলিম ব্যক্তিকে সেই জায়গায় সাহায্য না করে বর্জন করবে, যেখানে তার সম্ভ্রম লুটা হয় এবং তার ইজ্জত নষ্ট করা হয়, সে ব্যক্তিকে আল্লাহ সেই জায়গায় সাহায্য না ক'রে বর্জন করবেন, যেখানে সে তাঁর সাহায্য পেতে পছন্দ করে। আর যে কোনও ব্যক্তি কোন মুসলিম ব্যক্তিকে সেই জায়গায় সাহায্য করবে, যেখানে তার সম্ভ্রম লুটা হয় এবং তার ইজ্জত নষ্ট করা হয়, সে ব্যক্তিকে আল্লাহ সেই জায়গায় সাহায্য করবেন, যেখানে সে তাঁর সাহায্য পেতে পছন্দ করে।" *(আবূ দাঊদ ৪৪৮৪, সহীহুল জামে' ৫৬৯০নং)*

সমালোচনাকে ভয়

তুমি চুরি ক'রে ধরা পড়লে, লোকে কথা বললে তোমার চুপ থাকা ও নিজেকে সংশোধন করা উচিত। গলা বাজানো, লোকের কথায় প্রতিবাদ করা এবং যে তোমার গালের কালি দেখিয়ে দেয়, তার চোখের কাজল দেখানোয় তোমার নিজের ক্ষতি আছে।

সমালোচনাকে ভয় করা উচিত নয়। সমালোচনাকে স্বাগত জানাও, তাতে তোমার পুনর্গঠন আছে। ফ্রাঙ্কলিন বলেন, 'আমাদের ব্যাপারে অন্যান্যের মন্তব্য আমাদেরকে সভ্য তৈরী করে। আমাদের আশপাশের লোকেরা যদি অন্ধ হত, তাহলে দামী পোশাক,

সুন্দর বাড়ি এবং মূল্যবান আসবাব-পত্রের প্রয়োজন হতো না।'

তবে হ্যাঁ, মন্দ কাজ করার পূর্বে সমালোচনাকে ভয় কর। এতে তোমার লাভ আছে।

তুমি সুখে আছ, তুমি পর্দায় আছ, তুমি দান করছ, তুমি দ্বীনদার মহিলা, তোমার নাম আছে, তুমি অন্য মহিলাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছ, এতে অপারগ মহিলাদের তো হিংসা হওয়ারই কথা। তাতে তোমার সমালোচনা তো হতেই পারে। আর সেই সমালোচনা যখন তোমার কানে আসবে, তখন তুমি কি স্বস্তি পাবে? অবশ্যই না। মন ব্যথিত হবে। ভাল কাজ বর্জন করতে ইচ্ছা হবে। কিন্তু না বোনটি! যারা ভাল কাজ করে, তারা সমালোচনাকে ভয় করে না। মনে দুঃখ পায়, কিন্তু পরোয়া করে না।

নীচ ও হীন মনের মানুষরা বড় মানুষদের ত্রুটি খুঁজে পেয়ে তার সমালোচনায় প্রচুর আনন্দ পায়।

তুমি সমালোচনার ঊর্ধ্বে হবে? সমালোচকরা যখন তোমার সম্পর্কে সমালোচনার কিছুই না পাবে, তখন তোমার বয়স নিয়ে সমালোচনা করবে। কখনো বা তোমার নামে মিথ্যা কলঙ্ক রটিয়ে সমালোচনা করবে।

পক্ষান্তরে সমালোচনামুক্ত কি মানুষ আছে? যে বড় কাজ করে লোকেরা তারই সমালোচনা করে। সমুদ্রের প্রতি লক্ষ্য কর, তার মাঝে মড়া ফেলা হয়, মড়া ভাসে উপরে। কিন্তু তার গভীরে থাকে মণি-মুক্তা-প্রবাল-পদ্মরাগ। বনে-বাগানে কত শত গাছ রয়েছে। কিন্তু লোকেরা সব ছেড়ে দিয়ে ফলদার গাছেই ঢিল মারে। আকাশের মাঝে অগণিত গ্রহ-নক্ষত্র রয়েছে। কিন্তু কেবল চন্দ্র ও সূর্যেই গ্রহণ লেগে থাকে।

সমালোচনা-ব্যথিত মনের বোনটি আমার! ভক্তরা বলল, অমুক আপনাকে গালি দেয়, আর আপনি তার প্রশংসা করেন? আমি বললাম, ছাড়, যার যেমন প্রকৃতি, সে তেমন করবে। যে হাঁড়িতে যা আছে সে হাঁড়ি উবুড় করলে তাই পড়বে। কুকুরের ঘেউ-ঘেউ যদি তোমার কোন ক্ষতি করতে না পারে, তাহলে তাকে কিয়ামত পর্যন্ত ঘেউ-ঘেউ করে ক্লান্ত হতে দাও।

মহিলা-মজলিসের ঐ সমালোচনায় মন খারাপ করো না। মানুষের অন্যায় সমালোচনা বন্ধ করতে পারা যায় না বটে, কিন্তু একটা ব্যাপার অবশ্যই বন্ধ করা যায়; আর তা হল, অন্যায় সমালোচনা শুনে দুশ্চিন্তা করা।

বড় সুখী তারা যারা লোকেদের সমালোচনা উপেক্ষা করে চলে। সুতরাং লোকে কি বলবে তা তুমি মোটেও ভেবো না, যতক্ষণ তুমি জানো যে, তুমি ঠিক পথেই আছ।

বড় দুঃখ লাগে বোনটি আমার! যখন এমন লোকে আমার সমালোচনা করে, যে

তার যোগ্য নয়। যখন 'আনারস বলে, কাঁঠাল ভায়া! তুমি বড় খসখসে! চালুনি বলে সুই তোর পোঁদে কেন ছ্যাঁদা? গুয়ে বলে গোবর দাদা, তোর গায়ে কেন গন্ধ? নিজের পানে চায় না শালী, পরকে বলে ডাবরাগালি।'

আরো কিছু সমালোচনার কথা কবির কাছে শোন ঃ-

'ভিমরুলে মৌমাছিতে হল রেষারেষি,
দুজনায় মহাতর্ক শক্তি কার বেশি।
ভিমরুল কহে, আছে সহস্র প্রমাণ,
তোমার দংশন নহে আমার সমান।
মধুকর নিরুত্তর, ছলছল আঁখি-
বনদেবী কহে তারে কানে কানে ডাকি,
কেন বাছা নতশির! এ কথা নিশ্চিত,
বিষে তুমি হার মানো, মধুতে যে জিত।'

*****

'কানাকড়ি পিঠ তুলি কহে টাকাটিকে,
তুমি ষোল আনা মাত্র, নহ পাঁচ সিকে,
টাকা কয়, আমি তাই, মূল্য মোর যথা,
তোমার যা মূল্য তার ঢের বেশি কথা।'

*****

'নক্ষত্র খসিল দেখে দীপ মরে হেসে,
বলে, এত ধুমধাম, এই হল শেষে!
রাত্রি বলে, হেসে নাও, বলে নাও সুখে,
যতক্ষণ তেলটুকু নাহি যায় চুকে।'

বেদনাহত বোনটি আমার! তুমি যদি সৎ ও সত্য পথে থাক, তাহলে বাহিরে সমালোচনার ঝড় বইতে দাও, তোমার পাহাড়ের মত মান-ইজ্জতের কোন ক্ষতি হবে না। তুমি কাজ ক'রে যাও, ওরা সমালোচনা ক'রে যাক। 'হাথী চলতা রহেগা আওর কুত্তা ভুঁকতা রহেগা।'

তোমার প্রশংসা

যখন কোন মহিলাকে দেখবে যে, সে তোমার মিথ্যা প্রশংসা করছে, তখন জেনে

নিও যে, সে তোমার মিথ্যা বদনামও করতে পারে।

যদি কেউ তোমার সেই গুণ নিয়ে প্রশংসা করে যা তোমার মধ্যে নেই, তাহলে এ কথায় নিশ্চিত হয়ো না যে, সে তোমার সেই দোষ নিয়ে বদনামও করবে, যা তোমার মধ্যে নেই।

বলা বাহুল্য, সেই প্রশংসার ফুঁকে ফুলে যেয়ো না। নচেৎ বেলুনের মত ক্ষতিগ্রস্ত হতে পার।

ভেদ প্রকাশ

সংসার এক রাজত্ব। সে রাজত্বের কত রকম রহস্য ও ভেদ থাকে, স্বামী-স্ত্রীর চরিত্রে কত রকমের দুর্বলতা ও ভেদ থাকে, সেই ভেদ প্রকাশ করা বৈধ ও উচিত নয়। অনেক সময় সে ভেদ প্রকাশ করলে মান-মর্যাদা ও পজিশন নষ্ট হয়, কখনো বা নিরাপত্তাহীনতা আসে।

মহিলা শ্বশুর বাড়ির কত কথা, স্বামীর কত ত্রুটি ও দুর্বলতার কথা বাপের বাড়িতে গিয়ে বলে থাকে। আর তাতে তার স্বামীর পজিশন নষ্ট হয়, নিজেরও ওজন হাল্কা হয়ে যায় এবং দুশমন শুনে খোশ হয়।

অনেক সময় মহিলা-মহলে অনায়াসে খুলে দেয় অনেক রহস্য। অনেকে কথা দিয়ে কথা নেয়, তাও মহিলা বুঝতে পারে না।

'দুষ্ট লোকের মিষ্ট কথা ঘনিয়ে বসে পাশে,
কথা দিয়া কথা লয় প্রাণ বধে শেষে।'

কিন্তু ভেদ খোলার পূর্বে মহিলা তা খেয়াল করতে পারে না। অবশ্য অনেক সময় ভেদ খুলে সতর্ক ক'রে দেয় যে, 'এ বোন! এ কথা কাউকে বলো না। আমাকে বলতে মানা করেছে।' কিন্তু যার কাছে ভেদ খোলা হয়, সে মহিলা অন্য মহিলার কাছে গিয়ে ঐ ভেদের কথা খুলে বলে তাকেও সতর্ক ক'রে বলে, 'এ বোন! এ কথা কাউকে বলো না। আমাকে বলতে মানা করেছে।' আর এইভাবে একে অপরকে বলতে বলতে সেই ভেদ অভেদ হয়ে যায়। গোপনে গোপনে প্রচার হতে হতে সাধারণ লোক সমাজে তা প্রকাশ পেয়ে যায়।

গোপন কথা গোপন রাখতে মহিলাদের পেটে বাজে। আর এই জন্যই জ্ঞানীরা তাঁদের স্ত্রীদের নিকট কোন ভেদ প্রকাশ করেন না। তাঁরা বলেন, 'তোমার প্রেম দাও তোমার স্ত্রীকে, কিন্তু তোমার ভেদ দাও তোমার মা-কে।'

বার্ণাডশ’ বলেন, ‘ভেদ নারীর হৃদয়ে বিষের মত। সে তা বের ক’রে না ফেলতে পারলে যেন মরেই যাবে।’

মহিলাদের নিকট ভেদ হল দুই প্রকার; এক প্রকার ভেদকে তারা তুচ্ছ মনে করে এবং তা গোপন রাখার অযোগ্য ভাবে। অন্য প্রকার ভেদ অতি গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু তা তারা গোপন রাখতে পারে না।

মহিলারা কেবলমাত্র একটি ভেদ গোপন রাখতে পারে; তা হল তার বয়স।

রহস্যময়ী বোনটি আমার! তোমার ভেদ হল তোমার রক্ত। সুতরাং তা তোমার ধমনীর বাইরে বইতে দিও না।

তোমরা সকল প্রকার গুপ্ত ভেদ-রহস্যের জন্য তোমার বক্ষই উপযুক্ত স্থান।

অপরকে ভাত দিয়ো, কিন্তু ভেদ দিয়ো না। ভেদ দিলে এখতিয়ার হারিয়ে যায়। আত্মহত্যা করা হয়, মানুষ অপরের নিকট নেহায়েত দুর্বল হয়ে পড়ে।

জেনে রেখো, নিজের গোপন কথা গোপনে রাখার অর্থ হচ্ছে, নিজেকে নিরাপদে রাখা। শক্তিতে তুমি দুর্বল হলে ভেদ খুলে দিয়ে অপরের নিকট দুর্বলতর হয়ে যেয়ো না। যেহেতু ‘সবচেয়ে বড় দুর্বল সে, যে নিজের ভেদ গোপন রাখতে দুর্বল। সবচেয়ে বড় শক্তিশালী সে, যে নিজের রাগ দমন করতে সক্ষম। সবচেয়ে বড় ধৈর্যশীল সে, যে নিজের অভাব গোপন করে ধৈর্যধারণ করে। আর সবচেয়ে বড় ধনী সে, যে পাওয়া জিনিস নিয়ে সন্তুষ্ট।’

শেখ সা’দী বলেন, ‘তোমার একান্ত গোপনীয় কথা নিজের বন্ধুকেও বলো না; যদিও সে বন্ধুত্বে খাঁটি। কারণ, বলা যায় না কোন দিন সে তোমার শত্রুতে পরিণত হয়ে যেতে পারে। আর এমন অসদ্ব্যবহার বা পারতঃপক্ষের এমন শাস্তি কোন শত্রুর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করো না। কারণ, কালচক্রে সে তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুতেও পরিণত হয়ে যেতে পারে।

যে গোপনীয় কথা তুমি গোপন করতে চাও, তা তোমার বন্ধুকেও বলো না। কারণ, তোমার বন্ধুরও অনেক বন্ধু আছে। সেও তাদের নিকট তা প্রকাশ করতে পারে।’

মিলন-রহস্য প্রকাশ

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে কত রকমের যৌন-রহস্য আছে, প্রেম-রহস্য আছে। কত আনন্দ আছে, কত তৃপ্তি আছে। কিন্তু সেই তৃপ্তির কথা অপরের কাছে বলে কোন কোন মহিলা অধিক তৃপ্তি লাভ ক’রে থাকে। কেউ গায় নিজ স্বামীর যৌনশক্তির

আতিশয্যের কথা, আবার কেউ গায় নিজ স্বামীর যৌন-দুর্বলতা বা অক্ষমতার কথা। অথচ মহিলা তার এই তৃপ্তিরস উদ্‌গিরণে অবিবাহিতা আর একজন সখীর চরিত্র খারাপ করে। অনেক রহস্যে কোন কোন যুবতী পুরুষদের ব্যাপারে কুধারণা পায়। অনেক মহিলার মনে তার স্বামীর গুপ্ত প্রেম বাসা বাঁধে।

মিলনে স্বামীর প্রশংসা করলে নিজের ক্ষতি করা হয়। পক্ষান্তরে দুর্নাম করলে তাকে অন্য মহিলা ও তাদের স্বামীদের নিকট তাকে ছোট করা হয়। আর কোনটাই স্ত্রীর জন্য উচিত নয়। যেমন স্বামীরও উচিত নয়, স্ত্রীর রহস্য বন্ধু-মহলে প্রকাশ করা।

মহানবী ﷺ বলেছেন, "কিয়ামতের দিন মানের দিক থেকে আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম মানুষ সেই ব্যক্তি, যে স্ত্রী-সহবাস করে এবং স্ত্রী স্বামী-সহবাস করে অতঃপর সে তার (স্ত্রীর) রহস্য প্রচার করে বেড়ায়।" *(মুসলিম)*

আসমা বিন্তে য়্যাযীদ (রাঃ) বলেন, একদা আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে ছিলাম, আর তাঁর সেখানে অনেক পুরুষ ও মহিলাও বসেছিল। তিনি বললেন, "সম্ভবতঃ কোন পুরুষ নিজ স্ত্রীর সাথে যা করে তা (অপরের কাছে) বলে থাকে এবং সম্ভবতঃ কোন মহিলা নিজ স্বামীর সাথে যা করে তা (অপরের নিকট) বলে থাকে?" এ কথা শুনে মজলিসের সবাই কোন উত্তর না দিয়ে চুপ থেকে গেল। আমি বললাম, 'জী হ্যাঁ। আল্লাহর কসম, হে আল্লাহর রসূল! মহিলারা তা বলে থাকে এবং পুরুষরাও তা বলে থাকে।' অতঃপর তিনি বললেন, "তোমরা এরূপ করো না। যেহেতু এমন ব্যক্তি তো সেই শয়তানের মত, যে কোন নারী-শয়তানকে রাস্তায় পেয়ে সঙ্গম করতে লাগে, আর লোকেরা তার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে।" *(আহমাদ, ইবনে আবী শাইবাহ, আবূ দাঊদ, বাইহাক্বী)*

ঠোঁটকাটা হয়ো না

কিছু মানুষ আছে ঠোঁটকাটা। কোন বিষয়ে কুমন্তব্য করতে তারা বড় ওস্তাদ। এরা কিন্তু স্পষ্টভাষী নয়; বরং এক শ্রেণীর অভদ্র ও অশ্লীলভাষী। যেমন ঃ-

'মেয়ে' না বলে, 'মাগী' বলে, 'স্ত্রী' না বলে, 'মাগ' বলে।

কাউকে অসুস্থ দেখে বলে, 'মরার সময় হয়েছে।'

কারো পাকা চুল দেখে বলে, 'বুড়ো হয়ে গেছে।'

'তোমার ভাই হয়েছে' না ব'লে বলে, 'তোমার মায়ের ছেলে হয়েছে।'

'তোমার বয়স হয়েছে' না ব'লে বলে, 'তুমি কবরে পা ঝুলাতে চললে।'
'অমুক মরেছে' না ব'লে বলে, 'অমুক পটল তুলেছে।' ইত্যাদি।

অবশ্য কাউকে মজাক ক'রে বললে কথা স্বতন্ত্র। তবুও খেয়াল রাখতে হবে, যাতে কেউ মনে আঘাত না পায়। মহান আল্লাহ্ বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} (٧٠) سورة الأحزاب

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। *(সূরা আহযাব ৭০ আয়াত)*

অনেকে অনেককে নানা ভঙ্গিমায় ব্যঙ্গ ও কটাক্ষ ক'রে কথা বলে। অথচ তাতে মনে মনে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। সম্প্রীতি নষ্ট হয়। এই জন্য মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (١١) سورة الحجرات

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! একদল পুরুষ যেন অপর একদল পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা যাদেরকে উপহাস করা হয় তারা উপহাসকারী দল অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং একদল নারী যেন অপর একদল নারীকেও উপহাস না করে; কেননা যাদেরকে উপহাস করা হয় তারা উপহাসকারিণী দল অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। আর তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না; কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাকে মন্দ নামে ডাকা গর্হিত কাজ। যারা (এ ধরনের আচরণ হতে) নিবৃত্ত না হয় তারাই সীমালংঘনকারী। *(সূরা হুজুরাত ১১ আয়াত)*

মিথ্যা গর্ব

মহিলা মহলে ভুয়ো গর্ব করা হয়, কেউ গর্ব করে স্বামী নিয়ে, কেউ ছেলে-মেয়ে নিয়ে, কেউ শ্বশুর-শাশুড়ী নিয়ে, কেউ ভাশুর বা দেওর নিয়ে, কেউ 'মাসীর মায়ের বকুল ফুলের বোনপো-বয়ের বোনঝি জামাই' নিয়ে, আবার কেউ 'বাঁশ তলাতে বিয়ল গাই, সেই সম্পর্কে মামাতো ভাই' নিয়ে।

অলংকার নিয়ে গর্ব, লেবাস-পোশাক নিয়ে গর্ব, বাড়ি-জমি নিয়ে গর্ব করে

মহিলা। 'বড়লোকের কথা শুধু টাকা আর কড়ি, গরীবের কথা শুধু ছুঁচ আর দড়ি, মেয়ে লোকের কথা শুধু শাড়ি আর চুড়ি।'

অনেকে 'ফেন দিয়ে ভাত খায় গল্পে মারে দই, মেটে হুঁকায় তামাক খায় গুড়গুড়িটা কই' বলে। কথায় কথায় গর্ব ও ফুটানি করে এবং নিজেকে শিক্ষিতা প্রকাশ করার জন্য বাংলার সাথে খাপছাড়া ইংরেজী বলার কষ্টচেষ্টা করে। তাদের অবস্থায়, 'কবি কবি ভাব, কিন্তু ছন্দের অভাব' থাকে।

যা নেই তা নিয়ে মিথ্যা ও ভুয়ো গর্ব প্রকাশ হারাম। মহানবী ﷺ বললেন, "যা দেওয়া হয়নি তা নিয়ে পরিতৃপ্তি প্রকাশকারী মিথ্যা দুই বস্ত্র পরিধানকারীর ন্যায়।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

অনেকে বংশ নিয়ে গর্ব করে। অথচ তা জাহেলী যুগের কর্ম। মহানবী ﷺ বলেন, "আমার উম্মতের মাঝে চারটি কাজ হল জাহেলিয়াতের প্রথা, যা তারা ত্যাগ করবে না; বংশ নিয়ে গর্ব করা, (কারো) বংশ-সূত্রে খোঁটা দেওয়া, তারা (ও নক্ষত্রের) মাধ্যমে বৃষ্টির আশা করা এবং (মুর্দার জন্য) মাতম করা।"

তিনি আরো বলেন, "মাতমকারিণী মহিলা যদি মৃত্যুর পূর্বে তওবা না ক'রে মারা যায়, তাহলে কিয়ামতের দিন তাকে গলিত (উত্তপ্ত) তামার পায়জামা (শেলোয়ার) ও চুলকানিদার (অথবা দোযখের আগুনের তৈরী) কামীস পরা অবস্থায় পুনরুত্থিত করা হবে।" *(মুসলিম ৯৩৪, ইবনে মাজাহ ১৫৮১নং)*

কথা বলার আদব

মহিলা মজলিসে অনেক কথাই হয় এবং বেশী কথা হয়। অথচ সব কথা তোমার স্বার্থে নয়।

মহানবী ﷺ বলেন, "বান্দা নির্বিচারে এমনও কথা বলে, যার দরুন সে পূর্ব ও পশ্চিম বরাবর স্থান দোযখে পিছলে যায়।" *(বুখারী ৬৪৭৭, মুসলিম ২৯৮৮, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)*

তিনি বলেন, "মানুষ এমনও কথা বলে, যাতে সে কোন ক্ষতি আছে বলে মনেই

করে না; অথচ তার দরুন সে ৭০ বছরের পথ জাহান্নামে অধঃপতিত হয়।” *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, হাকেম, সিলসিলাহ সহীহাহ ৫৪০নং)*

তিনি আরো বলেন, “মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টির এমনও কথা বলে, যার মঙ্গলের কথা সে ধারণাই করতে পারে না; অথচ আল্লাহ তার দরুন কিয়ামত দিবস অবধি তার জন্য তাঁর সন্তুষ্টি লিপিবদ্ধ করেন। আবার মানুষ আল্লাহর অসন্তুষ্টির এমনও কথা বলে যার অমঙ্গলের কথা সে ধারণাই করতে পারে না; অথচ আল্লাহ তার দরুন কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তার জন্য তাঁর অসন্তুষ্টি লিপিবদ্ধ করেন।” *(মালেক, আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম সিলসিলাহ সহীহাহ ৮৮৮নং)*

সত্য কথা এই যে, মহিলারা কথা খুব বেশী বলে। মেয়েদের একটি স্বভাব, তারা কথা না বলে থাকতে পারে না।

একজন জ্ঞানীকে জিজ্ঞাসা করা হল, এ কথা কি ঠিক যে, পুরুষরা অন্যান্য মহিলাদের তুলনায় গপে মহিলাদেরকে বেশী অপছন্দ করে? জবাবে তিনি বললেন, ‘অন্যান্য? অন্যান্য মহিলা আবার কারা?’ অর্থাৎ, সব মহিলারাই কথা বেশী বলে।

অনেকে বলেছেন, ‘মহিলাদের দাড়ি নেই। কারণ, তা কামাবার সময় চুপ থাকতে পারবে না বলে।’ ‘স্ত্রীলোকের সর্বাঙ্গের মধ্যে জিভটাই সবশেষে মরে।’

জ্ঞানীর আযাব হয় অবুঝকে বুঝাতে গিয়ে, অভিজ্ঞের আযাব হয় অনভিজ্ঞের নেতৃত্ব করে, আলেমের আযাব হয় জাহেলের কাছে ইল্‌ম প্রচার করতে গিয়ে, মহিলার আযাব হয় তাকে কথা বলতে নিষেধ করলে এবং পুরুষের আযাব হয় মহিলাদের নেতৃত্ব করে।

বাসে-ট্রেনেও লক্ষ্য করবে, ক্ষণিকের জন্য বসে থাকা অবস্থাতেও মহিলাদের গল্প বেশ জমে ওঠে। ‘কোথায় বাড়ি? কোথায় বিয়ে হয়েছে? ছেলে-মেয়ে কয়টা? পাঁচ বছর বিয়ে হয়েছে, মাত্র দু’টো ছেলে কেন? স্বামী কি করে?’ ইত্যাদি ইত্যাদি।

বখাটে বোনটি আমার! জিহ্বা দেখতে ছোট ও নরম, কিন্তু তার আঘাত বড় শক্ত। লৌহ-তরবারি অপেক্ষা বাক্-তরবারির ধার অধিক বেশী। এ জন্যই বোবার কোন শত্রু নেই।

পা পিছলে গেলে মানুষ মরে না, কিন্তু মুখ পিছলে গেলে অনেকে মারা যায়। সাবধান! তুমি তোমার জিভ দিয়ে নিজের গর্দান কেটে ফেলো না।

অধিকাংশ রোগ নির্ণয় করা হয় জিভ দ্বারা। আর অধিকাংশ ঝামেলা বাধে লম্বা জিভ দ্বারা।

পক্ষান্তরে অল্প কথা বলা জ্ঞানীর লক্ষণ। চুপ থাকলে আহমককেও জ্ঞানী মনে হয়।

আর জেনে রেখো, যার মুখে জ্ঞানের লাগাম আছে, লোকে তাকেই নেতা নির্বাচন করে।

শেখ সা'দী বলেন, 'কথা বলতে পারার জন্য মানুষ জন্তু-জানোয়ার থেকেও শ্রেষ্ঠ। কিন্তু মানুষ যদি কথা ঠিক না বলে, তাহলে সে জানোয়ার থেকে নিকৃষ্ট নয় কি?'

তা বলে হক বলতে চুপ থাকলে হবে না, নোংরা কাজ হতে দেখে বাধা না দিয়ে চুপ থাকলে চলবে না।

নীরব প্রতিবাদও ফলপ্রসূ। কিছু নীরবতা আছে, যা কথা বলার চেয়েও অধিক প্রভাব ও প্রতিক্রিয়াশীল। নীরবতা মঙ্গল না করতে পারে, কিন্তু ক্ষতি করে না।

যে বেশী কথা বলে, তার ভুল বেশী হয়। যার ভুল বেশী হয়, তার লজ্জা কমে যায়। যার লজ্জা কমে যায়, তার সংযম কমে যায়। আর যার সংযম কমে যায়, তার হৃদয় মারা যায়।

যে বেশী কথা বলে, সাধারণতঃ সে বেশী মিথ্যা বলে। যেমন যে নিজের গল্প ও বড়াই বেশী করে, সেও বেশী মিথ্যা বলে।

আল্লাহ আমাদের দেহে একটি মাত্র জিভ এবং দু-দু'টো কান দিয়েছেন। যাতে আমরা কম করে বলি এবং বেশী করে শুনি। শোনাতে জ্ঞান বৃদ্ধি পায়, আর কথা বলাতে অনুতাপ সৃষ্টি হয়।

জ্ঞানী বোনটি আমার! যা তুমি দেখাও, তার চেয়ে বেশী তোমার থাকা উচিত। যা তুমি জান, তার তুলনায় কম কথা বলা উচিত। যা জানো তার সবটা বলা জরুরী নয়, কিন্তু যা বল তার সবটা জানা জরুরী।

বুদ্ধিমতী বোনটি আমার! মানুষের জ্ঞান বাড়লে কথা কমে যায়। এ কথা অবশ্যই ভুলবে না।

ন্যায় বা হক কথা হলেও সব কথা সব সময় বলা চলে না। বললে বিপদ হয়, শাস্তি পেতে হয়, ক্ষতি হয় দ্বিগুণ। যেমন কোন যুবক-যুবতীকে স্বচক্ষে উপরি-উপরি ব্যভিচারে আলিপ্ত দেখলেও সে কথা কাজী বা অন্য কারো কাছে বলা চলে না। ৪ সাক্ষী উপস্থিত ক'রে তবেই বলতে হয়। নচেৎ অপবাদের চাবুক খেতে হয়।

'স্পষ্ট কথায় কষ্ট নেই' কথাটাও ঠিকই। কিন্তু সর্বত্র সব স্পষ্ট কথা বলাও জ্ঞানীর কাজ নয়, আহমকের কাজ। আর কিছু কথা আছে, যা স্পষ্ট ক'রে বললে অশ্লীল হয়ে যায়।

কারো কাছে সরল হওয়া ভালো, কিন্তু তাই বলে সব কথা সবার কাছে বলা

ভালো নয়।

মহিলা মজলিসে কিছু কথা ফিসফিসিয়ে বলা হয়। গোপন কথা আর কি হবে? একদা এক ব্যক্তি আব্দুল মালেক বিন মারওয়ানের নিকট এসে গোপনে কিছু বলতে চাইল। তিনি বললেন, 'তুমি আমার প্রশংসা করবে না। কারণ আমি নিজের ব্যাপারে খুব ভালো জানি। মিথ্যা বলবে না। কারণ মিথ্যুকের কোন রায় নেই। আর আমার কাছে কারো গীবত করবে না।' লোকটি বলল, 'তাহলে আমাকে চলে যেতে অনুমতি দিন, হে আমীরুল মু'মিনীন!'

মঙ্গল রয়েছে ৩টি কর্মে ঃ কথায়, দৃষ্টিতে ও নীরবতায়। কিন্তু আল্লাহর যিক্র ছাড়া প্রত্যেক কথা বৃথা, উপদেশ গ্রহণ ব্যতীত দৃষ্টি-বিবেচনা বৃথা এবং কোন সুচিন্তা ব্যতীত নীরবতা বৃথা।

কথা হল ওষুধের মত। পরিমাণ মত ব্যবহার করলে তুমি উপকৃত হবে, বেশী ব্যবহার করলে ধ্বংস হবে।

আর সতর্ক হও! অসভ্যের সাথে কথা বলার মানেই হল, নিজের সম্ভ্রম নষ্ট করা। ছোটলোকদের কথার জবাব দিও না; নচেৎ তোমার মান মাঠে-ঘাটে যাবে। 'পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার।'

বিষ্ঠায় ঢেলা মারলে নিজের গায়ে ছিটকে পড়ে। (নিজেকেই গন্ধ লাগে।)

আর ভজাভজি করতে যেয়ো না। কারণ, 'ছেঁদো কথা মাথার জটা, খুলতে গেলেই লাগে জটা।' তার চেয়ে সহ্য ক'রে নাও বোনটি আমার!

কত শেওড়া গাছের পেত্নী তোমার বাড়িতে এসে কত রকম পচা কথা বলবে, তুমি তাদেরকে পাত্তা দিও না। তবে এমন কথাও বলো না, যাতে সে তোমার মাথায় সওয়ার হয়ে বসে।

শত সাবধান থেকো কুটনী জাতের মেয়ে থেকে! যারা ভালো লোকের ঘরেও পাপ ঢুকিয়ে দেয়। 'সাপের বাসায় ভেকেরে নাচায়, কেমন কুটিনী সে বা?'

আর শাড়ী-সর্বস্ব নারী হয়ো না তুমি। মজলিসে তোমার পৃথক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাক। তুমি যে আদর্শ মহিলা, তা তোমার কথাবার্তায় ফুটে উঠুক। আতর-ওয়ালার কাছে যে বসে, সে আতর না কিনলেও এমনিতেই সুগন্ধ পায়। তোমার আচরণ হোক অনুরূপ খোশবু-ওয়ালার মত। আর খবরদার! কামারের মত হয়ো না, যার কাছে বসলে কাপড় পুড়ার ভয় থাকে অথবা ধোঁয়াতে দম বন্ধ হতে চায়।

কোন কোন মজলিসে হাদীস-কুরআন, আলেম-উলামা, দাড়ি ও পর্দা নিয়ে ব্যঙ্গ-

বিদ্রূপ হয়। পারলে তার প্রতিবাদ করো। না পারলে সে মজলিস ত্যাগ করো। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} (٦٨) سورة الأنعام

অর্থাৎ, তুমি যখন দেখ, তারা আমার নিদর্শন সম্বন্ধে ব্যঙ্গ আলোচনায় মগ্ন হয়, তখন তুমি দূরে সরে পড়; যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয় এবং শয়তান যদি তোমাকে ভ্রমে ফেলে, তাহলে স্মরণ হওয়ার পরে তুমি অত্যাচারী সম্প্রদায়ের সাথে বসবে না। *(সূরা আনআম ৬৮ আয়াত)*

{وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا}

অর্থাৎ, তিনি কিতাবে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহর কোন আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে এবং তা নিয়ে বিদ্রূপ করা হচ্ছে, তখন যে পর্যন্ত তারা অন্য প্রসঙ্গে আলোচনায় লিপ্ত না হয় তোমরা তাদের সাথে বসো না; নচেৎ তোমরাও তাদের মত হয়ে যাবে। নিশ্চয় আল্লাহ কপট ও অবিশ্বাসী সকলকেই জাহান্নামে একত্র করবেন। *(সূরা নিসা ১৪০ আয়াত)*

আদর্শ বোনটি আমার! তোমার বাড়িতে মহিলাদের মজলিসকে আল্লাহর যিক্‌রের মজলিস ক'রে গড়ে তোলো। নচেৎ জেনে রেখো, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে সম্প্রদায় এমন মজলিস থেকে উঠে যায়, যেখানে তারা আল্লাহর যিক্‌র করে না, আসলে তারা মৃত গাধার মত কোন জিনিস থেকে উঠে যায়। আর (এর জন্য) আল্লাহর তরফ থেকে তাদের উপর পরিতাপ আসবে।" *(আবূ দাউদ ৪৮৫৫নং)*

নারী সম্পর্কে অভিজ্ঞতালব্ধ বাণী

১। স্ত্রী পুরুষের জন্য ফিতনা স্বরূপ।

এটি হাদীসের কথা। তুমি বল, আমি ফিতনায় ফেলি না এবং পড়িও না।

২। নারী টেরা হাড়ে তৈরী।

এটিও হাদীসের কথা। তুমি বল, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করি সোজা হয়ে চলার। আল্লাহ যেন আমাকে তওফীক দেন।

৩। মেয়েদের জ্ঞান কম।

তুমি বল, আমি কোন অজ্ঞানীর কাজ করব না ইন শাআল্লাহ।

৪। মেয়েরা স্বামীর কৃতঘ্ন।

এটিও হাদীসের কথা। এ তো মিথ্যা হতে পারে না। তুমি বল, কিন্তু আমি আমার স্বামীর সর্বদা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করব। যার নুন খাওয়া হয়, তার গুণ গাওয়া তো মানুষের স্বভাবজাত অভ্যাস। আর আমি নিমকহারাম নই।

৫। কুকুর দ্বারা খরগোশ শিকার করা যায়, লজেন্স দ্বারা শিশু, আর মাল দ্বারা মহিলা।

এ কথা তুমি তোমার মধ্যে মিথ্যা প্রমাণ কর।

৬। তিনটি জিনিসের কোন ভরসা নেই; ঘোড়ার সুস্বাস্থ্য, নারীর অঙ্গীকার এবং শিশুর ভালবাসা।

এ কথা তুমি তোমার মধ্যে মিথ্যা প্রমাণ কর।

৭। মহিলার হৃদয় হল মরুভূমির বালির মত। গতকাল যা লিখেছে আজ তার কোন চিহ্ন দেখতে পায় না।

এ কথা তুমি তোমার জীবনে মিথ্যা প্রমাণ কর।

৮। বউ নষ্ট বাপের বাড়ি ঝি নষ্ট ঘাটে, পান্তাভাতে ঘি নষ্ট ছেলে নষ্ট হাটে।

এ কথা তোমার ব্যাপারে মিথ্যা প্রমাণ কর।

৯। বাপের বাড়িতে মেয়েদের কান ভারি হয়।

এ কথা মিথ্যা প্রমাণ ক'রে তুমি স্বামীকে দেখাও।

১০। শ্বশুরবাড়ি মধুর হাঁড়ি, তিনদিন পর ঝাঁটার বাড়ি।

মায়ের ঘর তুমি ভালবাসো, তোমাকে ও তোমার স্বামীকে তোমার মা-বাপ ভালবাসে। কিন্তু তোমার ভাই-ভাবীর কথা ভেবে দেখেছ কি? সুতরাং সেখানে রেখে তুমি তোমার স্বামীর মান নষ্ট করো না।

১১। ভাই-এর ভাত, ভাজের হাত। (দুর্বিষহ)

এতে তুমি ব্যতিক্রম, তা প্রমাণ কর।

১২। মহিলারা ধনী পুরুষ পছন্দ করে না। কিন্তু পুরুষের ধন পছন্দ করে।

সে পছন্দে দোষ নেই। তবে তাতে তুমি আল্লাহকে ভয় কর এবং যথাস্থানে ও যথা পরিমাণে ধন খরচ কর।

১৩। ফুল রোদে ফোটে। কিন্তু নারী এমন এক ফুল, যা ছায়াতেই ফোটে।

এটা তো প্রাকৃতিক নিয়ম। নারী আওতার ঘাস। তুমি বল, আমি স্বার্থপর না হতে চেষ্টা করব।

১৪। নারী ভালবাসে না। কিন্তু সে ভালবাসে যে, তাকে ভালবাসা হোক।

এটা এক তরফা স্বার্থপরতা। তুমি বল, আমি আমার স্বামীকে প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসি। আমি আমার স্বামীকে বলি, 'আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি, তুমি অবসর মত বাসিও।'

১৫। মহিলা ঈর্ষাবান পুরুষকে অপছন্দ করে। কিন্তু যে তার ব্যাপারে ঈর্ষাবান নয় তাকে সে আরো বেশী অপছন্দ করে।

এটা ঠিক কথাই। তবে যে সত্যের জন্য ঈর্ষাবান তাকে অপছন্দ করা উচিত নয়।

১৬। মহিলা যখন তার কণ্ঠস্বর নিচু করে, তখন সে তোমার কাছে কিছু পেতে চায়। আর তখন তা উঁচু করে, যখন সে জিনিস তোমার নিকট না পায়।

এটা মানুষের প্রকৃতিগত ব্যাপার। তবে স্বামীর ক্ষেত্রে এমন অভ্যাস নিশ্চয় ভাল নয়। স্বামীর বিরুদ্ধে আওয়াজ উঁচু করা 'আদর্শ রমনী'র আচরণ হতে পারে না।

১৭। নারীর ৩টি গুণঃ অনুভূতি, ঈর্ষা ও পরিচ্ছন্নতা।

নারী ৩টি কাজ খুব ভালো পারেঃ কান্না, প্রলোভন ও প্রবঞ্চনা।

নারী ৩টি যা অপছন্দ করেঃ নীরবতা, একাকিত্ব ও হিসাব-নিকাশ।

নারীর জন্য ৩টি উপযুক্ত কাজঃ গৃহস্থালি কর্ম, সন্তান প্রতিপালন ও রোগীর সেবা।

নারী যে ৩টি কাজে খুব পটুঃ প্রসাধন, কলহ ও ছলনা।

তুমি বল, যেগুলি মন্দ আচরণ, আল্লাহ যেন আমাকে তার থেকে দূরে রাখেন।

১৮। মহিলা যখন পারে তখন হাসে, কিন্তু যখন ইচ্ছা করে তখন কাঁদে।

১৯। নারী যখন কাঁদতে শুরু করে, তখন পুরুষের মোকাবিলা-ক্ষমতা চূর্ণ হয়ে যায়।

নাকে কাঁদা মহিলার সহজাত অভ্যাস। সামান্য আঁচড়ে এদের দেহ থেকে রক্ত বের হয়, চোখের কোণে পানি ঝুলে থাকে, এদের কুম্ভীরাশ্রু ও ছলনার অশ্রু হল সবচেয়ে মারাত্মক। তুমি বল, আল্লাহ আমাকে কথায় কথায় নাকে কাঁদা ও ছলনা থেকে দূরে রাখুক।

২০। তিন শ্রেণীর মানুষ নারীকে বুঝতে পারে না; শিশু, যুবক ও বৃদ্ধ।

২১। বেলা ভূমিতে দাঁড়িয়ে আমরা সমুদ্রের যতটুকু দেখতে পাই, নারীকে ঠিক ততটুকু দেখতে পাই।

২২। সাগরের মত নারী ডাগর জিনিস।

২৩। পৃথিবীতে যত কিছু আশ্চর্য জিনিস আছে তার মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্য মেয়ে মানুষের মন। তারা কি চায়, আর কি না চায় অতি বড় পন্ডিতরাও বলতে পারে না।

উক্ত কথাগুলির সারমর্ম একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, একদা নবী ﷺ (মহিলাদেরকে

সম্বোধন ক'রে) বললেন, "হে মহিলা সকল! তোমরা সাদকাহ-খয়রাত করতে থাক ও অধিকমাত্রায় ইস্তিগফার কর। কারণ আমি তোমাদেরকে জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসীরূপে দেখলাম।" একজন মহিলা নিবেদন করল, আমাদের অধিকাংশ জাহান্নামী হওয়ার কারণ কি? হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, "তোমরা অভিশাপ বেশি কর এবং নিজ স্বামীর অকৃতজ্ঞতা কর। বুদ্ধি ও ধর্মে অপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বিচক্ষণ ব্যক্তির উপর তোমাদের চাইতে আর কাউকে বেশি প্রভাব খাটাতে দেখিনি।" (অন্য কথায়, মহিলা জ্ঞানী পুরুষেরও মাথা খেয়ে বসে।) *(মুসলিম)*

তুমি বল, আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করি। আমি আমার ছলা-কলা প্রদর্শন ক'রে কারো জ্ঞান-বুদ্ধির মাথা খেতে চাই না। আমি আদর্শ নারী, আমি মা খাদীজা, উম্মে সালামাহ ও আয়েশার মত জ্ঞানের কাজে স্বামীর সহযোগিতা করতে পারি।

২৪। মহিলাদের বয়স বিয়োগ করে হিসাব করতে হয়, যোগ করে নয়।

২৫। যদি চাও যে মহিলা মিথ্যা বলুক, তাহলে তার বয়স জিজ্ঞাসা কর।

২৬। মহিলার যদি আসল বয়স জানতে চাও, তাহলে তার ভাবীকে জিজ্ঞাসা কর।

সাধারণতঃ বিয়ের আগে এই মিথ্যা বলা হয়। কারণ, যুবকরা বেশী বয়সের মেয়ে পছন্দ করে না। তারা বলে, 'কুড়ির মেয়ে বুড়ি।' তুমি বল, আমি আদর্শ মহিলা, আমি মিথ্যা বলি না এবং আন্দাজেও কারো বয়স ধরি না। বয়স কম বললেই আমার রূপ-লাবণ্য বেশী হবে নাকি?

২৭। পুরুষ নারীর ব্যাপারে যাচ্ছে তাই বলতে পারে। আর নারী পুরুষের ব্যাপারে যাচ্ছে তাই করতে পারে।

এ কথা তুমি ভুল প্রমাণ কর।

২৮। 'নয়ন কেবল নীল উৎপল
মুখ শতদল দিয়া গঠিল,
কুন্দে দন্ত পাঁতি রাখিয়াছে গাঁথি
অধরে নবীন পল্লব দিল।
শরীর সকল চম্পকের দল
দিয়া অবিকল বিধি রচিল,
তাই ভাবি মনে তবে কি কারণে
পাষাণেতে তব মন গঠিল।'

নারীদের মন সাধারণতঃ নরম। কিন্তু প্রবঞ্চনায় তাদের মন বড় পাষাণ। তুমি বল, আমি মুসলিম আদর্শ নারী। আমি অতি সহজ-সরল, আমার মধ্যে প্রবঞ্চনা ও

ছলনা নেই। আমি সেই নারী যাদের জন্য বলা হয়েছে,

'ছোট ছোট মেয়েগুলি কিসে হয় তৈরী, কিসে হয় তৈরী?
ক্ষীর, ননী, চিনি আর ভালো যাহা দুনিয়ার
মেয়েগুলি তাই দিয়ে তৈরী।'

২৯। *নারী প্রকৃতিগতভাবে যন্ত্রণাদাত্রী; অসুন্দরী হলে হৃদয়ে ব্যথার সৃষ্টি হয়, আর সুন্দরী হলে মাথায় ব্যথা সৃষ্টি করে।*

এ উক্তিকে তুমি ভ্রান্ত প্রমাণ কর।

৩০। *বার্ণাডশ' বলেন, দাম্পত্য-জীবন একটি কোম্পানীর নাম; যাতে পুরুষ উপার্জন করে, আর মহিলা অপচয় করে।*

এ কথা তুমি তোমার জীবনে ভুল প্রমাণ কর।

৩১। *সুরা এবং নারী অনেক প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটায়।*

তুমি বল, আমি সেই নারী নই। আমি 'আদর্শ নারী'।

৩২। *মেয়ে মানুষের তূণে যত প্রকার দিব্যাস্ত্র আছে, তন্মধ্যে 'আড়ি পাতা'টা হল ব্রহ্মাস্ত্র। সুবিধে পেলে এতে মা-মেয়ে, শাশুড়ী-বউ, জা-ননদ, কেউ কাউকে খাতির করে না।*

আড়ি পাতা বা অভিমান করা, মুখ নামিয়ে কোন কিছুর জন্য গোঁ ধরা মহিলাদের একটি অভ্যাস। তুমি বল, আমি এর ব্যতিক্রম।

চন্দ্রবদনা, মৃগনয়না, চঞ্চলমতি বোনটি আমার! তুমি হও ধীরগতি। সবার মাঝে তুমি অনন্যা হও।

সমাপ্ত